চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 53 Sunday, 22 January, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা ✻ ৭ মাঘ, ১৪২৯, রবিবার, ২২ জানুয়ারি, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

পুলিশ-আইএসএফ খণ্ডযুদ্ধে রণক্ষেত্র ধর্মতলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ শনিবার বিকেলে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধল ধর্মতলায়। ভাঙড়ের রেশ এসে পৌঁছল শহরের প্রাণকেন্দ্রে। যার জেরে স্তব্ধ হয়ে গেল মধ্য কলকাতার যান চলাচল। ভাঙড়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন আইএসএফের কর্মীরা। অবস্থানে বসে পড়া আইএসএফ কর্মী-সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করতে হঠাই মারমুখী হয়ে ওঠে পুলিশ। পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে চটি, পাথর ছোড়া হয়। আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণে দু'পক্ষেরই একাধিক জন আহত হয়েছেন। আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি সংবাদমাধ্যমের কর্মীরাও। শনিবার সকাল থেকেই কর্মীদের মারধর করেন তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল নেতাদের উপস্থিতিতেই এ সব ঘটেছে বলে দাবি করেছেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তৃণমূল সেই অভিযোগ যদিও মানেনি। লেদার কমপ্লেক্স থানা থেকে পুলিশবাহিনী পৌঁছেছে ঘটনাস্থলে। নওশাদ পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার

পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, শনিবার কলকাতায় সভা ছিল আইএসএফের। দলের কর্মীরা বিক্ষোভ দেখানোর পর তাঁদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। কার্যত টেনেহিঁচড়ে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয় ভাঙরের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে। পরে তাঁকে গ্রেফতার করার কথা জানায় পুলিশ। পাল্টা পুলিশকে আক্রমণ করার অভিযোগ ওঠে নওশাদের দলের কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। উন্মত্ত জনতাকে থামাতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। পাল্টা বাঁশ, লাঠি নিয়ে পুলিশকে তাড়া করেন আইএসএফের কর্মীরা। রাস্তায় উত্তপ্ত ছিল ভাঙড়। সেখানে তৃণমূল এবং আইএসএফ, একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ তোলে। আইএসএফ এবং তৃণমূলের সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে স্থানীয় হাতিশালা এলাকা। দুই দলের সংঘর্ষে তৃণমূলের বেশ কয়েক জন কর্মী আহত হন। হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় এক জনকে। প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তৃণমূল কর্মীরা। গোটা এলাকা ঘিরে রাখে পুলিশ। ঘটনায় আইএসএফেরও কয়েক জন কর্মী আহত হন। শনিবার কলকাতায় দলীয় সভা ছিল আইএসএফের। তাদের অভিযোগ, সেখানে যাওয়ার পথে শনিবার সকালে আইএসএফ অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, ‘‘পুলিশ সক্রিয় হলে এ রকম ঘটত না। আইএসএফ কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে।’’ নওশাদ জানিয়েছেন, গোটা ঘটনায় আইএসএফের কোনও ভূমিকা ছিল না। বরং তৃণমূল তাঁদের উপর হামলা চালিয়েছে। তাঁর কথায়, ‘‘আমি সুন্দর ভাবে কর্মীদের কলকাতায় নিয়ে যেতে এসেছিলাম। তৃণমূল নেতা জুলদার নেতৃত্বে এ সব হয়েছে। আমরা মারামারি করি না। এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। সবাইকে নিয়ে কলকাতার পথে যাচ্ছি।’’ দুই দলের সংঘর্ষের জেরে চায়ের দোকানে ভাঙচুর হয়েছে। নওশাদ জানিয়েছেন, তিনি নিজে মেরামতের টাকা দেবেন। আর এক তৃণমূল কর্মী কৌশিক মণ্ডল অভিযোগ করেন যে, আগে আইএসএফই হামলা চালায়। তিনি বলেন, ‘‘আরাবুলের নেতৃত্বে তৃণমূলের মিছিল হয়েছিল। মিছিল শেষ করে বাড়ি ফিরছিলাম। ওঁরা গাড়ি নিয়ে জনসভায় যাচ্ছিলেন। গাড়ি থেকে ইটবৃষ্টি শুরু করেন। অশ্লীল ভাষায় গালি দিচ্ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভাঙড়ের নেতৃত্বকে।’’ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। পতাকা লাগানো নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে তৃণমূল এবং আইএসএফ কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। আইএসএফ নেতা আবু হোসেন মোল্লার অভিযোগ, ‘‘২১ জানুয়ারি দলের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে আমরা দলীয় পতাকা লাগাচ্ছিলাম। সেই সময় আরাবুল ইসলাম এবং তাঁর ছেলে হাকিমুল ইসলাম বাইরে থেকে লোকজন এনে আমাদের মারধর করে। অথচ পুলিশ এসে আমাদেরই দু'জনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওরা লাঠি দিয়ে মেরেছে। আমরা আত্মরক্ষা করতে ওদের মেরেছি।’’ সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থলে যায় কাশীপুর থানার পুলিশ। তৃণমূল পাল্টা আইএসএফের দিকেই আঙুল তুলেছে। তৃণমূল নেতা হাকিমুল বলেন, ‘‘গতকাল আইএসএফের কিছু নেতা পতাকা টাঙাচ্ছিল। সেই সময় তারা আমাদের এক সমর্থকের বাড়িতে তাদের দলীয় পতাকা টাঙায় এবং আরাবুল ইসলামের নামে গালাগালি দেয়। তার প্রতিবাদ করলে ওরা অতর্কিতে আমাদের উপর হামলা চালায়। ইটবৃষ্টি করে। আমাদের কর্মীদের বন্দুকের বাঁট, ইট, রড দিয়েও মারধর করে।’’

বড় বড় সংস্থাগুলিকে আয়ের ভাগ দিতে হবে প্রকাশকদেরও জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারিঃ ডিজিটাল মিডিয়ার কনটেন্ট বেচেই এতদিন লাভের গুড় খেয়ে এসেছে বড় বড় কোম্পানি। বিশেষ করে গুগল, ফেসবুকের মতো প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো সংবাদ সংস্থার প্রকাশিত খবর নিজেদের প্ল্যাটফর্মে দেখিয়ে প্রচুর মুনাফা কামিয়েছে। কিন্তু তার বদলে সংবাদ সংস্থাগুলির লাভ কিছু হয়নি। এই ব্যাপারটা নিয়েই বিভিন্ন মিডিয়া হাউসের সঙ্গে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর বিরোধ দীর্ঘদিনের। এই অভিযোগ সরকারের কান অবধি গেছে। তাই এবার মিডিয়া হাউস ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর মধ্যে দীর্ঘকালীন বিরোধের অবসান ঘটাতে নতুন ডিজিটাল অ্যাক্ট (আইন) আনার কথা ভাবছে সরকার। বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর এবং তথ্য ও সম্প্রচার সচিব অপূর্ব চন্দ্র দুজনেরই বক্তব্য, সংবাদ সংস্থাগুলোর থেকে কোনও খবর বা কনটেন্টের লিঙ্ক নিলে তাদেরও লাভের ভাগ দিতে হবে। বিনামূল্যে তথ্যের ব্যবহার করা যাবে না। অভিযোগটা প্রথম উঠেছিল আমেরিকায়। বছর তিনেক আগে। তার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওই অভিযোগ ক্রমশ জোরালো হয়েছে। অভিযোগ হচ্ছে, সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া হাউসগুলি অনেক পরিশ্রম করে তাদের কনটেন্ট তৈরি করে আর সেই কনটেন্ট বিনামূল্যে নিজেদের গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে ফেসবুক, গুগলের মতো বড় বড়

প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো অনৈতিকভাবে প্রচুর পরিমাণ বিজ্ঞাপন হাতিয়ে নেয়। বড় অঙ্কের টাকা লাভ করে। অথচ, ওই কনটেন্ট ‘শেয়ার’ করার জন্য গুগল ও ফেসবুক সংবাদমাধ্যমগুলিকে না তো কোনও স্বত্বভোগের মূল্য চোকায়, না তাদের বিজ্ঞাপনী আয়ের ভাগ দেয়। করোনা অতিমহামারী এবং লকডাউনের জেরে অর্থনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় বিজ্ঞাপন ও খবরের কাগজ বিক্রির আয় অনেক কমেছে। সংবাদমাধ্যমগুলির এখন কার্যত দেওয়াল পিঠ ঠেকে গেছে। এই অবস্থার প্রতিকার এবং বিজ্ঞাপন জোগাড়ের ক্ষেত্রে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ বা সমানাধিকার চেয়ে সংবাদমাধ্যমগুলি নিজের নিজের দেশের সরকারের কাছে দরবার করেছে। ভারতে অন্তত ১৭টি ডিজিটাল নিউজ মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এই বিষয়টা নিয়ে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে। তাই এবার সরকারের পক্ষ থেকেও নতুন ‘আইটি আইন’ আনার কথা ভাবা হচ্ছে। বিভিন্ন নিউজ মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি জানিয়েছে, ব্রিটেন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্সের মতো দেশে তথ্যের সুরক্ষা ও অধিকার বজায় রাখতে নতুন আইন আনা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার একটি বিধি আনতে চলেছে যার মাধ্যমে ফেসবুক, গুগলের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিকে তাদের বিজ্ঞাপন বাবদ আয় সংবাদমাধ্যমগুলির সঙ্গে ভাগ করে নিতে বাধ্য করা হবে। ফেসবুক-গুগলের মতো ডিজিটাল সংস্থাগুলি কত অর্থ দেবে তা পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হবে। ভারতেও ফেসবুক-গুগলের মতো সংস্থাগুলির সঙ্গে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন এবং কনটেন্ট শেয়ারিং নিয়ে তেমনই একটি আইন নিয়ে আসার জাবি করা হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব অপূর্ব চন্দ্র বলেছেন, এই ব্যাপারটা নিয়ে কঠোর অবস্থান নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ডিজিটাল বিজ্ঞাপন নিয়ে এখনও আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য কোনও আইন, বিধি নেই। তাই অন্তত সংবাদমাধ্যমগুলির সঙ্গে গুগল-ফেসবুকের মতো সংস্থাগুলি তাদের বিজ্ঞাপনের আয় ভাগ করে নিক, এটাই দেখবে সরকার।

নজর মালদহ, বীরভূমে!
পঞ্চায়েত ভোটের আগেই জেলা সফরে মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান শেষ হলেই আগামী ৩১শে জানুয়ারি মালদহ সফরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ১ তারিখ বীরভূমের বোলপুরে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। মালদহে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর। মালদহের গাজোল কলেজ মাঠে এই সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান কর্মসূচি হওয়ার কথা রয়েছে। মূলত দুয়ারে সরকার কর্মসূচির বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি সাইকেলেও তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে ওই কর্মসূচি থেকে। এর জন্য ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন প্রস্তুতি ও নিতে শুরু করেছে। নবান্ন সূত্রে খবর প্রত্যেকটি জেলাতেই দুয়ারে সরকার কর্মসূচির সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দিতে চান খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জন্যই ইতিমধ্যেই নতুন বছরের শুরু থেকেই জেলা সফর শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার সাগর দীঘিতে সরকারি পরিষেবা প্রধান অনুষ্ঠান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর আলিপুরদুয়ার জেলায় উত্তরবঙ্গের তিন জেলাকে কেন্দ্র করে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি এই তিন জেলার উপভোক্তাদের হাতে সরকারি পরিষেবা তুলে দিয়েছেন চলতি সপ্তাহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ৩০শে জানুয়ারি বইমেলার উদ্বোধন করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন রাজ্য মন্ত্রিসভারও বৈঠক করার কথা রয়েছে। তারপর ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের উদ্দেশ্যে যেতে পারেন। অথবা ৩১ তারিখ কলকাতা থেকে সরাসরি হেলিকপ্টারে যাবেন মালদায়। মালদহে সরকারি পরিষেবা প্রধান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মালদহ থেকে হেলিকপ্টারে করে সরাসরি আসবেন বীরভূম। ১ তারিখ বীরভূমেও সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বীরভূম সফরকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষত বীরভূম জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বর্তমানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে জেলবন্দি। অনুব্রত হীন বীরভূমে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে করা হচ্ছে বীরভূমের এই সফরে প্রশাসনিক সভা থাকলেও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে পারেন তৃণমূল নেত্রী। ১ তারিখ বীরভূমে সরকারি পরিষেবা প্রধান অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি দেউচা-পাচামি কয়লা খনি প্রকল্পের ইচ্ছুক জমিদাতাদের পরিবারেরকে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্রও তুলে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই দেউচা পাচামি কয়লা খনি প্রকল্পের জন্য ইচ্ছুক জমিদাতাদের পরিবারদের একাধিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই বীরভূম সফরে আপাতত কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই বলেই জানা গেছে। তারপর ২ তারিখ কলকাতায় ফিরে আসার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নবান্ন সূত্রে খবর মালদহ, বীরভূম জেলার পর দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলাতেও ফেব্রুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যেতে পারেন। তার প্রস্তুতি ও নিতে শুরু করেছে নবান্নের শীর্ষ মহল।

বেহালায় লরি পিষে দিল মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে

স্কুটার উল্টোতেই ছিটকে পড়েন রাস্তায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বেহালার বীরেন রায় রোডে। শনিবার সকালে শহরে পথদুর্ঘটনার বলি হলেন এক সিভিল ভলান্টিয়ার। অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন তাঁর স্বামী। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম সীমা দাস (৪২)। তিনি বউবাজার থানায় কর্মরত ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ভোর ৬টা নাগাদ স্কুটারে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন সীমা। স্কুটারটি চালাচ্ছিলেন তাঁর স্বামী তপন দাস। বীরেন রায় রোডে দ্রুতবেগে আসা একটি লরি সজোরে ধাক্কা মারে স্কুটারটিতে। স্কুটারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ে গেলে ছিটকে পড়ে যান দুই আরোহীই। মৃতার স্বামী কোনওক্রমে নিজেকে সরিয়ে নিলেও, সরে যেতে পারেননি সীমা। তাঁর মাথা পিষে দিয়ে যায় লরি। সীমার বয়স ৪৪ বছর। বউবাজার থানায় কর্মরত ছিলেন। এলাকাবাসীরা বলছেন, ওই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার রাস্তায় ছিটকে পড়লে তাঁর ওপর দিয়েই লরিটা চলে যায়। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণেই এই মৃত্যু বলে জানিয়েছে হাসপাতাল। এই ঘটনায় ঘাতক গাড়ি এবং তার চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পর্ণশ্রী থানা এবং ডায়মন্ড হারবার ট্রাফিক গার্ড।

বাজেটে একলাফে অনেকটা বাড়তে পারে স্যালারি!

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারিঃ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ১লা ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করবেন। সরকারি কর্মচারীরাও এই বাজেট নিয়ে অনেক আশাবাদী। বাজেটে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বেতন নিয়ে সরাসরি ঘোষণার আশা কম। আশা করা হচ্ছে, বাজেটে সরকার ৭ম বেতন কমিশনের বিশেষ কিছু বিষয়ে ঘোষণা করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ৩টি দাবি সরকার মেনে নিলে তাঁদের বেতন বিপুল হারে বৃদ্ধি পাবে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩.৬৮ শতাংশ করার দাবি জানিয়ে আসছেন। সরকার যদি এটি মেনে নেয়, তাহলে কর্মচারীদের বেতন বিপুল বাড়তে পারে। কর্মচারীদের ন্যূনতম বেসিক বেতন ১৮ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হবে ২৬ হাজার টাকা। করোনার সময় ১৮ মাস ডিএ বাড়ানো হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ১লা জুলাই ২০২১ সালে ডিএ ১১ শতাংশ বাড়িয়েছে, কিন্তু ১৮ মাসের ডিএ বকেয়া সম্পর্কে কিছুই বলেনি। সরকারি কর্মচারীরা এই বাজেটে আশা করছেন যে তাঁরা ১৮ মাসের বকেয়া ডিএ সম্ভবত পেতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি ও ১লা জুলাই ডিএ বৃদ্ধি করে। কেন্দ্রীয় কর্মীরা দাবি করছেন যে ১লা ফেব্রুয়ারি পেশ করা বাজেটের সঙ্গেই বছরের প্রথম ডিএ বৃদ্ধি সংক্রান্ত ঘোষণা করা উচিত। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকার ৩ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে ডিএ বাড়াতে পারে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে উড়বে খালিস্তানি পতাকা! হামলার হুমকি এসজেএফের

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারিঃ ভারত যখন প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত, ঠিক সেইসময়ই দিল্লিতে জঙ্গি হামলার হুমকি দিল খালিস্তান পন্থী সংগঠন শিখ ফর জাস্টিস (এসজেএফ)! সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে এই সংগঠনের নেতা গুরুপন্ত সিং পান্নু ‘২০৩ সালে পাঞ্জাবকে ভারত থেকে মুক্ত’ করার দাবি জানান। প্রজাতন্ত্র দিবসেই যে হামলার ছক কষছে তারা, তা গুরুপন্তর ভিডিও থেকে স্পষ্ট। তিনি বলেন, ‘‘২৬ জানুয়ারি বাড়িতে থাকুন, নাহলে এসজেএফের বাধার মুখে পড়তে পারেন।’’ এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। এরপরই যোগ করেছেন, ‘‘দিল্লি আমাদের লক্ষ্য হবে। আমরা খালিস্তানের পতাকা উত্তোলন করব।’’ শুধু তাই নয় যদি কেউ লালকেল্লায় খালিস্তান পতাকা

উত্তোলন করেন তবে তাঁকে ৫ লাখ ডলার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন গুরুপন্তর। এই ভিডিও সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। এসজেএফ ও গুরুপন্তর নামে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগও দায়ের করেন আইনজীবী বিনীত জিন্দাল। পাশাপাশি, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার অনুরোধ করেছেন। এদিকে, প্রজাতন্ত্র দিবস নিয়ে বাড়তি সতর্কতা জারি রাজধানীতে। কড়া নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে যে হামলার ছক কষা হচ্ছে তার ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। উত্তর দিল্লি থেকে দিন কয়েক আগেই দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের থেকে উদ্ধার হয়েছে হামলার ‘ব্লু প্রিন্ট’ ও অস্ত্রশস্ত্রও। এছাড়াও তাদের সঙ্গে খালিস্তানপন্থী সংগঠনের যোগ রয়েছে তার প্রমাণও মিলেছে।

‘কেউ চাইছেন তাড়াতাড়ি যোগ দিতে!’ হিরণ জল্পনা আরও বাড়ালেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা হিরণকে ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনার শেষ নেই। তার একটি ছবি সামনে এসেছে। সেই ছবি সামনে আসার পরেই রাজনৈতিক মহলে তুমুল শোরগোল শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ছবিটি সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। যদিও এই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। এবার এই বিষয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এদিন কুণাল বলেন, ‘‘হিরণ নিয়ে বিজেপি সান্ত্বনা পুরস্কারের কথা ভাবছে। কেউ অভিষেকের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। কেউ চাইছেন তাড়াতাড়ি যোগ দিতে। অনেকে আবার দূর্গাপুরের বৈঠকের মাঝে হোয়াটসঅ্যাপ করছেন। বিজেপি জানেই না অনেকে দল বদল করতে প্রস্তুত। যোগদান মেলায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বিয়োগ মেলায় আসতে প্রস্তুত। আদি বিজেপিরাও কথা বলছেন। উট পাখির মতো বালিতে মুখ গুজে যদি ভাবে ঝড় আসেনি, তাহলে ভুল ভাবছেন।’’ শুভেন্দুকে নিশানা করে কুণাল বলেন, ‘‘শুভেন্দু অধিকারী যে প্রতিষ্ঠিত তোলাবাজ। তাঁর দূর্নীতি নিয়ে কথা বলা সাজে না। শুভেন্দুর দলত্যাগ করে বিজেপিতে যাওয়ায় প্রমাণই করে যে বিজেপি গেলেই রক্ষা পাওয়া যায়। গণ আন্দোলনের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যতই কুৎসা করুন, অন্তরের অন্তরস্থল থেকে সত্যি কথা বেরিয়ে যাবেই। বিজেপি একটা দেউলিয়া দল। জোট ছাড়া ওদের হবে কি করে? কোনও লোক জন নেই। সবার হাত ধরে বাঁচতে চাইছে।’’ ভাঙড়ের পরিস্থিতি নিয়ে কুণাল বলেন, ‘‘ভাঙড়ে এর আগেও দেখেছি তৃণমূল নয় আলাদা দল করেছে। ওটা দাদাগিরির জায়গা নয়। পুলিশ-প্রশাসন অবশ্যই ব্যবস্থা নিচ্ছে।’’ কুন্তল ঘোষ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘আইন আইনের পথে চলবে। তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করব না। কিন্তু কেন্দ্রীয় এজেন্সির ধরপাকা। ভীষণ দৃষ্টিকটূ। এটাকে আমরা স্বাভাবিক ঘটনা ধরছি না। এর জবাব অবশ্যই থাকবে।’’

১৯ নয়, চাকরি দেওয়ার নামে ৩০ কোটি নিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুন্তল! আদালতে দাবি ইডি-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ ১৯ কোটি নয়, চাকরি দেওয়ার নাম করে অন্তত ৩০ কোটি টাকা নিয়েছেন ধৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ। এ দিন নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তৃণমূলের যুব নেতাকে আদালতে পেশ করে এমনই দাবি করল ইডি। শুধু তাই নয়, কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে পাওয়া একটি নোটবুকে এই টাকা নেওয়ার হিসেবও মিলেছে বলে আদালতে দাবি করেছে ইডি। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে আজ সকালেই চিনার পার্কের ফ্ল্যাট থেকে কুন্তল ঘোষ নামে হুগলির এই যুব তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করে ইডি। কুন্তলের বিরুদ্ধে স্কুলে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় সাড়ে ১৯ কোটি নেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে আর এক অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল। যদিও গ্রেফতারের পরই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কুন্তল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ ছিল, তাপস মণ্ডলের ষড়যন্ত্রের কারণেই তাঁকে গ্রেফতার হতে হল। কুন্তল দাবি করেন, তাপস মণ্ডল তাঁর থেকে ৫০ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন। এ দিন ধৃত কুন্তল ঘোষকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পেশ করে ইডি। আদালতে ইডি-র আইনজীবী জানান, শুধু ২০১৪ সালের টেট দুর্নীতি নয়, আপার প্রাইমারি এবং নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতেও কুন্তলের যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে। রীতিমতো হিসেব দিয়ে ইডি-র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, চাকরি দেওয়ার নাম করে কুন্তল ১৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন বলে তাপস মণ্ডলের থেকে তথ্য হাতে পায় তারা। এর মধ্যে ১০ কোটি ৪৮ হাজার টাকা নেওয়া হয় আপার প্রাইমারির চাকরিপ্রার্থীদের থেকে। প্রাইমারিতে চাকরি পাওয়ার জন্য টেট চাকরি প্রার্থীদের থেকে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা নেন কুন্তল। ইডি-র আইনজীবীর চাঞ্চল্যকর দাবি, এখনও পর্যন্ত ইডির হাতে যে হিসেব এসেছে, তাতে কুন্তল ঘোষ চাকরি দেওয়ার নাম করে অন্তত ৩০ কোটি টাকা নিয়েছেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। এমন কি, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-তে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েও ওই তৃণমূল নেতা টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ করে ইডি। আদালতে ইডি-র আইনজীবী জানান, তল্লাশির সময় কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাট থেকে একটি নোটবুক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই নোটবুকেই টাকা নেওয়া তথ্য বিশদে লেখা ছিল। আদালতে ইডি দাবি করে, জিজ্ঞাসাবাদের

সময় কুন্তল সহযোগিতা করছিলেন না। কেন এই টাকা নেওয়া হয়েছে তার সদুত্তর দেননি। তদন্তাকারীদেরও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন তৃণমূলের যুবনেতা। সেই কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হেফাজতে নিয়ে জেরা করার কুন্তলতে ১৪ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানান ইডি-র আইজীবী। ইডি-র অভিযোগ, কুন্তলের কাদের সঙ্গে লেনদেন ছিল, শিক্ষা দফতরের ভিতরে বৃহত্তর দুর্নীতির চক্রের খোঁজ পেতে তা জানা প্রয়োজন। কুন্তল ঘোষের আইনজীবী পাল্টা আদালতে দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের ফ্ল্যাট থেকে কোনও টাকা উদ্ধার হয়নি। তদন্তেও সহযোগিতা করেছেন কুন্তল। তার পরেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অথচ চার্জশিটে নাম থাকা সত্ত্বেও তাপস মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়নি। কুন্তলের আইনজীবী বলেন, ‘‘কী কারণে গ্রেফতার করা হল? ইডি বলছে সহযোগিতা করছে না তাই গ্রেফতার করা হল। অন্য অভিযুক্তরাও প্রভাবশালী। কিন্তু কুন্তলের ক্ষেত্রে জোর করে প্রভাবশালী বলা হচ্ছে। যেখানে দেখা গিয়েছে ওনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গিয়েছে তাপস মণ্ডলের অ্যাকাউন্টে।’’ কুন্তলের আইনজীবী আরও দাবি করেন, আজ, ২১ তারিখই কুন্তলকে তলব করা হয়েছিল। কিন্তু একদিন আগেই তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হল। ফলে গ্রেফতারির কারণ অন্য কিছু বলেও অভিযোগ করেন তিনি। যে কোনও মূল্যে কুন্তলকে জামিন দেওয়ার আবেদনও করেন তিনি। ইডি-র পক্ষ থেকে অবশ্য পাল্টা জানানো হয়, গতকাল, ২০ জানুয়ারি সকাল থেকে কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে অভিযান শুরু হয়। তল্লাশির সময় ডায়েরি উদ্ধার হয়। সঙ্গে সঙ্গে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। ২১ তারিখ সকালে তল্লাশি শেষে হয়। তদন্তে সহযোগিতা না করাতেই তৃণমূলের যুবনেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন আদালত ১৪ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে কুন্তল ঘোষকে। ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কুন্তল ঘোষের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন গ্রেফতারির পরেই কুন্তল বলেন, ‘‘বেআইনিভাবে অফলাইন ভর্তি নিয়ে মুখ খুলব বলায় আমার ছেলেকে কিডন্যাপ করার হুমকি দিয়েছিল তাপস মণ্ডল। দয়া করে আমার দলকে এর মধ্যে জড়াবেন না।’’ এমনকী তাপস তাঁর থেকে ৫০ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন বলেও দাবি করেছেন তিনি। এ মামলায় ইতিমধ্যেই নাম জড়িয়েছে তাপস মিশ্র নামে আরও এক ব্যক্তির।

আগামী সপ্তাহে ফের মেঘালয়ে যাচ্ছেন অভিষেক

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ আগামী সপ্তাহে শিলংয়ে জনসভা করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ভোট ঘোষণার পর শিলং সফরে গিয়ে কী বার্তা দেন তিনি, সেদিকেই নজর সকলের।পাখির চোখ বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফের মেঘালয় সফরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, ২৪ জানুয়ারি তিনি সেখানে সমাবেশ করবেন।একুশের বিধানসভা নির্বাচনে দুর্দান্ত ফলাফল করে তৃতীয়বার এ রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের বাইরে সংগঠন বিস্তারে বাড়তি নজর দিতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিশেষত তাদের নজরে উত্তর-পূর্বের ছোট রাজ্যগুলি।ত্রিপুরায় আগেই লড়াই শুরু করে দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল, যার মূল সেনাপতি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিয়ম করে ত্রিপুরা গিয়ে সংগঠনের কাজ গুছিয়ে আসেন, দেন প্রয়োজনীয় পরামর্শ। মেঘালয়েও সংগঠনকে আরও গোছাতে তৎপর তৃণমূল।উল্লেখ্য, গত বুধবারই ত্রিপুরা, মেঘালয়ের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরায় নির্বাচন। নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়ে ভোট হবে একই দিনে। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি। ৩ রাজ্যের ভোটেরই ফলাফল ঘোষিত হবে আগামী ২ মার্চ।

মহাসমারোহে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেই চলছে রটন্তী কালীপুজোর উদযাপন

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ গত শুক্রবার সকাল থেকেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মহাসমারহে উদযাপন হয়েছে রটন্তী কালীপুজো। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ১৬৮ তম বর্ষে পদার্পণ করল রটন্তী কালীপুজো। শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের পথ স্মরণ করে মন্দিরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই রটন্তী কালীপুজো। হিন্দু ধর্মের সাধারণত তিন ধরনের কালীপূজার উল্লেখ রয়েছে। এক- দীপান্বিতা কালীপুজো, দুই - ফলহারিনী কালীপুজো, তিন- রটন্তী কালীপুজো। সকাল থেকে আজ সারাদিন মন্দির প্রাঙ্গনে চলছে পূজা অর্চনা । রাত্রি দশটা অব্দি খোলা থাকবে মন্দিরের সিংহ দুয়ার। নানান আচার বিচারের মধ্য দিয়ে এদিন এই পুজো সম্পন্ন হয় মা ভবতারিণী মন্দির প্রাঙ্গনে। শুধু পুজো নয় থাকছে সান্ধ্য কালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় মন্দির প্রাঙ্গনে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অছি পরিষদের সদস্য কুশল চৌধুরী এই বিশেষ পুজো সম্পর্কে জানান, রটন্তি কালীপুজো উপলক্ষে বিশেষ গঙ্গারতির ব্যবস্থা করেছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। সন্ধ্যায়.সুরের ঝর্ণাধারা অনুষ্ঠানে সুর ও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে মন্দির প্রাঙ্গণে সুরের ঝংকার তুলে ধরবেন পন্ডিত রামকুমার মিশ্র শুভমিতা ও সুরেশ ওয়াডকর। রটন্তী কালীপুজো উপলক্ষে গোটা মন্দির প্রাঙ্গণকে রংবেরঙের আলোয় সাজানো হয়েছে।একই সঙ্গে আলোর বর্ণমালায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক শিব মন্দির সহ কৃষ্ণ মন্দিরকে। গত দু'বছর ধরে করো না কালে সেভাবে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেনি মন্দির কর্তৃপক্ষ ।ঐদিন রটন্তী কালীপূজা উপলক্ষে ভক্ত সমাগমের পাশাপাশি এই পুজোকে সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরতে তাই কোনও খামতি রাখেননি মন্দির কর্তৃপক্ষ। গোটা মন্দির চত্বর ঘিরে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় নজরদারি পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে পুলিশের সংখ্যা।

অবশেষে উঠল ধর্ণা, ব্রিজ ভূষণ সরণ সিংয়ের পদত্যাগের ঘোষণা ক্রীড়ামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃদীর্ঘসময়. পর অবশেষে উঠল ধর্ণা। ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজ ভূষণ সরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে উঠেছিল যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ও তার পদত্যাগর দাবি তুলে ধর্ণায় বসেছিলেন দেশের কুস্তিগীররা। বিক্ষোভকারিদের সঙ্গে দেখা করেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। পরপর দুদিন তাঁদের সাথে বৈঠক করেন ক্রীড়ামন্ত্রী। এরপরই গত শুক্রবার রাতে ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়ে দেন পদত্যাগ করেছেন ব্রিজ ভূষণ সরণ সিং-কে। এই ঘটনার তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। চার সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত তদন্ত পক্রিয়া শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী।প্রসঙ্গত, গত গত বুধবার থেকে দিল্লির যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভরত দেশের কুস্তিগিররা। গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম অনুরাগ ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে

ক্রমাগত 'কর্মসংস্থান মেলা' আমাদের সরকারের পরিচয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারিঃদেশের যুবকদের ক্ষমতায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'রোজগার মেলা' দেশের যুবকদের ক্ষমতায়নের একটি প্রচেষ্টা। একটানা কর্মসংস্থান মেলা এখন আমাদের সরকারের পরিচয়ে পরিণত হয়েছে। আমাদের সরকার যে সিদ্ধান্তই নেয় না কেন, এটি প্রমাণ করে।শুক্রবার নিয়োগপত্র হস্তান্তরের পর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরকারি দফতর ও প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭১ হাজার নবনিযুক্ত নিযোগপ্রাপ্তদের উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নবনিযুক্ত তরুণদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি ২০২৩ সালের প্রথম কর্মসংস্থান মেলা, যা ৭১ হাজার পরিবারের জন্য সরকারি চাকরির অমূল্য উপহার নিয়ে এসেছে।প্রধানমন্ত্রী নবনিযুক্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই কর্মসংস্থানের সুযোগ শুধু নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়, কোটি কোটি পরিবারে নতুন আশার আলো জাগাবে। তিনি জানান, জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) শাসিত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে নিয়মিত চাকরি মেলার আয়োজন করায় আগামী দিনে কয়েক লক্ষ নতুন পরিবারকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, অসম সরকার গত শুক্রবার একটি চাকরি মেলার আয়োজন করেছে এবং খুব শীঘ্রই মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরাখণ্ডের মত রাজ্যগুলি এই মেলার আয়োজন করতে চলেছে। নিয়মিত চাকরি মেলা এ সরকারের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা দেখান যে এই সরকার যে সিদ্ধান্তই নিয়েছে, তা সত্য হয়েছে।এই প্রসঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মুখে খুশি এবং সন্তুষ্টি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন এবং অনেকেই তাদের পরিবারে প্রথম ব্যক্তি যিনি সরকারি চাকরি পেয়েছেন। তিনি বলেন, আপনি নিশ্চয়ই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। কেন্দ্রীয় চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও সুগম এবং সময়বদ্ধ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নিযোগে প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও গতি বর্তমান সরকারের কাজের প্রতিটি দিককে চিহ্নিত করে। তিনি আরও বলেন, এই সরকার এ ধরনের সমস্যা সমাধান করেছে এবং একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করেছে। স্বচ্ছ নিয়োগ এবং পদোন্নতি তরুণদের মধ্যে আস্থা জাগায় বলেও তিনি মনে করেন।

নিউজিল্যান্ডের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ক্রিস হিপকিনস

ওয়েলিংটন , ২১ জানুয়ারি ঃ নিউজিল্যান্ডের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন দেশটির পুলিশ, শিক্ষা ও জনসেবা বিষয়ক মন্ত্রী ক্রিস হিপকিন্স । জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী পদে দলের মনোনয়ন পাওয়া একমাত্র ব্যক্তি হওয়ায় তিনি বসতে যাচ্ছেন এ পদে। ক্রিস হিপকিনস ২০০৮ সালে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ২০২০ সালে কোভিড-১৯ বিষয়ক মন্ত্রীর পরে বদল করা হয় দপ্তর।তবে দলের মনোনয়ন চূড়ান্ত হলেও এখনই চেয়ারে বসতে পারছেন না হিপকিনস। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি দেশটির গভর্নর জেনারেলের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন জেসিন্ডা। এরপর রাজা তৃতীয় কিং চার্লসের পক্ষে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেবেন তিনি।এর আগে, গত বৃহস্পতিবার হঠাই পদত্যাগের ঘোষণা করেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন। তিনি বলেন, কঠিন সময় যাচ্ছে বলে আমি দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি, তা নয়। এমন হলে আমি আগেই সরে যেতাম। আমি চলে যাচ্ছি, কারণ প্রধানমন্ত্রীত্বের মতো বিশেষ ভূমিকার সঙ্গে অনেক দায়-দায়িত্ব জড়িয়ে থাকে, যা পালন করা আমার পক্ষে হয়তো আর সম্ভব নয়।

ফের প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন রাম রহিম, শুরু বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২১জানুয়ারি ঃ আরও একবার ৪০ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত বিতর্কিত ধর্মগুরু রাম রহিম। জানা গিয়েছে, তিনি ৪০ দিনের জন্য ছাড়া পাচ্ছেন। প্রসঙ্গত জানা যাচ্ছে, আগামী ২৫ জানুয়ারি ডেরা প্রাক্তন প্রধান শাহ সন্তনম সিংয়ের জন্মদিন। আর সেই অনুষ্ঠানেই অংশ নিতে প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন বিতর্কিত ধর্মগুরু রাম রহিম। ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জেলে রয়েছেন ধর্মগুরু রাম রহিম। কিন্তু বারে বারেই তিনি প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন। আর তাই নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। গত জুনে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। এরপর তিনি আবারও মুক্তি পান প্যারোলে গত অক্টোবরে। প্রসঙ্গত, সে সময় ছিল হরিয়ানার পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং আদমপুর বিধানসভার উপনির্বাচন। যথারীতি সেই সময় ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান রাম রহিমের জেলের বাইরে থাকা নিয়ে ব্যাপক সরব হয়েছিল বিরোধী দলগুলি।অন্যদিকে, রাম রহিমের মুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই রোহতাকের ডিভিশনাল কমিশনার সঞ্জীব বর্মা জানিয়েছেন, নিয়ম মেনেই রাম রহিমকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, নিয়ম মেনে রাম রহিমকে মুক্তি দেওয়া হলেও বিতর্ক কিন্তু কোনভাবেই থামছে না।

অস্ট্রেলিয়ায় ফের হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর

সিডনি, ২১ জানুয়ারি ঃফের অস্ট্রেলিয়ায় হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর। এইসঙ্গে ভারতবিরোধী স্লোগান লেখা হয়েছে মন্দিরের দেওয়ালে। গতবারের মতোই এবারও অভিযুক্ত স্থানীয় খলিস্তানপন্থীরা। গত ১০ জানুয়ারি মঙ্গলবার মেলবোর্ন শহরের একটি হিন্দু মন্দিরে হামলা হয়েছিল। এবারের ঘটনাটি ভিক্টোরিয়া প্রদেশের। গত সোমবার ঘটলেও তা অস্ট্রেলিয়ার একটি ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম মারফত প্রকাশ্যে আসে গত বুধবার। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।গত সোমবার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের প্রাচীন শ্রী শিব বিষ্ণু মন্দিরে হামলা হয়।

টেন্ডার ডেকে সরস্বতী পুজো, প্রশ্ন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃকলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেন্ডার ডেকে সরস্বতী পুজোর আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এতে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।২৬ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো। হাতে আর মাত্র ৫ দিন বাকি। ২৪ জানুয়ারি বেলা ২টোর মধ্যে টেন্ডারে অংশ নিতে আগ্রহীদের আবেদন জমা করতে বলা হয়েছে। ওয়েবসাইটেই পাওয়া যাচ্ছে আবেদনপত্র।ইতিহাসে এই প্রথমবার, সরস্বতী পুজোর জন্য টেন্ডার ছাড়লো কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ ক্যাম্পাসের ভোগ প্রসাদ, আলপনা ও প্যান্ডেল করার জন্য টেন্ডার এর নোটিশ প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। গত শুক্রবারই নোটিস দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে।সরস্বতী পুজোর আলপনা, প্রসাদ, ফল-খিচুড়ি। তার জন্যও টেন্ডার ডাকতে হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে? এ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কর্তৃপক্ষ বলছে, নজরে স্বচ্ছতা। তাই টেন্ডার ডেকে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ক্যাম্পাসের জন্যই এই নোটিস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস, বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ, টেকনোলজি ক্যাম্পাস সল্টলেক, আলিপুর ক্যাম্পাস, হাজরা ল' কলেজ ক্যাম্পাস এই পাঁচ ক্যাম্পাসে পুজোর জন্যই টেন্ডার।কর্তৃপক্ষ বলছে স্বচ্ছতার কথা। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, শুধুই কি তাই? কেন না, সবসময়ই সরস্বতী পুজো করে নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়ন। এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছ' বছর ধরে ছাত্র সংসদের ভোট নেই। অভিযোগ রয়েছে আরও। শাসকদলেরই ছাত্র সংগঠনের অন্দরে দলাদলি আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।অন্যদিকে এই পুজোর দায়িত্ব নিতে চেয়ে এসএফআই এবং ডিএসও ছাত্র সংগঠনের তরফেও আবেদন জানানো হয় বলে সূত্রের খবর। সব ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও জটিলতা বাড়ার সম্ভাবনা থেকেই কি সরস্বতী পুজোর প্রসাদ, আলপনার ভারও টেন্ডার ডেকে দিতে হচ্ছে। এ সব নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

জ্যাকলিনের বিরুদ্ধে নোরার মানহানি মামলার শুনানি ২৫ মার্চ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের বিরুদ্ধে অপর এক অভিনেত্রী নোরা ফাতেহির করা মানহানি মামলার শুনানি হবে আগামী ২৫ মার্চ। নোরা ফাতেহির করা মানহানি মামলার শুনানির জন্য ২৫ মার্চ তারিখটি তালিকাভুক্ত করেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। শুধুমাত্র জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ নন, কয়েকটি মিডিয়া সংগঠনের বিরুদ্ধেও মানহানির মামলা করেছেন নোরা।সুকেশ চন্দ্রশেখরের ২০০ কোটি টাকা তছরুপের কেসের নাম জড়িয়েছে অভিনেত্রী জ্যাকলিনের, এই প্রতারণার মামলায় রয়েছে নোরার নামও। মানহানি মামলায় নোরার তরফে জ্যাকলিনকে মূল অভিযুক্ত (অভিযুক্ত নম্বর ১) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মামলায় তিনি আগেই জানিয়েছেন, ''এটা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে উল্লিখিত প্রতিদ্বন্দ্বীরাঅভিযোগকারীর সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিতে ন্যায্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

আলেইদা-এস্তেফানিয়ার চন্দননগরের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বাতিল, সরব বুদ্ধিজীবীরা

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ চে গুয়েভারা-র কন্যা ডাঃআলেইদা গুয়েভারা এবং নাতনি এস্তেফানিয়া গুয়েভারার চন্দননগরের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গেল। স্থানীয় বিপ্লবী ঐতিহ্যের উপর প্রশাসনের আরও একটি আঘাত নিয়ে সরব হল স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশ।আইন সহায়তা কেন্দ্র সম্পাদক বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং ' প্রসঙ্গ সংস্কৃতি'-র সহ সম্পাদক শংকর কুশারী এক যৌথ বিবৃতিতে এই প্রতিবেদকের কাছে শনিবার অভিযোগ করেন, আপনারা জানেন যে বিশ্বের সর্বত্র চে গুয়েভারা একটি সাড়া জাগানো নাম । চে গুয়েভারা-র কন্যা ডাঃ আলেইদা গুয়েভারা এবং নাতনি এস্তেফানিয়া গুয়েভারাকে কলকাতা এবং এই রাজ্যের আরও কয়েকটি স্থানে গণ সম্বর্ধনা জানানোর উদ্যোগ নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজ।চন্দননগরের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও এমনই একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো। প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হবে । কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে চন্দননগর পৌর নিগম রবীন্দ্রভবন এবং তসংলগ্ন অঞ্চলে কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন ।এটা ধরে নেয়া হয় যে প্রস্তাবিত গণসম্বর্ধনার অনুষ্ঠানটি একটি রাজনৈতিক কর্ম এবং এই অনুষ্ঠান সেখানে করা সম্ভবপর হয় না । পরবর্তী সময়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জ্যোতির মো। সংলগ্ন সার্কাসমাঠে এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো কিন্তু সেখানেও বিভিন্ন ধরনের ওজর আপত্তি তুলে সেই সভাটিও করতে দেওয়া হয় না ।একটি চিঠিতে মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৪৬ সালের দি ফরেনার্স অ্যাক্ট এবং ১৯৪৮ সালের ফরেনার্স অর্ডার নামক দুটি আইন ও নির্দেশিকার। আশ্চর্যের বিষয় হল এই, যে শনিবার এখানকার সার্কাসমাঠে যে সভাটি হবার কথা হয়েছিলো সেই একই সভা একই সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরপা।ার গণভবনে ।গতকাল দেশের এই দুই মাননীয় অতিথিকে একইভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে বরানগরের আই. এস. আই. হল এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে । আজও উত্তরপাড়ার অনুষ্ঠানের পর আরেকটি অনুষ্ঠান আছে কলেজ স্ট্রীটে ।আমাদের প্রশ্ন হল, মাননীয় মহকুমা শাসকের পত্রে উল্লেখিত আইন ও নির্দেশিকাগুলি কি কেবলমাত্র চন্দননগরের জন্যই প্রযোজ্য ? সেই আইনের কোন কার্যকারিতা কি বরানগর অথবা উত্তরপাড়া কিংবা কলকাতা মহানগরীতে নেই ? নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোন কারণ ?কার্যতঃ মাননীয় মহকুমা শাসকের এই চিঠি এই প্রশ্নই তুলে দিলো যে ভারত সরকার প্রণীত একটি আইনকে একটি রাজ্যের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । একটি কেন্দ্রীয় আইনের সর্বজনগ্রাহ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেলো !শহরের সকল সংবেদনশীল ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের শহরের বিপ্লবী ঐতিহ্যের উপর বারংবার নেমে আসা এই আক্রমণ ও আঘাতের বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবুন । প্রয়োজনে নিজ নিজ ফোরামে বিষয়টি উত্থাপিত করার উদ্যোগ নিন ।

গুয়াহাটিতে আরও এক কোটি টাকার মণিপুরী গাঁজা বাজেয়াপ্ত, ধৃত দুই

গুয়াহাটি, ২১ জানুয়ারি ঃ ফের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে গুয়াহাটি সিটি পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিশপুরের খানাপাড়া এলাকায় একটি বারো চাকার লরি থেকে দুই কোটি টাকার গাঁজার চালান বাজেয়াপ্ত করার পর আজ শনিবার ভোররাতে আবারও মাদক-বিরোধী অভিযানে আবারও সাফল্য পেয়েছে সিটি পুলিশ। প্রায় এক কোটি টাকার গাঁজা সমেত আটক করা হয়েছে একটি লরি। পাশাপাশি মাদক মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে লরি চালক এবং সহ-চালককে।জানা গেছে, গোপন সূত্রের এক খবরের উপর ভিত্তি করে শুক্রবার রাতে ফের মাদক-বিরোধী অভিযানে নামেন গুয়াহাটি সিটি পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার (জেসিপি) পার্থসারথি মহন্ত। জো।াবাটে তাঁর নেতৃত্বে নাকা পয়েন্ট গড়ে এক এক করে তালাশি চালানো হয় প্রত্যেকটি লরিতে। শেষে সাফল্য আজ ভোররাতে। ত্রিপুরা থেকে উত্তর ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী একটি লরিতে তল্লাশি চালিয়ে তার গোপন চেম্বার থেকে উদ্ধার হয় ১০১ কেজি মণিপুরি গাঁজা।গুয়াহাটি সিটি পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার পার্থসারথি মহন্ত জানান, মাদক পাচারের অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে লরিটি। পাশাপাশি দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। গাঁজা পাচারের ফরয়ার্ড এবং বেকওয়ার্ড লিংক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গুয়াহাটি সিটি পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার পার্থসারথি মহন্ত।

সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩১, প্রাণ হারালেন দু'জন

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে ও উত্তর প্রদেশে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩১ জন, দু'জনের মৃত্যুর পর ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭৩০ জনের।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১ হাজার ৯৪০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৯,১১১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮১,৭৮১-এ পৌঁছেছে। এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২ লক্ষ ০৭ হাজার ০৬৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.২০ কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,২৪,২১,১১৩। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৫৯,৬০৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মোদীর আমন্ত্রণে ভারতে আসছেন মিশরের রাষ্ট্রপতি, প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি এল-সিসি

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে আগামী ২৪-২৬ জানুয়ারি ভারত সফরে আসছেন মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি। ২৪-২৬ জানুয়ারি ভারতে রাষ্ট্রীয় সফর করবেন তিনি। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মিশরের রাষ্ট্রপতি। মিশরের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ৫ জন মন্ত্রী ও সিনিয়র আধিকারিক-সহ একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলও ভারতে আসছে।শনিবার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, এই প্রথমবার মিশরের রাষ্ট্রপতিকে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মিশরীয় সেনাবাহিনীর একটি সামরিক দলও প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নেবে। ২৪-২৬ জানুয়ারি ভারত সফরে থাকবেন মিশরের রাষ্ট্রপতি।

হাত সে হাত জোড়ো অভিযানের লোগোর সূচনা করল কংগ্রেস, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আনল চার্জশিট

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ হাত সে হাত জোড়ো অভিযানের লোগোর সূচনা করল কংগ্রেস। শনিবার হাত সে হাত জোড়ো অভিযানের লোগোর সূচনা করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিটও এনেছে কংগ্রেস। এদিন লোগোর সূচনা করার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, আগামী ২৬ জানুয়ারি 'হাত সে হাত জোড়ো অভিযান'-এর সূচনা হবে, সাধারণ মানুষের কাছে ভারত জোড়ো যাত্রার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঘরে ঘরে চলবে এই অভিযান। আমরা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট প্রকাশ করেছি।কে সি বেণুগোপাল এদিন আরও বলেছেন, ১৩০ দিনের এই ঐতিহাসিক কর্মসূচির (ভারত জোড় যাত্রা) পর দেশের মানুষের কাছ থেকে যথেষ্ট ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে কংগ্রেস। পদযাত্রার সময় লক্ষাধিক মানুষ কথা বলেছেন রাহুল গান্ধীর সঙ্গে। মোদী সরকারের অপশাসনের কারণে দেশবাসী যে ব্যথার মধ্যে রয়েছে তা আমরা বুঝতে পেরেছি।

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের বন্দে ভারত ফের আক্রান্ত! এবার কাটিহারে পাথরের আঘাতে ভাঙল জানালা

কাটিহার, ২১ জানুয়ারি ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ফের আক্রান্ত! এবার বিহারের কাটিহারে পাথরের আঘাতে ভাঙল সুপারফাস্ট বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের জানালা। ২০ জানুয়ারি (শুক্রবার) বঃেদ ভারত এক্সপ্রেসের পাথর ছোড়ার ঘটনাটি ঘটেছে। আরপিএফ জানিয়েছে, পাথর ছোড়ার কারণে কোচ সি-৬-এর ডান দিকের একটি জানালার কাঁচ ভেঙে গিয়েছে।বিহারের কাটিহার ডিভিশনের আরপিএফ জানিয়েছে, শুক্রবার ডালখোলা-তেলতা রেলওযে.স্টেশন অতিক্রম করার সময় পাথর ছোড়ার ঘটনাটি ঘটেছে। ২২৩০২ ডাউন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচ ৬-এর ৭০ নম্বর বার্থের যাত্রীরা এসকর্ট পার্টিকে জানান ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। যে স্থানে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি বিহারের কাটিহার জেলার বলরামপুর এলাকার মধ্যে পড়ে। কোনও যাত্রী হতাহত হননি, তবে জানালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শীতের শিরশিরানি কমছেই না রাজধানীতে, দিল্লিতে কুয়াশায় ফের বিঘ্নিত বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডা কমছেই না রাজধানী দিল্লিতে। শীতের দাপটে শনিবারও কাবু হল রাজধানী দিল্লি। এদিন দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। শীতের দাপট যেমন রয়েছে রাজধানীতে, তেমনই রয়েছে ঘন কুয়াশার দাপটও। এদিন ঘন কুয়াশার জন্য দিল্লিতে বিঘ্নিত হয়েছে উ।ান পরিষেবা। দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে বহু যাত্রীকে।শনিবার কনকনে ঠান্ডায় কেঁপেছে রাজধানী দিল্লি, একই রকম ঠান্ডা ছিল পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশেও। শীতে রীতিমতো কাবু হয়ে প।ছে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড ও জম্মু ও কাশ্মীর। শীতে কাঁপছে মরুরাজ্য রাজস্থানও। শীতের দাপটে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এদিনও বিপর্যস্ত হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি! উজবেকিস্তানে ঘুরিয়ে দেওয়া হল রাশিয়া থেকে গোয়াগামী বিমান

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকির কারণে উজবেকিস্তানে ঘুরিয়ে দেওয়া হল রাশিয়া থেকে গোয়াগামী একটি বিমান। রাশিয়ার পার্ম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গোয়ার উদ্দেশে আসছিল আজুর এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইট, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি দেখা দেওয়ায় বিমানটি উজবেকিস্তানে ডাইভার্ট করা হয়েছে। দু'টি শিশু-সহ মোট ২৯৮ জন যাত্রী এবং ৭ জন ক্রু মেম্বার রয়েছেন ওই বিমানে।রাশিয়ার মস্কো থেকে গোয়ায় আসছিল আজুর এয়ার সংস্থার একটি চাটার্ড বিমান। ভারতের আকাশ সীমানায় ঢোকার আগেই গোয়া বিমানবন্দরে একটি উড়ো মেল আসে। ওই মেলে বলা হয় বিমানটির মধ্যে বোমা রাখা আছে। তারপরই তড়িঘড়ি বিমানটিকে উজবেকিস্তানের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানের একটি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে সেটি। বিমানবন্দরের এক কর্তা জানিয়েছেন, গোয়া বিমানবন্দরে ভোর ৪টে ১৫ মিনিটে বিমানটির নামার কথা ছিল। রাত সাড়ে ১২টায় হুমকি মেল আসার পরে সেটিকে ঘুরিয়ে উজবেকিস্তানের দিকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির সম্ভাবনা, উঁচু পাহাড়ে হবে তুষারপাতও

শ্রীনগর, ২১ জানুয়ারি ঃশীতের দাপটে রীতিমতো কাঁপছে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা, কাশ্মীর ও লাদাখে ঠান্ডা যদিও একটু কমেছে। এই পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানাল, আগামী ২৪ ঘন্টা মূলত মেঘলা থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশ। এই সময়ে সমতলে বৃষ্টি ও উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কাশ্মীর এই মুহূর্তে চিল্লাই-কালানের অধীনে রয়েছে, ৪০ দিনের এই চিল্লাই কালান শুরু হয়েছিল ২১ ডিসেম্বর।শনিবার কাশ্মীরে পহেলগামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইমাস ৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শ্রীনগরের তাপমাত্রা ছিল ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের লেহ-তে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও কার্গিলে মাইনাস ১৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জমজমাট শীতে কাঁপছে জম্মুও, সেখানে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২জানুয়ারি ঃরবিবার, ৭মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২জানুয়রিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৭ মাঘমাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ৭ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৩.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৪.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৩শতকরা এবং ৫২শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত- ৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৯মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা -১৬মিনিটে মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন।

রাশিফল

মেষ রাশিঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন আপনার অস্থাবর সম্পত্তি যে কোনও আজই চুরি করতে পারে

বৃষ রাশিঃআজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।আপনার চারপাশে থাকা মানুষজন আপনার মনোবল এবং উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে।

মিথুন রাশিঃহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে।শুভ

কর্কট রাশিঃআপনার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সারাতে হাসি চিকিৎসা ব্যবহার করুন কারণ এটি সব সমস্যার সেরা প্রতিষেধক।শুভ

সিংহ রাশিঃবিবাহে যোগ ।সংসারে শান্তি। সন্তান হতে পারে আজ

কন্যা রাশিঃআর্থিক সংকটে যেপে পারে। শীরর ভালো যেপে পারে

তুলা রাশিঃকোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। শুভদিন

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে।।

ধনু রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হোন, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা।

মকর রাশিঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্েহ্যর বিকাশ ঘটতে পারে। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে

কুম্ভ রাশিঃকথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে।

মীন রাশিঃজীবনের প্রতি গম্ভীর মনোভাব বর্জন করুন। আজকে করা বিনিয়োগ আপনার সমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার অত্যধিক শক্তি এবং অসাধারণ উদ্যম আপনার অনুকূলে ফলাফল আনতে পারে এবং গার্হস্থ্য উত্তেজনা প্রশমিত

হাওড়ার মানুষের জলকষ্ট দূর করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুমোদন। ২৮০ কোটি টাকার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের শিলান্যাস হলো হাওড়ার ঘুসুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার মানুষের জলকষ্ট দূর করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুমোদন। ২৮০ কোটি টাকার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের শিলান্যাস হলো হাওড়ার ঘুসুড়িতে।উত্তর হাওড়ার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবীকে মান্যতা দিয়ে ঘুসুড়ির নস্করপাড়া অঞ্চলে আগামী ২ বছরের মধ্যে গড়ে উঠতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত সালকিয়া পানীয় জল শোধনাগার। কেএমডিএ এবং হাওড়া পৌরনিগমের যৌথ উদ্যোগে শনিবার সকালে এই পানীয় জল শোধনাগারের শিলান্যাস হয়। দৈনিক প্রায় ১৫.৫ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন এই জলপ্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, কমিশনার ধবল জৈন, প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য রিওয়াজ আহমেদ, বাপী মান্না, অনুপ চক্রবর্তী, মনজিৎ রাফেল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন পরে সাংবাদিক বৈঠকে পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, আজ হাওড়াবাসীর কাছেও খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঘুসুড়ির নস্করপাড়ায় সালকিয়া পানীয় জল শোধনাগার প্রকল্পের আজ শিলান্যাস হলো। এটা মোট ২৮০ কোটি টাকার একটা প্রকল্প। হাওড়ার মানুষের জলকষ্ট দূর করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশাল প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছিলেন। শিলান্যাসের মাধ্যমে এই প্রকল্পের কাজ আজ থেকেই শুরু হলো। এই প্রকল্পের কাজ আগামী ২ বছরের মধ্যে শেষ করা গেলে আগামী প্রায় ২-৩ দশক উত্তর হাওড়া এবং বালির কিছু অংশে (পুরাতন বালির বিন্যাস অনুযায়ী প্রায় ৬টি ওয়ার্ড) আর জলকষ্ট থাকবে না। বর্তমানে আমাদের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বলতে শুধু পদ্মপুকুর রয়েছে। সেই কারণে পদ্মপুকুর ওয়াটার প্ল্যাণ্টের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। নস্করপাড়ার সালকিয়া ওয়াটার প্ল্যান্ট আগামী দিনে তৈরি হয়ে গেলে পদ্মপুকুরের উপর থেকে চাপ অনেকটা কমবে। সেক্ষেত্রে মধ্য হাওড়া, শিবপুর, দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা এলাকার মানুষকে আমরা আরও বেশি করে জল সরবরাহ করতে পারব। নস্করপাড়ার সালকিয়া ওয়াটার প্ল্যান্ট আগামী দিনে তৈরি হয়ে গেলে সালকিয়া, উত্তর হাওড়া, বালির কিছু এলাকা তখন সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে। এই প্লান্ট হয়ে গেলে গ্রীষ্মকালে সামগ্রিক হাওড়া শহরের জলকষ্ট মিটে যাবে।

কলকাতা-ফুরফুরা সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ কেন মন্ত্রীকে নিশানা করে তোপ দাগলেন তোহা সিদ্দিকী

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ২১ জানুয়ারি ঃ মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থস্থান ফুরফুরা শরীফ। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ আসেন। তাদের পরিবহন সমস্যার কথা ভেবে আগেই মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা থেকে ফুরফুরা শরীফ পর্যন্ত চারটি সরকারি বাস পরিষেবা চালু করেছিলেন, কিন্তু সেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে ক্ষুব্ধ ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা তোহা সিদ্দিকী। তিনি ফুরফুরা শরীফে নিজের বাড়িতে শীতবস্ত্র বিতরণের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বস্ত্র বিতরণের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বাস পরিষেবার বন্ধের প্রশ্ন তুলে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী কে নিশানা করে তোপ দাগেন। তিনি স্নেহাশীষের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন এই এলাকার বিধায়ক হিসাবে এখানে কোন কাজই তিনি করেননি, বরং এলাকার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে অনেক উন্নয়নের কাজ করেছেন। তোহা জানান ফুরফুরার মানুষের উন্নয়নে আমি বারে বারে বলি, এরপরই তার কটাক্ষ আমি সংবাদ মাধ্যমে বলি বলে বিধায়কের দুঃখ হয় মনে ব্যথা পান আবার এই সংবাদ মাধ্যমে না বললে উনি শুনতে পান না কানে কানে বললেও শুনতে পান না। এরপরই বাসের প্রসঙ্গ তুলে বলেন এই ফুরফুরা শরীফে অগণিত ভক্তের আগমনের প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চারটি সরকারি বাস অনুমোদন করেন ববি হাকিম ও এই রুটে দুটি বাসের ব্যবস্থা করেন কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের এখানের বিধায়ক স্নেহাশীষ চক্রবর্তী পরিবহন মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পরেই সেই বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় তিনি প্রশ্ন তোলেন এটা হবে কেন। এই প্রশ্নের উত্তর তাকেই দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তোহা সিদ্দিকী বলেন এখানে ৩১ নম্বর বেসরকারি বাস রুটটি বন্ধ কিন্তু সেটা পাইভেট তাই তার সুবিধা অসুবিধা মালিক কেই দেখতে হবে। যদিও সংবাদমাধ্যমে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তীর দাবি তিনি মন্ত্রিত্ব পাওয়ার আগেই এই কলকাতা ফুরফুরা রুটে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে। আর্থিক সংকটে বহুরুটে বাস বন্ধ রয়েছে সেগুলি পুনরায় চালুর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার দাবি যা কিছু ফুরফুরার উন্নয়ন তা রাজ্য সরকারের টাকায় ফুরফুরা উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে হয় এখানে বিধায়কের আলাদা করে কাজ করার প্রশ্নই নেই।

কুন্তল ঘোষের গ্রেফতারে প্রতিক্রিয়া রাজ্য বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ তৃণমূলের যুব নেতা কুন্তল ঘোষের গ্রেফতারে প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি রথীন্দ্র বোস। শনিবার রথীন্দ্রবাবু ফেসবুকে লিখেছেন, দেখুন কি দুর্দশা। দিদির সুরক্ষা কবচ লাগিয়েছিল কুন্তল। ত্রিপুরায় গিয়ে খেলা হবে পোস্টার লাগিয়েছিল। কিন্তু দেখুন কি অবস্থা। সুরক্ষা কবচ পেয়েও ইডির হাতে ধরা পড়ে গেলো। তৃণমূলের লোকেরা বলছে এ নাকি ছোট নেতা (ছোট নেতার কাছেই ১৯ কোটি!)। কিন্তু এই ছোট নেতাই কখনো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায, জয়া দত্ত, সায়নী ঘোষ, ব্রাত্য বসু, স্নেহাশিস চক্রবর্তী কিংবা কখনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃ বধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে!সাদা মনে প্রশ্ন এলো, সাধারণ মানুষ কি এমন করে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে পারে? কিছুদিন আগে মন্ত্রী রথীন ঘোষের কাছে যাওয়ার জন্য একজন সাধারণ মানুষের গালে থাপ্পড় মারা হয়।। আবার সাংসদ মালার রায়কে ডিএ নিয়ে প্রশ্ন করায় তৃণমূল নেতাদের হুমকির মুখে একজন প্রধান শিক্ষক। ছোটখাটো নেতাদের প্রতি তৃণমূল কবে থেকে এত দয়াবান হল?প্রেসঙ্গত, দুই ফ্ল্যাটে প্রায় বাইশ ঘণ্টা ধরে তল্লাশির পর তৃণমূলের যুব নেতা কুন্তল ঘোষকে গ্রেফতার করল ইডি। তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগেই কুন্তলকে প্রথমে আটক এবং তার পরে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। শুক্রবারই নিউ টাউনের চিনার পার্কে একটি বিলাসবহুল আবাসনে কুন্তল ঘোষের দু'টি ফ্ল্যাটে তল্লাশি শুরু করেছিল ইডি। শনিবার সকাল পর্যন্ত সেই তল্লাশি চলে।

আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুর মহোদয়ের জন্মতিথি পালন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুর মহোদয়ের ১৩২ তম শুভ জন্মতিথি এবং ১০২ তম সিদ্ধো উৎসব উপলক্ষে ধর্ম সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার সহধর্মিনী, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তপন মুখোপাধ্যায় ' বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি ,প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ,কামারহাটি পৌরসভার পৌর প্রধান শ্রী গোপাল সাহা, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারেট অলোক রাজোরিয়া ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।আজ ৫০০০ শাড়ি ও ৩০০০ কম্বল ও প্রসাদ গরিব মানুষের মধ্যে বন্টন করা হয়। সাত দিনব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আগামীকাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্তি হবে। এই উপলক্ষে বহু ভক্তেরা মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন। এছাড়া একটি এক হাজার সজ্জা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন ও অ্যাম্বুলেন্স এর উদ্বোধন হয়। এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই।

নিশ্চিন্দার ঘটনায় আটক ঘাতক গাড়ি, অভিযুক্ত চালকের খোঁজ চলছে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জানুয়ারি ঃ নিশ্চিন্দার ঘটনায় আটক ঘাতক গাড়ি। অভিযুক্ত চালক ও তার সঙ্গীদের খোঁজ চলছে। শুক্রবার সাতসকালে হাওড়ার বালির নিশ্চিন্দা সাঁপুইপাড়ায় রবীন্দ্রপল্লীতে ঘটেছিল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। একটি চারচাকা বিলাসবহুল গাড়ি বেপরোয়া গতিতে ছুটে এসে সামনে থাকা টোটোর পিছনে ধাক্কা মারে। টোটো থেকে নিচে ছিটকে পড়ে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারান এক মহিলা। নিশ্চিন্দা সাঁপুইপাড়ার ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনার ২৪ ঘঃটার মধ্যেই ঘাতক গাড়িটি পুলিশ আটক করলো। নিশ্চিন্দা থানা সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতেই গাড়িটি আটক করা হয়। দুর্ঘটনার পর ওই যুবকরা বিলাসবহুল গাড়িটি ফেলে পালিয়েছিল। তবে, অভিযুক্ত গাড়ি চালক সহ গাড়িতে থাকা অন্য যুবকদের খোঁজ চলছে। শুক্রবার সকালে বালির নিশ্চিন্দার সাঁপুইপাড়ায ঘটে ওই মর্মান্তিক ঘটনা। মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যাবার পথে পিছন দিক আসা বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় স্বামীর টোটো থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে মাহিন্দ্রা গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ যায় সুপ্রিয়া সাহা (২৯) নামের ওই মহিলার। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন টোটোর পিছনে এসে বেপরোয়া গতিতে ধাক্কা মেরেছিল ওই মহেন্দ্রা গাড়ি। এরপর ওই মহিলা টোটো থেকে ছিটকে গাড়ির নিচে চলে গেলে ওই গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। মহিলার মৃত্যু হয়। তাঁর শিশুকন্যাও রাস্তায় পড়ে জখম হয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, এভাবে প্রতিদিনই বেপরোয়া গতিতে মদ্যপ কিছু যুবক বিলাসবহুল গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করে।

হাওড়া গোঘাট আরামবাগ শাখায় রবিবার ও সোমবার ট্রেন বন্ধ

বনস্পতি দে, হুগলি, ২১ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার আরামবাগ গোঘাট শাখায় রবিবার ও সোমবার ট্রেন বন্ধ থাকবে। জানা গেল এই লাইনে রবিবার সকাল আটটা থেকে সোমবার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত হাওড়া ও আরামবাগ গোঘাটের মধ্যে ট্রেন বন্ধ থাকবে। সরাসরি কোনো ট্রেন চলবে না এই দুদিন যাত্রীদের কথা ভেবে ও নিত্য যাত্রীদের জন্য কিছু স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল যেমন হাওড়া থেকে দিয়ারা পর্যন্ত রবিবার ও সোমবার ছযটি ট্রেন চলবে আবার দিযারা থেকে ছটি ট্রেন হাওড়ায় আসবে এইভাবে আরামবাগ থেকে হরিপাল পর্যন্ত কিছু স্পেশাল ট্রেন যাবে আসবে নিত্যযাত্রীদের কথা ভেবে রেল এই ট্রেন গুলি চালাবে। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে সিঙ্গুর ও নালিকুল স্টেশনের মাঝে নন ইন্টারলকিং কাজ করার জন্য রবিবার সকাল ৮ টা থেকে সোমবার বিকাল ৫ টা পর্যন্ত হাওড়া গোঘাট আরামবাগ শাখায় সরাসরি কোন ট্রেন চলবে না। এই জরুরী বিজ্ঞপ্তি শনিবার হাওড়া আরামবাগ গোঘাট লাইনে সব স্টেশনে স্টেশনে মাইকিং করে জানিয়ে দেওয়া হল বারে বারে আরো জানা গিয়েছে রবিবার সকাল ৭,০৫ এর আরামবাগ থেকে হাওড়াগামী লাস্ট ট্রেন ছাড়বে। রেলের এই সিদ্ধান্তে নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন যেহেতু সোমবার ২৩ শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ বসুর জন্মদিন সরকারি অফিস স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে তাই একটু রক্ষে। যারা দিন আনে দিন খায় বেশ কিছু নিত্য যাত্রীদের বক্তব্য সোমবার কি হবে কে জানে আমরা সবজি নিয়ে নানা জায়গায় বিক্রি করতে যাই সেটা যেতে পারবো না ওই দুদিন খাব কি।

কর্ণাটকের বৃদ্ধকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিতে উদ্যোগ নিলো হ্যাম রেডিও

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা,২১ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর মেলার শুরুতেই হাওড়া স্টেশনের কাছে বয়স্ক এক বৃদ্ধের খোঁজ পাওয়া যায়। কর্ণাটকের বৃদ্ধকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিতে উদ্যোগ নিলো হ্যাম রেডিও। অনেক প্রচেষ্টার পর অবশেষে মিলেছে বৃদ্ধের বাড়ির খোঁজ। কর্ণাটকের বৃদ্ধকে তুলে দেওয়া হবে তাঁর পরিবারের হাতে। হ্যাম রেডিও'র বিশেষ উদ্যোগ এবং হাইকোর্টের মহিলা আইনজীবী সোনি বাগচির সহযোগিতায় অবশেষে ঘরে ফিরতে চলেছেন কর্ণাটক নিবাসী ওই বৃদ্ধ। জানা গেছে, গঙ্গাসাগর মেলার শুরুতেই হাওড়া স্টেশনের কাছে বয়স্ক ওই বৃদ্ধের খোঁজ পাওয়া যায়। তাঁকে উদ্ধার করেন কলকাতা হাইকোর্টের ওই মহিলা আইনজীবী। হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাঁকে রাখা হয়েছিল কাঁকুড়গাছির এক হোমে। ওনার পরিচয় জানতে চাইলে বৃদ্ধ বুঝতে পারছিলেন না কিছুই। তখন ওই মহিলা আইনজীবী বিষয়টি জানান হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবকে। এবিষয়ে হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, আমরাও বারংবার কথা বলার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি বৃদ্ধর বাড়ি কোথায়। উনি প্রাথমিকভাবে কেরলিয়ান ভাষা কথা বললেও পরে কন্নড় ভাষায় কথা বলছিলেন। ওনার ছবি কেরলে ও কর্ণাটকে সার্কুলেট করা হয়। কর্ণাটকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যামের সদস্য মঞ্জুনাথ বাড়ি খুঁজে বের করেন ওই বৃদ্ধের। এরপর ওনার পরিবারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। আগামী দিন দুয়েকের মধ্যে ওনার ছেলেরা আসছেন বাবাকে নিতে। সাগরমেলার শেষেও সবাইকে বাড়ি ফেরাতে পেরে আমরাও খুব আনন্দিত।

আগামী সোমবার থেকেই খুলে দেওয়া হবে হাওড়ার আধুনিক মানের ফুল বাজার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ আগামীকাল সোমবার থেকেই খুলে দেওয়া হবে হাওড়ার আধুনিক মানের ফুল বাজার।হাওড়ায় আধুনিক মানের ফুল বাজারের বিকিকিনি শুরু হবে আগামী ২৩ জানুয়ারি থেকে। আগেই এর শুভ সূচনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরও কিছু কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় তখন এই মার্কেট চালু করা যায়নি। স্থির হয়েছে আগামী সোমবার ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জন্মজয়ন্তীর দিন থেকেই হাওড়ায় খুলে দেওয়া হবে এই ফুল বাজার। শনিবার দুপুরে হাওড়া পুরসভায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, এখানে এখনও পর্যন্ত মোট ৫৫টি স্টল রেডি করা হয়েছে। তারমধ্যে ৪০ জন ফুল চাষী ও ১৫টি ভেন্ডারের স্টল রয়েছে। সুজয়বাবু আরও বলেন, কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম হাওড়ায় থ্রি ডি তারামন্ডলের উদ্বোধনের দিন এই ফুল বাজারও উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু কিছু কাজ বাকির জন্য আগামী ২৩ জানুয়ারি সকালেই হচ্ছে আনুষ্ঠানিক গৃহপ্রবেশ অর্থাৎ শুরু হচ্ছে এই ফুল বাজার। তিনি আরও বলেন, মল্লিক ঘাট ফুল ব্যবসায়ী পরিচালন সমিতির সঙ্গে কথা হয়েছে। মল্লিক ঘাট অর্থাৎ জগন্নাথ ঘাটের ফুল ব্যবসায়ীরাই এখানে ফুলের দোকান দেবেন। আগামী ২৩ তারিখ থেকে এখানে মানুষ ফুল কিনতে পারবেন। কোল্ড স্টোরেজ কিছুদিন পর চালু করা হবে। তার প্রসেস চলছে। এখানে যেমন ফুলের দোকাল থাকবে তেমনই এখানে থাকবে চাষীরাও। এই ব্যাপারে মল্লিকঘাট (জগন্নাথ ঘাটে) ফুলবাজার পরিচালন সমিতি সহায়তা করেছে। তবে, কিছু স্টল এখন ফাঁকা থাকবে।

কর্তব্যে অবহেলা, কাছাড়ের এসপি সহ চার পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে শিলচরের সিজেএম আদালতে মামলা

শিলচর (অসম), ২১ জানুয়ারি ঃ কাছাড়ের পুলিশ সুপার সহ চার পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে শিরলচরে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম)-এর আদালতে মামলা হয়েছে। গত বছরের ১০ অক্টোবর (২০২২) কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত ধলাই থানা সংলগ্ন ধলাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত এফআইআর এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ তুলে আজ শনিবার আইনজীবী আনসারুল হকের মারফত শিলচরে বিচারবিভাগীয় আদালতে মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী জনৈক দুলন দাস। আজ শনিবার শিলচরে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা দায়ের করে স্থানীয় সাংবাদিকদের ডেকে তাঁর মক্কেল দুলন দাসের কৌঁসুলি আনসারুল হক জানান, গত বছর ২০২২ সালের ১০ অক্টোবরে ধলাই থানা সংলগ্ন ধলাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে দুর্ঘটনার শিকার হন একই থানাধীন পানিভরার বাসিন্দা বাপ্পা দাস। দুর্ঘটনার প্ররিপ্রেক্ষিতে ঘটনার পরের দিন ১১ অক্টোবর ধলাই থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন বাপ্পা দাসের ভাই দুলন দাস। কিন্তু এজাহার দাখিলের পর ধলাই পুলিশ কোনও ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

এর পর ২৬ অক্টোবর (২০২২) আইনজীবী তথা অ্যাসিস্টেঃট পাবলিক প্রসিকিউটার রমাকান্ত পালকে নিয়ে আদালতে তদন্ত রিপোর্টের জন্য আবেদন করেন দুলন। পরবর্তীতে ৭ নভেম্বর (২০২২) আদালতের নির্দেশে রিপোর্ট জমা দেওযার জন্য ধলাই থানার ইনস্পেক্টর ওসি মনোজ বরুযাকে বলা হয। এদিনই অর্থাৎ ৭ নভেম্বরে রিপোর্ট দেন ধলাইয়ের ওসি মনোজ বরুযা। ১৪ নভেম্বর আরেকটি পিটিশনে সিজারলিস্ট এবং ফর্ম ৫৪ চেয়ে. আবেদন জানান দুলন দাস। কিন্তু ৫৪ নম্বর ফর্ম পাননি দুলন দাস। এদিকে মহামান্য আদালতের নির্দেশে শুনানি হয.২০২২-এর ১৪, ১৫ এবং ১৬ নভেম্বর। এর পর বাপ্পা দাসের ভাই দুলন দাস ২৬ নভেম্বর ধলাই থানায. ফর্ম ৫৪ দেওযার দাবিতে আবেদন জানান। কিন্তু এতেও কোনও লাভ হয়নি। ১৪ ডিসেম্বর বিষয়টি কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতোর নজরে আনেন ভুক্তভোগীরা। এতেও কোনও সুরাহা না পেয়ে. বরিষ্ঠ আইনজীবী আনসারুল হকের মাধ্যমে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো, ধলাই থানার ইনস্পেক্টর ওসি মনোজ বরুযা, এসআই বেঞ্জিংলাল চড়ই, পালংঘাট পুলিশ আউটপোস্টের ইনচার্জ ধনেশ্বর দাসের বিরুদ্ধে সিআর ১১২০২৩ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৬ ১০৯ ৩৪ ধারায় মামলা দাযের করেন বাপ্পা দাসের ভাই। আইনজীবী তথা অ্যাসিস্টেন্ট পাবলিক প্রসিকিউটার রমাকান্ত পালের বক্তব্য রেকর্ড করা হলেও মামলাকারী আনসারুল হকের তত্ত্বাবধানে দুলন দাসের মামলার জবাব দিতে পারছেন না কেউই। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিশপ্ত যে গাড়ি বাপ্পা দাসকে আহত করেছিল, সেই গাড়ির নম্বরটি আদৌ অল্টো গাড়ির নম্বর ছিল না। নম্বরটি ছিল একটি দ্বিচক্র বাহন স্কুটারের। ঘটনার তদন্ত-প্রক্রিয়া চলাকালীন নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। তবুও পুলিশ কোনও গত্যন্তর না পেযে সিআইডির কাছে মামলাটি সমঝে দিয়েছে বলে ক্যামেরার আড়ালে বলেছেন ধলাই থানার ওসি মনোজ বরুযা। অপর দিকে এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলে হাত ধুয়ে ফেলেছেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো।

সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেগুনি লাইনে মেট্রো পরিষেবা স্থগিত

কলকাতা, ২১জানুয়ারি ঃ নেতাজির জন্মদিন (একটি ছুটির দিন) এবং ২৬.০১.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) প্রজাতন্ত্র দিবস এবং সরস্বতী পূজার (ছুটির দিন) কারণে মেট্রো রেলওয়ে ২৩.০১.২০২৩ (সোমবার) বেগুনি লাইনের জোকা-তারাতলা প্রসারিত তার পরিষেবাগুলি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে)।

তাপস মণ্ডলের দাবি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ ভুয়ো ওয়েবসাইট খুলে অকৃতকার্যদের মোটা টাকার বিনিময়ে পাশ করিয়ে দিতেন গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ। শনিবার সকালে কুন্তলের গ্রেফতারের পর এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডল। তাপস মণ্ডল জানিয়েছেন, পাশ করিয়ে দেওয়ার কথা বলে থেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা করে তুলেছিল সে। কিন্তু পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হয়, তখন ভুয়ো ওয়েবসাইট খুলে সেখানে তাদের পাশ দেখায় কুন্তল। যদিও আদপে সেই পরীক্ষার্থীরা ফেল করেছিলেন। অফলাইনে ভর্তি হওয়া প্রার্থীদের কাছ থেকে প্রায় ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন কুন্তল ঘোষ। তাপস মণ্ডলের দাবি, কুন্তল যে টাকা নিয়েছেন তার রসিদ রয়েছে তার কাছে। তিনি বলেন, 'ইডি-সিবিআইকে ১৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার হিসাব দিয়েছি। কুন্তলের কালো ডায়েরিতে সব টাকার হিসাব রয়েছে।' ইতিমধ্যে আদালতে কুন্তলের কালো ডায়েরির কথা উল্লেখ করেছে ইডি। ইডি দাবি করেছে, বিভিন্ন জনের কাছ থেকে মোট ৩০ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন কুন্তল।

আগামী ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা,২১ জানুয়ারি ঃ আগামী ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস। এই উপলক্ষ্যে রাজ্য স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হবে কলকাতার ভাষা ভবন অডিটোরিয়ামে। এবারে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি এবং ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও ভোট দানে অংশ গ্রহণ প্রভৃতি কাজের প্রচারের জন্য রাজ্যের তিন জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ার কে সেরা নির্বাচিত করা হয়েছে। ওই দিনের অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট তিন জেলার ,জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসকদের পুরস্কৃত করা হবে ।পাশাপাশি দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ে তুলতে ভোটদানে অংশ গ্রহণ , ভোটার তালিকায় নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার কাজে জনগণকে উদ্ভুত করতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দপ্তরের উদ্যোগে স্কুল কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে রাজ্য স্তরের ড্রয়িং, প্রবন্ধ লেখা ও বিতর্ক এই তিন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিদেরও ওই অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে খবর।

কোভিড টিকা করণে দেড় লক্ষ ডোজ পাঠিয়েছে কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২১ জানুয়ারি ঃ কোভিড টিকা করণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে আরও দেড় লক্ষ ডোজ কোভিশিল্ড টিকার ডোজ পাঠিয়েছে। গতকালই সেগুলি বাগবাজারের সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। তবে ওই টিকা শুধু মাত্র বুস্টার ডোজ হিসাবেই ব্যবহার করা যাবে। রাজ্যের সহকারী স্বাস্থ্য অধিকর্তা পার্থ দে জানিয়েছেন রাজ্যে কোভিশিল্ড টিকার ভাঁড়ার শুন্য হয়ে যাওয়ায় টিকা করণ ব্যাহত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর কেন্দ্রকে চিঠি লিখে কোভিশিল্ড টিকার ডোজের জন্য আবেদন জানায়। তারপরে ই এই দেড় লক্ষ ডোজ টিকা পাঠানো হলো।তবে বুস্টার ডোজের টিকাকরণের জন্য দু'রকম টিকা বা ককটেল ডোজ সমান কার্যকরী বলে তিনি জানিয়েছেন

লেনিনের শততম প্রয়াণ দিবস স্মরণ এস ইউ সি আই (সি)র

দুরন্ত বার্তা, ২১ জানুয়ারি ঃ কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ শনিবার বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রূপকার লেনিনের শততম প্রয়াণ দিবস। এস ইউ সি আই (কম্যুনিস্ট) দল যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে এই দিবসটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ দলের শিবপুর সেন্টারে লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। কলকাতায় লেনিন সরণীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পলিটব্যুরোর প্রবীণ সদস্য অসিত ভট্টাচার্য। ধর্মতলায় লেনিন মূর্তিতেও মাল্যদান করেন অসিত ভট্টাচার্য। লেনিনের উপর রচিত সংগীত ও আন্তর্জাতিক সংগীত পরিবেশন করা হয়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য সৌমেন বসু, স্বপন ঘোষ, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই রাজ্য ও দেশের দলীয় সমস্ত দপ্তরে এমনভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। নেতৃত্বের তরফে আগামী এক বছর জুড়ে লেনিনের জীবন ও আদর্শের ব্যাপক চর্চার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য লেনিনের বিপ্লবী জীবনের শিক্ষায় বলীয়ান হয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলগুলির ব্যাপক দুর্নীতি ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার সূচিতে বদল

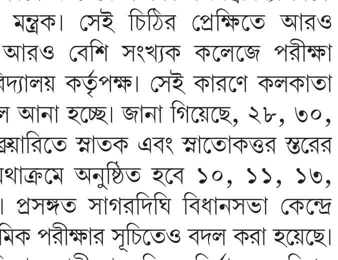

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতোকত্তর স্তরের পরীক্ষার সূচিতে বদল করা হল। আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে পরীক্ষাগুলি হওয়ার কথা ছিল, সেই পরীক্ষাগুলির দিন বদল করা হয়েছে বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামনে রয়েছে জেইই মেইনস পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষার জন্য আরও বেশি সংখ্যক পরীক্ষাকেন্দ্র চেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। সেই চিঠির প্রেক্ষিতে আরও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা আরও বেশি সংখ্যক কলেজে পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেই কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সূচি বদল আনা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ২৮, ৩০, ৩১ জানুয়ারি ও ১, ২, ৩ ফেব্রুয়ারিতে স্নাতক এবং স্নাতোকত্তর স্তরের যে পরীক্ষাগুলি ছিল সেগুলি যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হবে ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬ এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি। প্রসঙ্গত সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের জন্য এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচিতেও বদল করা হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষার দিনে নির্বাচন কমিশন সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিন ঘোষণা করেছে। সেই কারণে মাধ্যমিকে ইতিহাস পরীক্ষা ২৭ তারিখের বদলে ১ মার্চ নেওয়া হবে বলে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে। যদিও যে পরীক্ষাকেন্দ্রে ২৭ তারিখে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ১ মার্চ সেই কেন্দ্রে হবে পরীক্ষা। শুধু মাধ্যমিক পরীক্ষা নয়, বদল আনা হয়েছে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার সূচিতেও। ২৭ ফেব্রুয়ারি হাই মাদ্রাসার দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সাগরদিঘির উপনির্বাচনের কারণে সেই পরীক্ষার দিন পরিবর্তন করে করা হয়েছে ৯ মার্চ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৫৩ সংখ্যা, রবিবার, ৭ মাঘ ১৪২৯

পাক জঙ্গিঁদের আর সমর্থন নয় চিনের

সম্পাদকীয়

পাকিস্তান নীতি থেকে কি চিন ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। পাক জঙ্গি নিয়ে ভারত কূটনৈতিক লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জে। বহুবার পাক জঙ্গিদের ব্যাপারে ভারত তৎপর হলেও চিন কিন্তু প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা পাক জঙ্গিদের সমর্থন করতে থাকে। এবারে কিন্তু চিন আর পাক জঙ্গিদের সমর্থন করছে না। পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তইবার উপ প্রধান আব্দুল রহমান মাক্কিকে নিষিদ্ধ তালিকা ভুক্ত করল রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ। এই জঙ্গি নেতা লস্করের প্রধান হাফিজের ভগ্নিপতিও বটে। হাফিজ এবং মাক্কির পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সহায্য নিয়ে মুম্বই হামলা করেছিল। ২৬ -১১ ষড়যন্ত্র এদের মস্তিষ্ক প্রসূত। তাছাড়া কাশ্মীর সীমান্তে জঙ্গিদের হানা দেওয়ার ব্যাপারে বারবার একটি নাম উঠে আসছিল সেই নামটি ছিল মাক্কি। তিনি পাক ভারত সীমান্তে পাক জঙ্গিদের প্রবেশ করিয়ে হামলা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের মাক্কিকে আন্তর্জাতিক কালো তালিকাভুক্ত করার দিকে ভারত বারবার আবেদন করতে থাকে। চিনও বারবার তাকে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু এবারে চিন আর বাধা দিল না। তার ফলে পাক জঙ্গি মাক্কিকে কালো তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জকে এ ব্যাপারে স্বাগত জানাছে। লস্কর-তইবার জঙ্গি উপপ্রধান মাক্কিকে সন্ত্রাসবাদীতে আখ্যায় ভূষিত করা সম্ভব হয়েছে। ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে সন্ত্রাসবাদীদের কালো তালিকাভুক্ত করতে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। আমেরিকা পাকিস্তানের দিকে খানিকটা ঝুঁকে থাকলে জঙ্গি তালিকা বাতিল করতে আর আগ্রহ প্রকাশ করছে না। পাক জঙ্গিদের ব্যাপারে আমেরিকা সরকার যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। চিনও এখন ধীরে ধীরে পাক জঙ্গি নীতি থেকে সরে আসতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত শুধু নয়, আমেরিকাও মাক্কির মাথার দাম ধার্য করেছিল। চিন গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেছিল। লস্করের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করে থাকে মাক্কি। শুধু তাই নয় তরুণ সংগ্রহ করার ব্যাপারে সে দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাশ্মীর সীমান্তে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং হামলা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতো মাক্কি। কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। পাক পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ আকার ধারন করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে জঙ্গিরা আরও বেশি করে সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। যত পাকিস্তান ঝামেলার মধ্যে পড়তে থাকবে ততই জঙ্গিরা সক্রিয় হতে থাকবে। পাকিস্তানে এখন খাদ্যাভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। পাক প্রশাসন এখন ভারতের সঙ্গে মৈত্রী করার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বৈরতাকে আর পাক প্রশাসন বহন করতে একেবারে রাজি নয় সেটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। খাদ্য সঙ্কট থেকে বের হয়ে আসার জন্য ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং সম্প্রীতির হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন, ভারতের সঙ্গে তিনবার যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে পাকিস্তানের ক্ষতি হয়। সেই রকম ক্ষতিকে আর পাকিস্তান বহন করতে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক নয়। এবারে শান্তির কথা ভাবতে হবে। পাক জঙ্গিরা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিখের কথা বেশ ক্ষুদ্ধ। তারা ভারত প্রীতি বিষয়টাকে একেবারে পছন্দ করছে না। এদিকে আফগানের তালিবান সরকার আগেই বলেছিল পাকিস্তান হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় ঘর। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আফগানের তালিবানরা আফগান পাক সীমান্ত এলাকায় একটি স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছে। সেখানে পাকিস্তানের প্রশাসনের করার কিছু থাকছে না। আফগানের তালিবান নেতারা যা বলছে সেই নির্দেশকে গ্রহণ করে সেখানকার প্রশাসন চলছে। পাক আফগান এলাকায় পাকিস্তান সরকারের কোনও ভূমিকা দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। এই রকম পরিস্থিতির সঙ্গে চিন তাদেরকে আর মিশিয়ে ফেলতে রাজি নয়। তার ফলে পাক নীতি থেকে চিন ক্রমশ নিজেদেরকে দূরে সারিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে এতদিন বাদে রাষ্ট্রপুঞ্জের পাক জঙ্গি তালিকায় মাক্কির নামকরণ করা নিয়ে চিন কোনও বিরোধিতা করলো না। চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ মানবিকতার প্রধান শত্রু। নিরাপত্তা পরিষদে ১২৬৭ জন কমিচির সন্ত্রাসবাদ রোখার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায় না। আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য, করোনা কালে চিনের ভয়াবহ মানব সম্পদের ক্ষতি, ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ বিশ্ব পরিস্থিতিকে ক্রমশ ঘোরালো করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে চিন এখন কুটনৈতিক ঝামেলাকে আর বহন করে নিয়ে যেতে চায় না। চিন এখন উন্নয়নের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। কোনও রকমভাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে চিন আর জড়িয়ে পড়তে চায় না। অতীতের চিন তার নীতি থেকে সরে এসে বাজার নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সবার সঙ্গে ব্যবসা এই নীতি গ্রহণ করছে চিন সরকার। তবে পাকিস্তানকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে চিন সরকার। কিন্তু পাক সন্ত্রাসবাদীদের আর চিন সমর্থন করছে না সেটা ক্রমশ পরিস্কার। এদিকে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ভারত কিন্তু আগ বাড়িয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

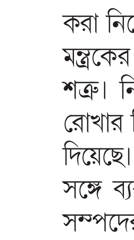

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো।

ভারতে 'গঙ্গারতি'র ইতিকথা

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতীয় পুরাণে গঙ্গার আগমন সম্পর্কে কাহিনী সবার জানা রয়েছে। গঙ্গা না থাকলে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ একেবারে হতো না সেটা প্রমাণিত। তবে গঙ্গা কবে থেকে পবিত্রতা লাভ করতে শুরু করলো সেটা জানা একেবারে অসম্ভব না হলেও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। রামায়ণ এবং মহাভারত পর্ব থেকে গঙ্গা মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ভারতের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে গঙ্গাকে পবিত্র বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ওস্তাদ বিসমিল্লা খান রোজ সকাল বেলায় গঙ্গা স্নান না করে তিনি সানাই ধরতেন না। বেনারস ছাড়া তিনি আর কোথাও বসবাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তার আগে পাগলা রাজা মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে রাজধানি নির্মাণ করেছিলেন। তখন এই পাগলা সম্রাটের সঙ্গে চলেছে কয়েক ঘড়া গঙ্গা জলের কলসি। নতুন রাজধানির সূচনা করতে গঙ্গা পবিত্র জলকে সূচনার কাজে লাগানো হবে। নতুন রাজধানিকে গঙ্গার পবিত্র জলে ধৌত করে পবিত্র করা হবে। সম্রাট আকবর গঙ্গা জল ছাড়া আর অন্য কোনও জল পান করতেন না। কবি তুলসী দাস 'রামচরিতমানস' রচয়িতা গঙ্গা এবং বেনারস ছিল পবিত্র স্থান। কারণ তিনি মনে করতেন স্বয়ং শিব মুমূর্ষর কানে রাম নাম জপ করে তাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করতেন। গঙ্গা তীরে মহলে মোক্ষ, আর দূরে মরলে নরক বাস। সেই কারণে মৃতদেহগুলিকে সৎকার করার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল গঙ্গার তীরেই। যেখানে গঙ্গা নেই সেখানে বাধ্য হয়ে কোনও জলাধারে শ্মশান নির্মাণ করা হয়ে থাকে। সেখানে আর অন্য কোনও উপায় নেই। কিন্তু পরলৌকিক কাজ করতে গেলে গঙ্গার পবিত্র জলের প্রয়োজন রয়েছে। সেটা না হলে কিন্তু পরলৌকিক কাজ অসমাপ্ত থাকবে। গল্পে আছে, কবি ব্যাসদেব একটি সময়ে কাশীর প্রভাবে বেশ ক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি গঙ্গার অন্য পারে আর একটি কাশী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন দেবী অন্নপূর্ণ ছদ্মবেশ ধারন করে এসে ব্যাসদেবকে জিজ্ঞা করলেন- 'এখানে মরলে কী হয়'? ব্যাস দেব তার উত্তরে বলেছিলেন - 'শিব হয়'। আবার ফের ছদ্মবেশি দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়? শিব'? বারবার একই কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকলে ব্যাসদেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'গাধা হয়'। ছদ্মবেশি দেবী এবারে বললেন - 'ঠিক আছে'। বলে বুড়ি একেবারে উধাও। সেই থেকে লোকেরা বিশ্বাস করে যে গঙ্গার পারে বেনারসে মরলে শিব হয়, আর অন্য পাড়ে মরলে গাধা হয়। বেনারসে মরলে মোক্ষ লাভ হয়। আর ব্যাসকাশীতে মারা গেলে গাধা তৈরি হয়। কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলির গঙ্গার পাড়ে মরলে কী হয় তা অবশ্য কারোর জানা নেই। তবে গঙ্গা অতি পবিত্র পূণ্য সলিলা সেটা কিন্তু সবাই মনে রাখে। বেনারসের মাহাত্ম্যকে বিস্তার করার মূলে রয়েছে মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত সমাজ। নবদ্বীপকে শ্রেষ্ঠ করার মূলে রয়েছেন চৈতন্যদেব। কলকাতাকে ভারত সেরা করার মুলে রয়েছে ইংরেজ সরকার। ঠিক সেই রকম গঙ্গাকে পবিত্র করার মূলে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভারতীয় পুরান গ্রন্থ। গঙ্গাকে নিয়ে এত বেশি চর্চিত আর কোনও নদীকে নিয়ে বিশ্বে করা হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে গঙ্গার জলের মধুরতা। গঙ্গার জলের মধুরতা থাকার ফলে ইলিশ মাচ সব কিছু ত্যাগ করে গঙ্গায় এসে ডিম পারে। গঙ্গার মিঠে জলে তারা নতুন প্রাণ সৃষ্টি করার প্রেরণা পায়। অতীতে কোনও ভারতীয় পরিবারের নতুন সন্তান এসে উপস্থিত হলে তাঁর গায়ে কয়েক ফোঁটা গঙ্গার জল ছিটিয়ে দেওয়া হতো। তাকে গঙ্গার জল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হতো এবং একেবারে

শুদ্ধ করা হতো। মারাঠা পণ্ডিত নারায়ণ ভট্ট হিংদুদের পবিত্র স্থানকে নিয়ে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন-'ত্রিস্থলীসেতু'। বলা হয় গয়া, কাশী ও গঙ্গা যমুনা সঙ্গমস্থলই প্রয়াগের আসল তিন তীর্থ। এই তিনটে ত্রিস্থলী। আবার ব্রিটিশ ম্লেচ্ছ সাহেবরা গঙ্গাকে পবিত্রতা করে তামাম দেশকে একটি সূত্রে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মোঘল শাসনের অবসানের বারাণসীর গঙ্গায় একের পর এক ঘাট নির্মিত হয়েছে। সাহেবরা একে রোমান্টিক বলে ভেবেছে। ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী উইলিয়াম হজেস, টমাস ড্যানিয়েল থেকে শুরু করে জেমস প্রিন্সেপ যখন বেনারস নিয়ে মুগ্ধ তখন ফ্যানি পার্কস মারিয়া গ্রাহাম সহ আরও অনেকে কলকাতা শহরের ছবি আঁকে মুগ্ধ। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম সঙ্গী হয়ে গেল গঙ্গা। গঙ্গাকে কেন্দ্র করে ভারতের জাতীয়তাবোধ অন্য মাত্রায় প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে সমগ্র ভারতবাসীর ধারনা তৈরি হয়েছিল কাশী এবং বেনারস তীর্থস্থানে যেতে না পরালে মানব জন্ম পবিত্র হবে না। বাংলাকে ঘিরে তখন তৈরি হয়ে গিয়েছে সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী সুনাম অর্জন করতে শুরু করেছে। বাংলার ত্রিবেণীকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন রাজা লক্ষণ সেনের সভা কবি ধোয়ী। তাঁর কাব্যের নাম হচ্ছে 'পবনদূত'। এই কাব্যের ত্রিবেণীর বন্দনা করা হয়েছে। ত্রিবেণীকে কেন্দ্র করে সুলতানি আমলের কবি দরাপ খাঁ গাজি কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রথম দিকে তিনি হিন্দুদের ঘৃণা করতেন, বিদ্বেষ ছড়াতেন। তারপরে তিনি মর্জি বদল করেন। বাংলার ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য করতে শুরু করে দিলেন। বেনারসের কাছে যেমন গঙ্গা অতি পূতপবিত্র ঠিক সেই রকম একটি সময়ে বাংলার ত্রিবেণী ছিল পবিত্র স্থান। স্বাধীনতা পাওয়ার পাঁচ দশক পরে ১৯৯৫ সালে বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গারতি শুরু হয়। বারাণসীর কেদারঘাট, অসিঘাট প্রায় সব ঘাটেই গঙ্গারতির আয়োজন করা হয়েছে। দশাশ্বমেদ ঘাটে সন্ধ্যা ছটার সয়ে গঙ্গারতি করা হয়। তারপরে কেদারঘাটে সাড়ে ছটায়, অসি ঘাটে সন্ধ্যা সাতটা গঙ্গারতির আয়োজন করা হয়ে থাকে। সর্বপ্রথমে দশাশ্বমদে ঘাটে গঙ্গারতি দিয়ে শুরু হয়। সেটা শেষ হলে তারপরে আধ ঘণ্টা বাদ বাদ অন্য সব ঘাটে গঙ্গারতি হতে থাকে। কলকাতায় এবার থেকে গঙ্গারতি দেখতে পাওয়া যাবে। তারপর সেই গঙ্গারতি ক্রমশ প্রায় সব গঙ্গার তীরে আরতি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বেনারস থেকে থেকে কলকাতা কেন পিছিয়ে থাকবে। গঙ্গাসাগর মেলা জনপ্রিয় হতে শুরু করলে তার মধ্যে দিয়ে গঙ্গারতি আয়োজনের ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাগবাজার ঘাটে গঙ্গারতির আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। বাবুঘাটে গঙ্গারতি করার কথা ভাবতে শুরু করেছে সবাই। হরিদ্বারে প্রথম গঙ্গারতি শুরু করেছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। সালটা ১৯১৪-১৫। তারপরে মালবীয় মডেল মানা হয়নি। একেবারে নতুন চিন্তা নিয়ে গঙ্গারতি শুরু হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। এরপরে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে গঙ্গারতির আয়োজন শুরু হয়ে গেল। গঙ্গা সাগরে গঙ্গারতি দেখতে পাওয়া গেল। গঙ্গারতি ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সবই যদি একটি সময়ে শুরু হয় তাহলে ভক্তরা সব গঙ্গারতি দেখতে পাবেন না। সময় ধরে আগে পিছু করতে পারলে সবার পক্ষে সব ঘাটে গিয়ে গঙ্গারতি দেখা সম্ভব হবে। রামায়ণে রামচন্দ্র গঙ্গারতি করে ছিলেন। তিনি গঙ্গার পুজোও দিয়েছিলেন লঙ্কা যাত্রার করার আগে। রামচন্দ্র দুর্গা পুজোর আয়োজন যখন করেছিলেন তখন তার পুরোহিত হয়েছিলেন শত্রু রাবণ। রাবণ রামের দুর্গা পুজোর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেও রামচন্দ্র এবং রাবণ গঙ্গার জল নিয়ে এসে পুজোর আয়োজন করেছিলেন। দুর্গা পুজো গঙ্গার জল না পেলে অসমাপ্ত হয়ে থাকতো। সেটা কোন রকমভাবে হতে দেননি রামচন্দ্র। গঙ্গাকে পুণ্য সলিলা বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ভারতের পুর্জা অর্চনায় গঙ্গার জল অতি প্রয়োজনীয়। আবার বিসর্জন কালে গঙ্গাকে প্রয়োজন। দেব দেবী বিসর্জন গঙ্গায় হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র ভক্তরা বিশ্বাস করে যে গঙ্গায় দেব দেবী বিসর্জন দিতে পারলে অতি সহজে দেব দেবীরা স্বর্গে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। গঙ্গার মরদেহ দিতে পারলে তাঁর ঈশ্বরত্ব লাভ হয়। সেই সময়ে অতীত কালে দেখতে পাওয়া যে বহু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে গঙ্গার জলে ডুবে আত্মহত্যা করতো বা দেহদান করতো। গঙ্গাকে নিয়ে বহু মিথ প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকমের মিথ চালু রয়েছে। বাংলায় যে গঙ্গা নিয়ে মিথ চালু রয়েছে তার অধিকাংশ এসেছে উত্তর ভারত থেকে। শোনা যায় কবি কালিদাস গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি গঙ্গা স্নান করে রাজসভায় আসন গ্রহণ করতেন। কবি জয়দেব একই পদ্ধতি গ্রহণ করে তিনি 'গীতগোবিন্দ' রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন। মধ্য যুগের অধিকাংশ কবিরাও পর্যন্ত তাদের কাব্যে গঙ্গা বন্দনা করে গিয়েছেন। গঙ্গা আছে বলে তারা বিশ্বাস করতেন পদ্মা সরস্বতী নদী সহ ভারতের সমস্ত স্তরে নদনদী উপস্থিতি রয়েছে। গঙ্গা সবাইকে রক্ষা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। গঙ্গা একদিকে যেমন মানবসেবা করে চলেছেন পাশাপাশি গঙ্গা ভারতের নদ নদীকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। গঙ্গা না থাকলে ভারতের সব নদীর জল একেবারে শুকিয়ে যেত সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলার নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু মাত্র গঙ্গাসাগর মেলার ওপরে। এই গঙ্গাসাগর মেলা বাংলাকে ভারতবাসীর দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। বছরে একবার ভারতে ভক্তরা এসে গঙ্গাসাগরে সমাবেত হয়। মহামিলন বলা যেতে পারে। সেই কারণে গঙ্গাসাগরে শুরু হয়েছে আরতির ব্যবস্থা যা দেখতে বহু লোকের সমাগম হয়। কপিল মুনির পুজো দিয়ে সবাই অপেক্ষা করে থাকে গঙ্গারতি দেখার সাগর সঙ্গম স্থলের আরতি দেখলে পারলে পুণ্য লাভ করা সম্ভব বলে মনে করে থাকে ভক্তরা। তারা বলে গঙ্গা সাগর অরতি দেখতে পারলে মোক্ষ লাভ হয়। সব পাপ থেকে মুক্তি লাভ ঘটে। হরিদ্বারে গিয়ে বহু প্রতাপশালী ব্যক্তিরা গঙ্গায় একবার ডুব দিয়ে নিজেদের পবিত্র করতে তোলার চেষ্টা করেছে। হরিদ্বারে স্নান করে আসার পর সেই ব্যক্তিকে আর কোনও সময়ে কোনও অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে বা কুকথা বলতে দেখায় যায়নি। একেবারে মানসিক পরিবর্তন ঘটে যায়। গঙ্গা মানুষের মানসিক পরিবর্তন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। গঙ্গাকে সমানে রেখে বহু প্রতিজ্ঞা রচিত হয়েছে। গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে বহু যজ্ঞ থেকে শুরু করে শুভ কর্মের উদ্বোধন হয়েছে। গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ পর্যন্ত হয়েছে। আবার গঙ্গারে সাক্ষী রেখে বহু মানুষ জীবন দান করেছে। ভারতীয় ইসলাম গঙ্গাকে বর্জন করেনি। তারাও গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে জীবন ধারন করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা মনে করে যে তারা ভারতীয়। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে মানেই এই নয় যে তাদের একেবারে মধ্য প্রাচ্যের লোক বা বাসিন্দা হয়ে গিয়েছে। ধর্মের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু মনের বা আচারের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। আজও বহু ইসলাম ধর্মী মহিলারা হাতে শাঁখা লাল পলা পরে থাকে। তারা হিন্দু সংস্কৃতিতে ত্যাগ করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ তাদের বাপ ঠাকুরদা ছিলেন হিন্দু সংস্কৃতি ভুক্ত মানুষ। সেই কারণে তারা ধর্ম পরিবর্তন করলেও মনের দিকে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। সেখানে গঙ্গা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এখান থেকে কোনও ভারতবাসীদের একেবারে বঞ্চিত করা যাবে না।

শকুনি, বিচিত্র বীর্যের বংশধর ও ব্রাহ্মাস্ত্র কাহিনী

বিশেষ প্রতিনিধি

ব্রহ্মাস্ত্র শব্দটি শোনেননি এমন ভারতীয় মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর এবং কথায় কথায় শব্দটি ব্যবহার করে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার মতো বিজ্ঞ লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কিন্তু আপনি যদি ব্রহ্মাস্ত্র শব্দের ব্যুপত্তিগত অর্থ ও ইতিহাস জিজ্ঞাসা করেন তবে ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণা ছাড়া কেউ শব্দটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবেন না। মহাকালের রাজনীতি, মানবসভ্যতা, রাজতন্ত্র, ন্যায়তন্ত্র ও মানুষের অনাদি বিচারবোধ- ক্রোধ এবং কামের সাথে ব্রহ্মাস্ত্রের যে একটি আদি সম্পর্ক রয়েছে তা আমিও ইতঃপূর্বে জানতাম না। সুতরাং আরো অনেক মানুষের মতো আমিও কথাবার্তায় ব্রহ্মাস্ত্র শব্দটি ব্যবহার করতাম ঠিক নিম্নবর্ণিত কাহিনীর মতো। কাহিনীটি আমার নিজের জীবনের। যখন আমি চাকরি করতাম জার্মান মালিকানাধীন একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে। আমার ইমিডিয়েট বস ছিলেন বিদেশে লেখাপড়া করা অতি উচ্চবংশীয় জনৈক যুবক যিনি ভারতের কূটকৌশল কর্মস্থলের নোংরামি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। আর আমাদের দু'জনের বস ছিলেন অতিশয় সুন্দরী, বদরাগী ও কথায় কথায় খারাপ ব্যবহার করা জনৈক ব্রিটিশ ভারতীয় মহিলা। ভদ্র মহিলা কথায় কথায় আমার ইমিডিয়েট বসকে বকা দিতেন কিন্তু আমাকে স্নেহ করতেন। আমরা সবাই বড়সড় একটি হলরুমে বসতাম। কিন্তু অফিসের নিয়ম মতে ২০-২৫ জন এক রুমে বসে কাজ করা সত্ত্বেও কোনো শব্দ হতো না। প্রয়োজন মতো আমরা অত্যন্ত নিচুস্বরে ইন্টারকমের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে কথা বলতাম। আমার ইমিডিয়েট বস হঠাৎ একদিন ইন্টারকমে বললেন, বনি! আপনি তো আমার সাবঅর্ডিনেট। কেন আপনি সারাক্ষণ ওই মহিলার কাজে ব্যস্ত থাকেন। এখন থেকে আপনি সর্বদা আমার কাজ করবেন। জবাবে আমি বললাম, আপনি যদি আমাকে প্রয়োজনীয় কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে পারেন তবে আমার জন্যও ভালো হবে। তিনি বললেন, আমার টেবিলে তো অত কাজ নেই। তার চেয়ে বরং আমরা ইন্টারকমে পরস্পরের সাথে কথা বলে সময় কাটাব যাতে ওই মহিলা আপনাকে অথবা আমাকে ব্যস্ত রাখার সুযোগ না পান। আমি পাল্টা প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাথে আমি ইন্টারকমে এতক্ষণ কী কথা বলব। তিনি বললেন, আমরা মহিলার বিরুদ্ধে কূটনামি করব- তাকে গালিগালাজ করব। আমি বললাম, ওকে প্রথমে আপনি শুরু করুন। তিনি বললেন, ও একটা ধুমসি- একটা মাঙ্গি! আমি আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলাম, ধুমসি এবং মাঙ্গির অর্থ কী! তিনি বেশ অসহায়ত্ব নিয়ে বললেন, ভাই- আমি তো শব্দগুলোর অর্থ জানি না, তবে আমার অনুমান ওগুলো খুবই খারাপ কিছু হবে। আমার চাকরি জীবনের ধুমসি ও মাঙ্গির মতোই ব্রহ্মাস্ত্র সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান-গরিমা ও জানা শোনায় অস্পষ্টতা থাকতে পারে। এই শব্দটি সম্পর্কে মহাভারত-রামায়ণ-বেদ-পুরাণসহ হাজার বছরের বৈদিক সাহিত্যে এতসব কাহিনী রয়েছে যার কিয়দংশ পড়ার পর আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছি। একজন রাজা- তার প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপতির মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও পৃথিবীর কল্যাণের সাথে ব্রহ্মাস্ত্র কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তার বিষদ বর্ণনা রয়েছে মহাভারতে। আজকের নিবন্ধে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব বিষয়গুলো বর্ণনার জন্য। ব্রহ্মাস্ত্র বলতে সাধারণত বোঝায় অসাধারণ একটি মারণাস্ত্র যার অলৌকিক গুণাবলি রয়েছে। এই অস্ত্র বিশেষ ধ্যান এবং বিশেষ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এই অস্ত্রের কার্যকারিতা অব্যর্থ এবং যার ওপর ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করা হয় তার ধ্বংস অনিবার্য ও অস্ত্রধারীর বিজয় নিশ্চিত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মানব ইতিহাসে কেউ কোনো দিন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেননি। স্পষ্ট করে বলতে হলে বলতে হয়, এই অস্ত্র প্রয়োগের দরকার হয়নি। কারণ যার কাছে এই অস্ত্র থাকত তিনি কোনো যুদ্ধ ছাড়াই বিজয়ী হতে পারতেন। ব্রহ্মাস্ত্রের ধারককে তার প্রতিপক্ষরা যমের মতো ভয় পেত এবং লাখ লাখ সৈনিক ও প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোনো বিশাল সেনাবাহিনী ব্রহ্মাস্ত্রের সামনে দাঁড়ানোর কথা কল্পনাও করতে পারত না। প্রাচীন ভারতীয় বেদশাস্ত্র অনুযায়ী, কোনো রাজা-সেনাপতি অথবা সৈনিক যাদেরকে ক্ষত্রিয় বলা হতো- তাদের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র থাকত না। ব্রহ্মাস্ত্র কেবল ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পণ্ডিত বিজ্ঞদের কাছেই থাকতে পারে। কারণ, রাজা-সেনাপতি-সৈনিক অর্থাৎ ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা। তারা রাগী-অত্যাচারী-আবেগি-বিলাসী-হেঁয়ালি অভ্যাসে অভ্যস্ত এবং নেতিবাচক অর্থে অহঙ্কারী-স্বার্থপর-লোভী-প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কুকর্মে নিদারুণ পারদর্শী। এ জন্য হিন্দুধর্মের পুরাণে যে বিশ্বস্রষ্টার কথা বলা হয়েছে তিনি কোনো দিন ক্ষত্রিয়দের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র দেননি। কারণ ক্ষত্রিয়রা এটি পেলে তামাম দুনিয়া ধ্বংস করে ফেলবে মুহূর্তের মধ্যে। *ক্রমশ...*

প্রশাসনিক কাজের ফাঁকেই পড়ুয়াদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন দুই আধিকারিক, খুশি শিক্ষকরা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ প্রশাসনিক কাজের মাঝে কখনও স্কুল ছাত্র, কখনও আবার স্কুলের শিক্ষক এমনই ভূমিকায় দুই আধিকারিক। একজন ব্লকের বিডিও আর একজন এসআই। এই ছবি আজকের নয়। এই ছবি প্রায়ই দেখা যায় এমনই জানাচ্ছেন স্কুলের শিক্ষকেরা। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসবে স্কুলের মিড ডে মিল খতিয়ে দেখতে তাই জেলা প্রশাসনের নির্দেশে প্রতিনিয়ত স্কুলে যাচ্ছেন জেলা স্কুল পরিদর্শক থেকে শুরু করে ব্লক স্কুল পরিদর্শক , এমনকি ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরাও। স্কুলের পরিকাঠামো দেখছেন, মিড ডে মিল সংক্রান্ত বিষয়গুলি নজর রাখছেন। কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলির চিত্র একেবারেই অন্য ধরনের। কারণ এখানে স্কুলগুলির পরিদর্শনের ফাঁকে মাঝেমধ্যেই স্কুল শিক্ষকের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায় ব্লকের বিডিও রথীন্দ্রনাথ অধিকারী থেকে ব্লকের এসআই কৌশিক ঘোষকে। তারা স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের রিডিং পড়াচ্ছেন পাশাপাশি অঙ্কও। এমনকি মিড ডে মিলে কী খাওয়ানো হয়েছে সেই বিষয়গুলিও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো থেকে শিক্ষকদের থেকে স্কুলের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি দুপুরে পড়ুয়াদের সঙ্গে মেঝেতে বসে মিড ডে মিলের খাবারের স্বাদও নেন দুজনেই। সমস্ত কিছুই করছেন বিডিও থেকে এসআই। যদিও এই বিষয়ে ব্লকের বিডিও রথীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেন, ‘বাচ্চারা স্কুলে এসে কতটা ডেভেলপমেন্ট করছে সেই বিষয়টি আমরা দেখছি। বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্ন উঠেছে করোনার জেরে রিডিং পড়া ভুলেছে ছাত্রছাত্রীরা সেই বিষয়টিও আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি’। অপরদিকে স্কুল পরিদর্শক কৌশিক ঘোষের কথাতেই বোঝা যায়, রিডিং পড়ার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের একটু ঘাটতি থাকছে তাই স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্র- ছাত্রীদের ঠিকঠাক তালিম দিচ্ছেন কিনা সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বাচ্চাদের সঙ্গে একটু সময় কাটানো। প্রশাসনিক কাজের ফাঁকে প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে মিশে তাদের শিক্ষার হালহকিকত জানার পাশাপাশি নিজেরাও যেন কিছুক্ষণের জন্য ছোটবেলার স্মৃতি ফিরে পান এমনও অনুভূতির কথা জানাচ্ছেন বিডিও, এসআই দুজনেই। আর ব্লকের দুই প্রশাসনিক আধিকারিকের এহেন ভূমিকায় অনুপ্রেরণা জোগায় তাদেরও জানাচ্ছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে সহকারী শিক্ষকরাও।

বিজেপি বা কেন্দ্র সরকারের পিতৃ দেবের টাকা না, রাজ্যের মানুষের হকের টাকা, কেন্দ্র দিচ্ছে না, মন্তব্য ফিরহাদ হাকিমের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২১ জানুয়ারি ঃ বিজেপি বা কেন্দ্র সরকারের পিতৃ দেবের টাকা না। রাজ্যের মানুষের হকের টাকা, কেন্দ্র দিচ্ছে না, নদীয়ায় এসে এমনি মন্তব্য করলো হিরাদ হাকিম। এদিন নদীয়া জেলার রানাঘাটে এক অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে আসেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর ও নগর উন্নযন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শনিবার তিনি রানাঘাট পৌরসভা প্রাঙ্গন থেকে উদ্বোধন করলেন, ৪৬ টি ঘর বিশিষ্ট কর্ম তীর্থ প্রকল্পের। জানা যায়, রানাঘাট পৌরসভার সংলগ্ন রাস্তার উপর যেসমস্ত দোকানদার ছিলেন এই কর্মতীর্থের উদ্বোধোনের ফলে সেসব দোকানদাররা তাদের নিজস্ব ঘর পেয়ে উপকৃত হবেন। এদিন সেইসব দোকানদারদের হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন পৌরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও এদিন রানাঘাট পৌরসভা পরিচালিত রাধারানী হাসপাতালের একক ও ডবল কেবিন গুলিতে এসি সংযোগ করেন। রানাঘাট পৌরসভার জনসংযোগ অ্যাপ নবরূপে পৌর ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন করেন রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এই অ্যাপ এর মাধ্যমে রানাঘাট পৌরসভার প্রায় সত্তর হাজার মানুষ উপকৃত হবে বলে জানালেন রানাঘাট পৌরসভার পৌরপতি। এছাড়াও এদিন এই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরও বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন পৌরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন এর এই অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন, শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রিক্তা কুন্ডু , অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসকসহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক গন রানাঘাট পৌর এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগন। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্র তথা বিজেপি কে একাধিক ইস্যুতে তীব্র কটাক্ষ করে হিরাদ হাকিম। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা নিয়ে সেই টাকার একাংশ দেয়, এটা বাংলারা মানুষের হকেট টাকা, এই টাকা কেন্দ্র আটকে রাখছে, কিন্তু আমরা জানি কিভাবে টাকা আদায় করতে হয়। পাশাপাশি তিনি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন অন্যায়ের সাথে আপোস করে না, কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করাটি অপরাধ নয়, কিন্তু সে যদি বিশ্বাস ঘাতকের কাজ করে সেটা তার বিষয়। এছাড়াও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের ফের বঙ্গ সফর প্রসঙ্গ টেনে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, আবারও দেখবেন গব্বর সিং - রা আসছে বাংলায়, কিন্তু আপনারা ভয় পাবেন না বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে। এদিন ফিরাদ হাকিম একাধারে যেমন কেন্দ্র ও বিজেপি কে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন পাশাপাশি রানাঘাট পৌর সভার পের পতির ভুয়সী প্রশংসা করেন, এবং রানাঘাট পৌর এলাকায় আগামী দিনে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ হবে বলেও আশ্বাস দেন, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন ফিরহাদ হাকিম একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিলেও ঝালদা পুরসভা প্রসঙ্গে কোন মন্তব্যই করলেন না তিনি।

শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখিরা এসে ভিড় জমিয়েছে চুপি-কাষ্ঠশালির ছাড়িগঙ্গায়

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২১ জানুয়ারি ঃ শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখিরা এসে ভিড় জমিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ ব্লকের চুপি-কাষ্ঠশালির ছাড়িগঙ্গায়। বিভিন্ন দেশের রঙবে রঙের পাখি। তাদের দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। দামী লেন্স ক্যামেরায়, ওই পাখিদের ছবি তুলতেই মগ্ন পক্ষে প্রেমী পর্যটকরা। নৌকায় চেপে ঘুরে ঘুরে ছবি তুলছেন। অবশ্য এর আনন্দ আলাদ। কচুরিপানার মধ্য দিয়ে নৌকায় চেপে পর্যটকরা যাচ্ছেন। এযেন এক অ্যাডভেঞ্চার। আড়াই দশক ধরে শীতের মরসুমে পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমায় ছাড়িগঙ্গার জলে। আর এই পাখিদের নিয়ে অর্থ লাভের আশায় বুক বেঁধে আছেন এলাকার বহু মানুষজন। তবে এই ছাড়িগঙ্গাই ক্রমশঃ অবলুপ্ত হতে চলেছে। আগামী বছর তিন চার মধ্যে এর জল শুকিয়ে যাবে। তাহলে পরিয়ায়ী পাখিদেরও আশা পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এমনটাই জানিয়েছেণ স্থানীয় মানুষজন। তিন দশক আগে গঙ্গার গতি পথ ঘুরে যাবার কারনে ছাড়িগঙ্গার জন্ম হয়। তবে গঙ্গার সঙ্গে সংযোগ ছিল ছাড়িগঙ্গার। পরিমানে কম হলেও স্রোতের কিছু জল ঢুকতো। ৬ বছর ধরে কাষ্ঠশালী, রাজারচরের দিক থেকে গঙ্গার জল ঢোকা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র প্রচীন মায়াপুরের একটা দিক থেকে ছাড়িগঙ্গায় জল ঢুকছে। সেটাও বর্তমানে প্রায় বন্ধের মুখে। ১৫ ফুটের খোলা মুখ দিয়ে গঙ্গার জল ঢুকছে। সেখানেও জলের গভীরতা ফুট চারেকে এসে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় নৌকার মাঝি, বা সেখানের ব্যবসায়ীরা দাবি করেছেন অবিলম্বে ছাড়িগঙ্গা মুখে ড্রেজিং না করালে মাস ছয়েক পর এই মুখটাও বন্ধ হয়ে যাবে। আর গঙ্গার জল ঢোকা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে হলে ছাড়িগঙ্গাও শুকিয়ে যাবে। অপর দিকে ভুমিদস্যুরা একটু একটু করে ছাড়িগঙ্গার শুকনো জমি দখল নিচ্ছে। অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ টন কচুরিপানা গ্রাস করেছে ছাড়িগঙ্গা।

চলন্ত ট্রেন থেকে রাজমিস্ত্রীকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ, তদন্তে রেল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২১ জানুয়ারি ঃ চলন্ত ট্রেন থেকে মুর্শিদাবাদের রাজমিস্ত্রীকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ, তদন্তে রেলওয়ে পুলিশ। জানা গেছে, আপ চেন্নাই গুয়াহাটি তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনে চেন্নাই থেকে পেশায় রাজমিস্ত্রী ইদেল সেখ মুর্শিদাবাদের নিমগ্রাম বেরোলি ফিরছিলেন। উড়িষ্যার কাছে কোন এক জায়গাতে রাত দশটা নাগাদ গুয়াহাটি গামী নয় যাত্রীর সঙ্গে বচসা হয়। অভিযোগ, তারপর তাকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়। এই মর্মে ওই নিখোঁজ ব্যক্তির আত্মীয়রা রামপুরহাট রেলওয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। রেলওয়ে পুলিশ গুয়াহাটির ওই যাত্রীদের মধ্যে দুই যাত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। তবে ওই ব্যাক্তি এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ আছেন। মুর্শিদাবাদের নিমগ্রাম বেরোলির বাসিন্দা ওই একই ট্রেনে তার জামাইবাবু নেকবর সেখের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি জানান, উড়িষ্যার কাছে এক জায়গায় রাত দশটা নাগাদ জামাইবাবু ইদেল সেখ বাথরুম গেছিল। সেই সময় গুয়াহাটি গামী প্যাসেঞ্জাররা বাথরুমের মুখে বসে ভাত খাচ্ছিল। তাদের খাওয়া শেষের মুখে ছিল। সেই সময় বাথরুম যাওয়ার পথে তাদের একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় বচসা শুরু হয়। ভাতের দাম হিসেবে তারা হাজার টাকা দাবিও করে। কারণ তারা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। তারপর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেও প্রচুর মারধোর করে। নাক - মুখ দিয়ে রক্ত বের করে দেয় জামাইবাবুর। তার পরই জামাইবাবুকে দেখতে পাওয়া যায় নি। আমার ধারণা তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নিখোঁজ ইদেলের স্ত্রীর বোন রামপুরহাট দাদপুরের বাসিন্দা ফেন্সী খাতুন বলেন, ভাই নেকবর সেখের কাছে খবর পেয়ে সকাল ছটায় রামপুরহাট স্টেশনে ছুটে আসি। আমরা চাই আমার বোনের স্বামীকে খুঁজে দেওয়া হোক। আমরা জানি না সে মরে গেছে না বেঁচে আছে।

হাবিবপুরে বাড়িতে ঢুকে চুরির চেষ্টায় চাঞ্চল্য, ধৃত ২ মহিলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জানুয়ারি ঃ মালদার আইহো নমোটোলা এলাকায় দিনদুপুরে বাড়িতে ঢুকে চুরির চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল । শনিবার দুপুরে ওই এলাকার বাসিন্দা অজিত সিংয়ের বাড়িতে ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় হাতেনাতে ধরা পড়েছে দুই মহিলা। বাড়ির মালিক অজিত সিং জানান, এদিন দুপুরে বাড়ির ছাদে গিয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন বাড়ির লোকজন। সেই সময় বাচ্চা কোলে বহিরাগত দুই মহিলা বাড়িতে ঢুকে পড়ে। নীচ তলার ঘরে আলমারি থেকে নগদ কিছু টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশেষ প্রয়োজনে নীচে নেমে অজিতবাবু দেখেন, আলমারি খোলা। সেখান থেকে কিছু টাকাও উধাও। এদিকে, দু’জন অপরিচিত মহিলা বাড়ির বাইরে চলে যাচ্ছে। চুরি হয়েছে বুঝতে পেরেই চিৎকার শুরু করেন বাড়ির লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের লোকজন ছুটে দুই মহিলাকে ধরে ফেলেন। খবর যায় থানায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দুই মহিলাকে আটক করে নিয়ে যায়। ওই মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, কখনও জল খাওয়ার অজুহাতে, আবার কখনও সাহায্য তোলার অজুহাতে বাড়িতে ঢুকে সুযোগ বুঝে চুরি করে ওই মহিলারা। পুলিশ দুই মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুরে, ২১ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডিতে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল । মৃতার নাম সিমরীন পারভিন (৩৩)। বাড়ি তেলিপুকুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের স্বনির্ভর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওই মহিলা। তাঁর স্বামী ইবনেমাসুদ স্ত্রীর স্বনির্ভর দলে যুক্ত থাকার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। বিষয়টি নিয়ে ওই দম্পতির মধ্যে বচসাও হয়। শুক্রবার রাতে সিমরীন তাঁর ছেলে ও মেয়েকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন। দীর্ঘক্ষণ পর ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। এরপর গৃহবধূকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

হাতির হানায় মৃত্যু মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়িতে গিল্ড মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছন থেকে উদ্ধার মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মৃতদেহ। শনিবার ঘটনাটি

ঘটেছে বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। হাতির হামলায় মৃত্যু বলেই দাবি স্থানীয়দের। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার গিল্ড মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায় রাতে ঘুমোতেন ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি। এদিন সকালে গ্রামবাসীরা দেখতে পান স্কুলের পেছনে পড়ে রয়েছে তাঁর দেহ। পাশেই রয়েছে হাতির পায়ের ছাপ। এর থেকেই অনুমান হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। স্থানীয় সূত্রে খবর, গতকাল রাত একটা নাগাদ প্রথম হাতির আওয়াজ শুনতে পান স্থানীয়রা। এদিন সকালে মৃতদেহ উদ্ধারের পর সকলে বুঝতে পারেন বিষয়টি। এরপর বন দপ্তরে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে যান বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জার শুভাশিস রায় ও ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। প্রতি রাতে হাতির হামলায় ক্ষুদ্ধ এলাকার বাসিন্দারা বনকর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠিয়েছে পুলিশ।

রেললাইনের ধার থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জানুয়ারি ঃমালদার পুখুরিয়া থানার শ্রীপুর এলাকার রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হল অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ। শনিবার সকালের ঘটনা। খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে খোঁজখবর শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের অনুমান, চলন্ত ট্রেন থেকে কোনওভাবে পড়ে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। যদিও মৃত যুবকের পোশাক থেকে কোনও ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়নি বলেই রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে শ্রীপুর সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন প্যুয়াই প্রথমে দেহটি দেখতে পায়। তারা গ্রামে গিয়ে গোটা ঘটনা জানালে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে যান। খবর দেওয়া হয় রেল পুলিশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে চলে আসেন পুলিশকর্মীরা । আসে আরপিএফও । মৃতের পরিচয় জানতে স্থানীয়দের জেরাও করে পুলিশ। যদিও গ্রামবাসীদের কেউ পুলিশকে মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানাতে পারেননি। ঘটনাস্থল থেকে শ্রীপুর স্টেশনের দূরত্ব প্রায় ৫০০ মিটার । রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠান হয়েছে ।

‘আমার স্বামীর জয়’, ঝালদা পুরসভার কুর্সিতে বসে বললেন তপন কান্দুর স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২১ জানুয়ারি ঃ মানুষের পাশে দাঁড়াব। সব শেষে বলি, এই জয় আমার স্বামীর জয়। ঝালদার মানুষের জয়। ঝালদা পুরসভার কুর্সিতে বসে শনিবার এই মন্তব্য করলেন তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু। বিগত পৌর নির্বাচনের পর থেকেই ঝালদা পৌরসভার পৌর বোর্ড কে দখল করবে তা নিয়ে চলছে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে টানাপোড়েন। দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়ন চলছে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে। বিষয়টি গড়ায় কলকাতা উচ্চ আদালত পর্যন্ত । অবশেষে শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশে ঝালদা পৌরসভার পৌর প্রধানের পদে সাময়িক ভাবে নিযুক্ত করা হয় কংগ্রেস কাউন্সিলর পূর্ণিমা কান্দুকে। শনিবার তার দায়িত্ব ভার বুঝে নিলেন তিনি। শনিবার ঝালদা পৌরসভায় সোয়া এগারোটা নাগাদ চেয়ারম্যানের আসনে বসেন তিনি। আর আসনে বসার পর আবারও ক্ষমতায় এল কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলের ধারনা সব মিলিয়ে আবার একবার মুখ পুড়ল রাজ্যের শাসকদলের। শনিবার চেয়ারে বসেই প্রয়াত স্বামী তপন কান্দুকে স্মরণ করেন পূর্ণিমা। তিনি বলেন, আদালত ও কংগ্রেস কর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঝালদার মানুষের পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। তাই আমি চেষ্টা করব এখানকার মানুষের উন্নয়ন করার। বিরোধীদের সঙ্গে নিয়েই কাজ করব। যখন তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল তখন ওরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলত না। কিন্তু আমরা এমনটা করব না। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের পর থেকেই ঝালদা পৌরসভার অবস্থা টালমাটাল ছিল। প্রসঙ্গত, ১২ আসন বিশিষ্ট ঝালদা পুরসভায় ৫ টি আসন কংগ্রেস পায়, তৃণমূলও পায় ৫ টি আসন। বাকি ২ টি জেতে দুই নির্দল প্রার্থী। দুই নির্দল কাউন্সিলর শীলা চট্টোপাধ্যায় ও সোমনাথ কর্মকারের সমর্থনেই প্রথমে বোর্ড তৈরি করেছিল তৃণমূল। কিছুদিন পরই সোমনাথ কর্মকার সরব হন, ঝালদায় কোনও উন্নতি হচ্ছে না। তিনি সমর্থন প্রত্যাহারের কথাও ঘোষণা করেন। এরপর একই যুক্তিঃ দেখিয়ে তৃণমূলের বোর্ড থেকে সরে দাঁড়ান শীলাও। এর কয়েক মাসের মধ্যেই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে কংগ্রেস। তাতে সমর্থন জানান দুই নির্দল কাউন্সিলর। এরই মধ্যে নির্দলের সোমনাথ কর্মকার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদানও করেন। আস্থা ভোটে জয়ী হলেও সে সময় কংগ্রেস বোর্ড গঠন করতে পারেনি। রাজ্য সরকারের নির্দেশে প্রশাসক বসানো হয় ঝালদা পুরসভায়। যা নিয়ে হাইকোর্টে যায় কংগ্রেস।

চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ, শিক্ষক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জানুয়ারি ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ। আরও এক শিক্ষককে গ্রেফতার করল জলপাইগুড়ির আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া থেকে শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি রথখোলা রবদাকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষক পঙ্কজ বর্মনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত ১০ তারিখ একই অভিযোগে জলপাইগুড়ির আমবাড়ির চিন্তামোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক সন্তোষ বর্মনকে গ্রেফতার করে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। শনিবারই দশদিনের পুলিশ হেফাজত শেষ হচ্ছে সন্তোষ বর্মনের। তাকে জেরা করেই এই চক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে শিক্ষক পঙ্কজ বর্মনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ, তিন বছর আগে প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে দশজন বেকার যুবকের কাছ থেকে ১৭ লক্ষ টাকা করে নেয় অভিযুক্ত ওই শিক্ষক। চাকরি না পেয়ে টাকা ফেরতের দাবি করলে অভিযুক্ত ওই শিক্ষক নানা ভাবে ঘুরিয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। অন্যতম অভিযোগকারী যুবক বাপ্পা মালাকার জানান, তিন বছর আগে প্রাথমিক স্কুলে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর মতো দশজনের কাছ থেকে ১৭ লক্ষ টাকা করে নেন আমবাড়ি চিন্তামোহন হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষক সন্তোষ বর্মন। চাকরি না পেয়ে টাকা ফেরত চাইলে নানা ভাবে তাঁদের ঘোরানো হচ্ছিল। সোমবার রাতে ওই শিক্ষককে পেয়ে তাঁরা আটকে রাখেন। পরে পুলিশ ডেকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। জানা গিয়েছে, ২০০৯ সালে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেওয়ার পর আমবাড়ি চিন্তামোহন হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন কোচবিহারের বাসিন্দা অভিযুক্ত ওই শিক্ষক। কয়েক বছর আগে শিলিগুড়ি সংলগ্ন আশিঘর এলাকায় বাড়ি তৈরি করেন তিনি। বাড়ি, গাড়ি সবই রয়েছে। গত কয়েক বছরে তাঁর জীবনযাত্রার মান বদলে গেছে বলে দাবি চাকরিপ্রার্থীদের। অভিযোগকারী বাপ্পা মালাকার জানান, চাকরি দেওয়ার নাম করে দেড় কোটি টাকারও বেশি তুলেছেন ওই শিক্ষক। ওই প্রতারণা চক্রে ওই শিক্ষকের সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সন্তোষের পর পঙ্কজ বর্মনকেও গ্রেফতার করল পুলিশ। তাঁকে জেরা করে প্রতারণা চক্র সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

রতুয়ায় জমি বিবাদের জেরে সংঘর্ষে আহত ৪

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জানুয়ারি ঃ মালদার রতুয়া থানার ভাদো বিজলি গ্রামে জমি বিবাদের জেরে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হলেন দুই পক্ষের অন্তত ৪ জন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভাদো বিজলি গ্রামের আইনুল হক এবং মুকলেসুর রহমানের মধ্যে তিন শতক জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। এদিন সকালে সেই জমিতে বেড়া দিতে গিয়েছিলেন আইনুল। খবর পেয়ে মুকলেসুর নিজের ভাইদের নিয়ে আইনুলের ওপর লাঠিসোঁটা নিয়ে চড়াও হন। দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ। ঘটনায় আহত হয়েছে আইনুল হকের ভাই আবু তাহের এবং মজিবুর রহমান। অপরপক্ষের আহত হয়েছে মুকলেসুর রহমান এবং তাঁর ভাই নজরুল হক। স্থানীয়রা চারজনকে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। দুই পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

NOTICE INVITING E-TENDER

NIT No. : NIT09/2022-23/EO/NAM (sl 01-19) dated 20-01-2023 E-Tender ID:-2023_ZPHD_451044 Dated : 20/01/2023 for Sinking of tubewell & NIT10/2022-23/EO/NAM (sl 01-07) dated 20-01-2023 E-Tender ID:-2023_ZPHD_451051 Dated : 20/01/2023 for Construction of road, culvert, boundary wall under Namkhana Panchayat Samity. last date of online bid submission is 04-02-2023. Details on www.wbtenders.gov.in.

Executive Officer
Namkhana Panchayat Samity
South 24 Parganas

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah

Name of the Scheme:- (i) Construction of Road, Footpath, Electrification at Sonatola Pry School & Sonatola Kalitola. (ii) Electrification of B & C Block of Udaynarayanpur BDO Office at Tant Haat Complex Building. E-Tender No.- WB/HOWRAH/UDAYNARAYANPUR/NIET-23/2022-23. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah

Name of the Scheme:- (i) Installation of Street Light from Bhawanipur Ghoshpara Bus stop to GP Office via Banstola in BBPur GP, (ii) Installation of Street Light from Joynagar Bus stop to GP Office Kanupat Monsuka GP. (iii) Installation of Street Light from Lebutola Bus stop to Rampur Bus stop under RDA GP. E-Tender No.- WB/HOWRAH/UDAYNARAYANPUR/NIET-22/2022-23. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

e-Tender Notice

Prodhan, Maju Gram Panchayat under Jagatballavpur Development Block, Howrah, has invited **e-Tender vide NIT No. Maju GP/42/15th CFC/2022-23, Maju GP/44/15th CFC/2022-23, Maju GP/45/15th CFC/2022-23, & Maju GP/46/15th CFC/2022-23 dated 18/01/2023.** Last Date of Submission of Bid **28/01/2023 upto 4.00 pm.** Bid Opening Date on **30/01/2023 at 2.00 pm.** For more information please visit the website : **https://www.wbtenders.gov.in**

E Tender Id Published on 20.01.2023

1) 2023_ZPHD_452163_1, 2) 2023_ZPHD_452228_1, 3) 2023_ZPHD_452276_1. Bid submission start date-20.01.2023 At 6.30 PM. Last date of Bid submission-27.01.2023 at 11.00AM. and 1)2023_ZPHD_449556_1, 2) 2023_ZPHD_451447_1, 3) 2023_ZPHD_451608_1. The Last Date of Submission of Bid -31.01.2023 at 11.00AM. Of Ichhapur I GP, Block -Gaighata,North 24PGS. For details visit http://www.wbtenders.gov.in/

Sd/- Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat

Office of The Khalore Gram Panchayat
Vill-Khalore, PO- Bagnan-1 Block, Dist-Howrah
NOTICE INVITING E-TENDER No: WB/HZP/KGP/NIET-6/2022-23

For and on behalf of the Prodhan, Khalore Gram Panchayat invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of office building with water connection. Source of Fund: 15 th CFC. Work completion period: 180 Days. Bid submission start date on 25/01/2023 from 4.00 pm up to 30/01/2023 at 5.00 pm. Date of Opening of Tender on 01/02/2023 at 5.00 pm. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Khalore Gram Panchayat

Office Of The Para Gram Panchayet
Under Para Development Block
PO: Para PS: Para Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER

2 nd call of No. 02/2022-23/15 TH FC dated- 20/01/2023 , 03/2022-23/15 th FC dated-20/01/2023 & 04/2022-23/15 th FC dated- 20/01/2023 e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: 20/01/2023 to 31/01/2023 ii) Last date of submission of e- tender with documents: on or before 31/01/2023 upto 6.00pm. iii) Date of opening of technical bid : on 02/02/2023. For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.

Sd/-
Pradhan
Para Gram Panchayet

DESTINY LOGISTICS & INFRA LIMITED
CIN: L63090WB2011PLC165520
Registered Office: 375, Dakshindari Road, Kolkata – 700 048, West Bengal, India
Corporate office: Unit No. 708, 7th Floor, ECO Centre, Block-EM-4 Sector-V, Salt Lake Kolkata – 700091, West Bengal, India
Tel No: +91 98360 00343; **E-Mail ID:** cs@destinyinfra.in; **Website:** www.destinyinfra.in

NOTICE OF RECORD DATE

Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and vide resolution dated January 20, 2023 passed by the Board of Directors of the Company, Notice is hereby given that the Record Date for determining names of shareholders of the Company eligible to apply for the Rights Equity Shares in the Rights Issue shall be Friday, January 27, 2023.

For **Destiny Logistics & Infra Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mustafa Rangwala
Company Secretary and Compliance Officer

Date: January 21, 2023
Place: Kolkata

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ নংঃ ০১ /২০২২-২৩, তারিখঃ ১৭.০১.২০২৩

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ

ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে, সিনিয়ার মেটেরিয়াল ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি, নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের আহ্বান জানাচ্ছে

ক্রম নং	টেণ্ডার নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমান	টেণ্ডার বন্ধ / খোলার তারিখ
১	৫৪২২৫২২৩এ	সুইচ ডিসকনেক্টর ফিউস ইউনিট ২৫০ অ্যাম্পিয়ারের ৪১৫ ভোল্টের ৩ ফেস এবং ন্যাচরাল সাথে ৩ টি বোল্টেড এইচ আর সি ফিউস স্টিলের সীটের সাথে ঠিক যেমন সি এবং এস ক্যাট নং ই-সি এস এস ডি এফ-২৫০ বিএএন নিশ্চিত করে ৬০৯৪৭, মেক, সি অ্যান্ড এস, এল অ্যান্ড টি, সিএন্স এবং ইন্ডো এশিয়ান শুধুমাত্র।	১০ টি	২০.০২.২০২৩

নোটঃ উপরের ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখুন আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে https://www.ireps.gov.in দেখুন।

97/23 (P)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender 8 (eight) on works within Bargachia-I Gram Panchayat. Details of which will be available at https://wbtenders.gov.in.
1) 2023_ZPHD_452423_1, 2) 2023_ZPHD_452349_1, 3) 2023_ZPHD_452237_1, 4) 2023_ZPHD_452002_1, 5) 2023_ZPHD_451670_1, 6) 2023_ZPHD_453218_1, 7) 2023_ZPHD_453249_1, 8) 2023_ZPHD_453276_1. Submission closing date(online): 30/01/2023 at 11:00 AM.

Sd/- Prodhan
Bargachia-I Gram Panchayat

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING E-TENDER No. SGP/26 to 32/eNIT/22-23

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayt, Prodhan invites tenders through e-tendering for total 7(Seven)Nos. different works. Source of Fund: 15 th CFC (Untied). Period of completion: 30 Days. Document download/sale starting from 21/01/2023 at 9:00 Hrs. up to 03/02/2023 at 9:00 Hrs. Bid submission date from 21/01/2023 at 9:00 Hrs. up to 03/02/2023 at 9:00 Hrs. Bid Opening Date on 07/02/2023 at 9:00 Hrs. for details please visit website: https://wbtender.gov.in

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING TENDER No. 24/SGP/22-23

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidder for the work of CC Road. Source of Fund: 15 th FC. Work completion period: 30 Days. Date of Sale of Tender Form from 18/01/2023 to 31/01/2023 (from 11:00 am to 1.30 pm). Last date of dropping of sealed Tender Form 31/01/2023 up to 1.30 pm. Date of opening of Tender 31/01/2023 at 4:00 pm. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

Moshiara Gram Panchayat
PO – Moshiara, Dist. – Bankura
NIT No-09/MoshGP/2022-23 (3rd Call)
NIT No-10/MoshGP/2022-23(2nd Call)
NIT No-11/MoshGP/2022-23

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders of few Construction works in Moshiara GP area details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.

Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

রসনা

ভারতে বেশ জনপ্রিয় এই পাঁচটি খাবার

শতাব্দী প্রাচীণ খাবারের ইতিহাস জানতে সকলেরই ইচ্ছে করে। আমাদের এই দেশে সেই কাবারেরই কথা আজ বলব।। নানা প্রান্তে রসনাতৃপ্তির নানা লোভনীয় উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। এর মাঝেই এমন পাঁচ খাবার রয়েছে যা বিশ্বের একাধিক দেশে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে বলে খবর। তবে ভারতবর্ষে সেই গুলি বেশ জনপ্রিয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই সিঙাড়ার কথা বলা যাক। বর্ষার বিকেলে বা শীতের অবেলায় গরম গরম সিঙাড়ায় কামড় বসাতে অনেকেই পছন্দ করেন। কিন্তু জিভে জল আনা এই খাবারই দক্ষিণ আফ্রিকার সোমালিয়ায় ২০১১ সাল থেকে নিষিদ্ধ। কেন? কারণ এর ত্রিকোণ আকার। সোমালিয়ায় নাকি সিঙাড়ার এই ত্রিকোণ আকারকে খ্রিস্টধর্মের প্রতীক মনে করা হয়। সেই কারণেই এই খাবারটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শীতের এই সময় চ্যবনপ্রাশ অনেকেই খেয়ে থাকেন। মনে করা হয়, এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ভেষজ উপাদান রয়েছে। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে কানাডায় চ্যবনপ্রাশ নিষিদ্ধ। কারণ হিসেবে বলা হয়, এতে নাকি সীসার মাত্রা বেশি। গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতে একটু ঘি হলেই অনেকের খাওয়া হয়ে যায়। রুটি, পরোটাতেও ঘি খেতে পছন্দ করেন অনেকে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষজন আবার শুধু ঘিও খেয়ে থাকেন। অনেকেই একে 'সুপারফুড' বলে থাকেন। কিন্তু আমেরিকার ফুড ও ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতো এতে রক্তচাপ বাড়ে। ফলে হৃদরোগের সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই তো মার্কিন মুলুকে এই খাবারটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সিঙাড়া, পাকোড়া, চাউমিনের মতো খাবারের সঙ্গে একটু কেচআপ সকলেই প্রায় পছন্দ করেন। কিন্তু ফ্রান্সে এমনটা নয়। তরুণ প্রজন্ম কেচআপে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এই কারণ দেখিয়েই সে দেশে খাবারের এই সঙ্গীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আবার সিঙ্গাপুর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে খুবই কড়া। তাই তো সে দেশে ১৯৯২ সাল থেকে চুইংগাম জাতীয় জিনিস নিষিদ্ধ ছিল। যদিও আন্তর্জাতিক মহলের চাপে ২০০৪ সাল থেকে থেরাপিউটিক ডেন্টাল চুইংগামে ছাড় দেওয়া হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে।

লেবু আদার চা এই শীতে ঠান্ডাকাশিতে দেবে প্রশান্তি

অল্প আঁচে আদা স্লাইস, এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ মিশ্রণটি ফুটালে চায়ের স্বাদ হয় দ্বিগুণ। রেসিপি -

উপকরণ-জল ৪ কাপ, চাপাতা ১ চাচামচ, আদা স্লাইস করে কাটা ৭ টুকরা, এলাচি ৪টি, দারুচিনি ২ টুকরা, লবঙ্গ ৭টি, চিনি ২ চাচামচ, লেবু স্লাইস করা ৪ টুকরা।

প্রণালি-পাত্রে জল নিয়ে নিন। তাতে আদা স্লাইস, এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। পরে চাপাতা দিন। অল্প আঁচে মিশ্রণটি ফুটান। মিশ্রণটি ফুটতে শুরু করলে তাতে চিনি দিন। এবার নামিয়ে ছেঁকে নিন। আদা ও লেবু দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। শীতে চা পানের মাত্রাটা যেন বেড়ে যায়। প্রতিদিনের পানীয়ের তালিকায় চা যেহেতু থাকবেই, একেক দিন বানানো যেতে পারে একেক রকম চা। স্বাদে চলে আসবে ভিন্নতা। রেসিপি-জাফরান চা

উপকরণ- জাফরান ১ চিমটি, আদাকুচি ২ চাচামচ, এলাচি ৬ টি, দারুচিনি ২ টুকরা, কাঠবাদামকুচি ৬টি, মধু ২ চাচামচ, জল।

প্রণালি- আধা কাপ হালকা গরম জলে জাফরান ভিজিয়ে রাখুন। গ্যাসে সসপ্যান নিয়ে তাতে জল ঢেলে বলক ওঠান। ফুটে উঠলে আদা স্লাইস, এলাচি ও দারুচিনি দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে থাকুন। জ্বাল দেওয়ার পর জল শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে এলে নামিয়ে নিন। জলে ভেজানো জাফরান ও পছন্দমতো মধু মিশিয়ে কাপে ঢেলে পরিবেশন করুন। হলুদের ডিটক্স চা

উপকরণ- হলুদকুচি ১ চাচামচ, আদাকুচি ২ চাচামচ, গোলমরিচ ১০টি, দারুচিনি ২ টুকরা, লবঙ্গ ৯টি, মধু ৪ চাচামচ, জল।

প্রণালি- জল ফুটিয়ে নিন। হলুদকুচি, আদাকুচি, গোলমরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ দিয়ে ৫ মিনিট ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন। ছেঁকে দুটি কাপে ঢালুন। মধু মিশিয়ে পরিবেশন করুন। যষ্টিমধুর চা

উপকরণ-যষ্টিমধু ছোট ১ টুকরা, আদাকুচি ২ চাচামচ, জল, টিব্যাগ ২টি।

প্রণালি- সসপ্যান বসিয়ে জল দিন। যষ্টিমধুর টুকরা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জ্বাল দিন। আদাকুচি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিন। জল কমে দুই কাপ হয়ে এলে কাপে ছেঁকে ঢেলে নিন। টিব্যাগ দিয়ে পরিবেশন করুন। যষ্টিমধু পরিমাণে অল্প দিয়ে একটু বেশি সময় ধরে জ্বাল দিতে হবে। বেশি পরিমাণে দিলে তিতা হয়ে যেতে পারে।

সিরিয়ার মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা, আহত ২ সেনা

ওয়াশিংটন, ২১ জানুয়ারি ঃ সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা হয়েছে বলে দাবি করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড। শুক্রবারের এই হামলায় দুই সেনা আহত হয়েছেন। হামলার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কেউ দায় স্বীকার করেনি। শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড সেন্টকমের এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের একটি সামরিক ঘাঁটিতে পরপর তিনটি ড্রোন হামলা হয়। এর মধ্যে দুটি ড্রোন ভূপাতিত করা গেলেও তৃতীয়টি আঘাত হানে ঘাঁটিতে। এতেই দুই সেনা আহত হন।এদিকে এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ওয়াশিংটন। সেন্টকমের মুখপাত্র জো বুচিনো বলেছেন, এই ধরনের হামলা অগ্রহণযোগ্য। এ ধরনের হামলা জোট বাহিনী ও বেসামরিক নাগরিকদের ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়াসহ সিরিয়ার স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এবং আইএসআইএলের বিরুদ্ধে লড়াইকে বিপন্ন করে। তবে কারা এটি করেছে সে বিষয়ে কোনও বক্তব্য দেননি জো বুচিনো। উল্লেখ্য, জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসআইএলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সিরিয়ার যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতে মার্কিন জোটটি ২০১৬ সালে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল।

বৃষ্টির মধ্যে কাঠুয়া থেকে ভারত জোড় যাত্রা শুরু রাহুল গান্ধীর

কাঠুয়া, ২১ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরে ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় দিন ছিল। বৃষ্টির মধ্যেও কাঠুয়ার হাটলি মোড় থেকে শুরু হয়েছে ভারত জোড় যাত্রা। প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে রাহুল গান্ধীর যাত্রা সকাল ৮টায় হাটলি মোড় থেকে শুরু হয়, চলবে অরোদিয়া পর্যন্ত। এদিকে, রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করবে ১৬টি প্রতিনিধি দল।কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কন্যাকুমারী থেকে শুরু হওয়া ভারত জোড়ো যাত্রা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরে পৌঁছেছে। পঞ্জাবকে জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে সংযোগকারী রাভি সেতু পেরিয়ে যাত্রাটি রাজ্যের মাটিতে পৌঁছায়। এই উপলক্ষে এনসি নেতা ফারুক আবদুল্লাহ, শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত, জম্মু ও কাশ্মীর কংগ্রেসের ইনচার্জ রজনী পাটিল, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ভিকার রসুল ওয়ানি সহ অনেক সিনিয়র নেতা এই সফরকে স্বাগত জানিয়েছেন।জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় পৌঁছে ভারত জোড়ো যাত্রায় জনগণের উদ্দেশে রাহুল গান্ধী বলেন, ঘৃণা, হিংসা, বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। এদেশের কর্মসংস্থানকারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের সরকার ধ্বংস করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, ভারতের দরিদ্র মানুষ ও তরুণদের অধিকারে আঘাত করা হচ্ছে। কৃষকদের ওপর হামলা হচ্ছে। তিনি বলেন, জম্মু কাশ্মীরের মানুষ অনেক দুঃখ দেখেছে, আমি এখানে ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে এসেছি।

দিল্লিতে শুরু হচ্ছে তিন দিনের ডিজিপি, আইজিপিদের সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ সমস্ত রাজ্য পুলিশ বাহিনী এবং আধাসামরিক সংস্থার প্রধানরা শুক্রবার থেকে সাইবার নিরাপত্তা, মাদকের বিরুদ্ধে হুমকি নিযে.তিন দিনের জন্য বৈঠক শুরু করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল বার্ষিক বৈঠকে ভাষণ দেবেন যা জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মহাপরিচালক ও মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার প্রায় ৩৫০ জন শীর্ষ পুলিশ কর্তা সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। খালিস্তানি চরমপন্থীদের থেকে হুমকি, অর্থনীতির বিপদ, ক্রিপ্টোকারেন্সি, মাওবাদী হিংসা এবং উত্তরপূর্ব বিদ্রোহ অন্যান্য বিষয় যা আলোচনার জন্য আসতে পারে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত বার্ষিক বৈঠকটি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং গোয়েন্দা ব্যুরোর আয়োজিত অনুষ্ঠানটি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এটি ২০১৪ সালে গুয়াহাটিতে, ২০১৫ সালে কচ্ছের রণ, ২০১৬ সালে হায়দরাবাদের ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমি, ২০১৭ সালে টেকানপুরে বিএসএফ একাডেমি, ২০১৯ সালে পুনে এবং ২০২০ সালে কোভিড মহামারী চলাকালীন এবং লখনউতে ভিডিও কমফারেন্সে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে গোরখপুরের নার্ভে ডিজনি ওয়ার্ল্ড স্কুলে কম্বল বিতরণ করছেন মিসেস শিবানী, মহিলা কল্যাণ কমিটির চেয়ারপারসন এবং অন্যান্য সদস্যরা।

এদিন পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস ও গাইডদের ৫৩তম রাজ্য সমাবেশে গার্ড অফ অনার গ্রহণ করছেন শ্রী অরুণ অরোরা, জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক। নিজস্ব চিত্র।

উইপ্রোতে কর্মী ছাঁটাই

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ এক ধাক্কায় চারশোর বেশি কর্মী ছাঁটাই করে দিল তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা উইপ্রো। ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের ইমেলে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্মী ছাঁটাইয়ের আগে সংস্থা প্রত্যেক কর্মীর পারফরম্যান্সের মূল্যায়ন করেছিল।

Name Change

I, BIMAL ROY(Old Name) S/o LATE BROJENDRA NATH ROY residing at Vill-Ganti, PO-Thakurnagar, PS-Gaighata, Dist-North 24 Parganas, Pin-743287 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) BIMAL KRISHNA ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/01/2023.BIMAL ROY and BIMAL KRISHNA ROY both are same and one identical person.

Name Change

I, ABDUL RASHID (Old Name) S/o SK ABDUL LATIFresiding at 30/H/3 Alimuddin Street, Park Street, Kolkata, Pin-700016WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)SK ABDUL RASHID, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/01/2023.ABDUL RASHID and SK ABDUL RASHID both are same and one identical person.

Name Change

I, SADAF YASMIN (Old Name) D/o ASHOK JHAresiding at 42B BOSE LANE ,PO HOWRAH,HOWRAH-711101 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SHRUTI JHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/01/2023.SADAF YASMINand SHRUTI JHA both are same and one identical person.

Name Change

I,SWAPAN SINGHA(Old Name) S/o BANSHIDHAR SINGHA residing at 40/1A,RAMANATH DAS ROAD PO DHAKURIA,KOLKATA-700031 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) SWAPAN KUMAR SINGHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/01/2023.SWAPAN SINGHA and SWAPAN KUMAR SINGHA both are same and one identical person.

Name Change

I,LIAO SHENG CHUNG alias JAMES LIAO(Old Name) S/o CHIH CHIEH LIAO residing at Ekta Floral, BL-5, 2nd Floor, Flat-2F, 27, Christopher Road, near Panchkuri School, GobindaKhatick Road, Kolkata-700046WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) SHENG CHUNG LIAO, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah on 05/12/2022.LIAO SHENG CHUNG, JAMES LIAO and SHENG CHUNG LIAO both are same and one identical person.

Name Change

I, DILIP PASWAN residing at 226/A/H/39, Bagmari Road, Kankurgachi, Kolkata-700054, WB India, do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name LATE BHOLA PASWAN instead of BHOAL PASWAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 17/01/2023. BHOLA PASWAN and BHOAL PASWAN both are same and one identical person.

Name Change

I,Madan Hela(Old Name) S/o NazirHela residing at 242/2E/H/10,A.P.C. Road Kolkata-700004 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Madan Kumar Hela (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/01/2023.Madan Hela and Madan Kumar Hela both are same and one identical person.

Name Change

I, PAWAN KR ROY (Old Name) S/o S ROY(Old Name)residing at 5/34 RAJENDRA PRASAD COLONY, TOLLYGUNGE KOLKATA 700033 WB India, I have changed my& my father's name(Shall henceforth be known as) PAWAN KUMAR YADAV S/o SURENDRA YADAV, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/01/2023. PAWAN KR ROY S/o S ROY and PAWAN KUMAR YADAV S/o SURENDRA YADAV both are same and one identical person.

Name Change

I,NOOR ALI(Old Name) S/o ANSAR residing at T-476/3, PANCHPARA LANE, PO-BARTALA, PS-RAJA BAGAN, KOLKATA-700018 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) NOOR ALI MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/01/2023.NOOR ALI and NOOR ALI MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I,KALPANA DHAR(Old Name) W/o AMAL DHAR residing at 18, BIKASH GUHA COLONY, NAYABAD, PO-MUKUNDAPUR, PS-PANCHASAYAR, KOLKATA-700099, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) KALPANA DEY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/01/2023.KALPANA DHAR and KALPANA DEYboth are same and one identical person.

Name Change

I,SANGEETA CHAKRABORTY-CHATTARAJ(Old Name) D/o DEBDAS CHATTARAJ residing at Baduria, Ghoshpur, North 24 Pgs, Pin-743289WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) SANGEETA CHATTARAJ, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/01/2023. SANGEETA CHAKRABORTY-CHATTARAJ and SANGEETA CHATTARAJ both are same and one identical person.

উত্তরাখণ্ডের খারাপ আবহাওয়া ইন্ডিগো ফ্লাইট স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ উত্তরাখণ্ডের খারাপ আবহাওয়ার কারণে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত পান্তনগর থেকে দিল্লি এবং লখনউ যাওয়ার সমস্ত ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। সপ্তাহে তিন দিন মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার এবং দিল্লি থেকে প্রতিদিন লখনউ থেকে পান্তনগর পর্যন্ত বিমান পরিষেবা চলে। ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কুয়াশার কারণে নতুন বছরে দিল্লি থেকে পান্তনগর পর্যন্ত একটিও ফ্লাইট চলাচল করেনি। লখনউ যাওয়ার ফ্লাইট মাত্র দুই দিনের জন্য সম্ভব হয়েছে। দেরাদুন আবহাওয়া কেন্দ্রের পরিচালক বিক্রম সিং বলেছেন, শনিবার মেঘলা থাকতে পারে। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার তুষারপাতের পর উত্তরাখণ্ডে তাপমাত্রার পারদ দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমেছে। শৈত্যপ্রবাহের কবলে গোটা রাজ্য। উত্তরকাশী, চামোলি, পিথোরাগড়, রুদ্রপ্রয়াগ সহ ২৫০০ মিটারের বেশি উচ্চতার এলাকায.তুষারপাত হতে পারে। দেরাদুন, তেহরি, পাউরি, নৈনিতাল, হরিদ্বার, উধম সিং নগর এবং চম্পাওয়াতে বজ্রসহ ভারী বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।

ডিএইচআর-এ ট্রেন পরিষেবা বাতিল

মালিগাঁও, ২১ জানুয়ারি ঃ খারাপ সিজনের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নীচের বিবরণ অনুযায়ী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)'তে কিছু ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, স্টিম জয় রাইড ট্রেন নং. ৫২৫৯৪ (দার্জিলিং-ঘুমদার্জিলিং), স্টিম জয় রাইড ট্রেন নং. ৫২৫৪৪ (দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং) ও ডিজেল জয় রাইড ট্রেন নং. ৫২৫৯০ (দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং) ২১ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে।

ভোপালে অষ্টম বিজ্ঞান উৎসব

ভোপাল, ২১ জানুয়ারি ঃ আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় চার দিনব্যাপী ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রাজধানীর মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (ম্যানআইটি) এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং এবং রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ওমপ্রকাশ সাখালেচা।জনসংযোগ আধিকারিক রাজেশ বাইন জানান, উৎসবের আয়োজকরা হলেন কেন্দ্রীয় বায়োটেকনোলজি মন্ত্রক।

জোড়া বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল জম্মুর নারওয়াল এলাকা, আহত ৭ জন, তদন্ত শুরু পুলিশের

জম্মু, ২১ জানুয়ারি ঃ জোড়া বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল জম্মুর নারওয়াল এলাকা। শনিবার সকালে জম্মুর নারওয়াল এলাকায় জোড়া বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৭ জন। এমনটাই জানিয়েছেন জম্মুর এডিজিপি মুকেশ সিং। পুলিশ জানিয়েছে নারওয়াল এলাকার ট্রান্সপোর্ট নগরের ৭ নম্বর ইয়ার্ডে রহস্যজনক দু''টি বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে ৭ জন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণের খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। আহত অবস্থায় ৭ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জম্মুর এডিজিপি মুকেশ সিং। পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে। ডেপুটি মেয়র বলদেব সিং বিল্লাওয়ারিয়া জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের বিষয়ে অফিসারদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তাঁরা বলেছেন তদন্তের পরই প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আমাকে জানানো হয়েছে ৭ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। তিনি আরও বলেছেন, এই বিস্ফোরণের সন্ত্রাসী যোগ থাকতে পারে। সামনেই প্রজাতন্ত্র দিবস, ভারর জোড়ো যাত্রা এগিয়ে আসছে। জম্মু ও কাশ্মীরকে নিচু করতে তারা

(সন্ত্রাসবাদীরা) কিছু করতে চাইছে। জম্মুর নারওয়াল এলাকায় জোড়া বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন তিনি। মনোজ সিনহা এদিন নিরাপত্তা আধিকারিকদের জানিয়েছেন, এ ধরনের জঘন্য কাজ দোষীদের হতাশা ও কাপুরুষতা তুলে ধরে। অবিলম্বে এবং দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে সবরকম প্রচেষ্টা করতে হবে।

প্রসঙ্গত, শনিবার সকালে রহস্যজনক দু''টি বিস্ফোরণ হয় জম্মুর নারওয়াল এলাকায়। এই বিস্ফোরণে ৭ জন আহত হয়েছেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মনোজ সিনহা। তিনি জানান, আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের সমস্ত ধরনের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

দিল্লিতে প্লাস্টিককে হারাতে ১০০ দিন অভিযানের সূচনা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লিকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে প্লাস্টিককে হারাতে ১০০ দিন অভিযানের সূচনা করলেন দিল্লির উপরাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্লাস্টিককে হারাতে ১০০ দিন অভিযানের সূচনা করেছেন ভি কে সাক্সেনা। তিনি বলেছেন, দিল্লিকে প্লাস্টিকমুক্ত করতেই হবে। নিজের ভাষণে দিল্লির উপরাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা বলেছেন, আমাদের অবশ্যই দিল্লিকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে হবে এবং একটি নীতি তখনই সফল হতে পারে যখন জনগণ তা বাস্তবায়নে অংশ নেয়। আমাকে বলা হয়েছে বিভিন্ন পণ্য প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়, যা আমাদের প্লাস্টিকের ভাল ব্যবহার করতে সাহায্য করবে। এটি একটি মহৎ উদ্যোগ।

বদরপুর জংশনে বিএসএফ-জিআরপির যৌথ অভিযান, বাজেয়াপ্ত ৫০ লক্ষ টাকার হেরোইন

বদরপুর (অসম), ২১ জানুয়ারি ঃ বিএসএফ এবং জিআরপির যৌথ অভিযানে বদরপুর রেলওয়ে জংশনে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মাদক সামগ্রী হেরোইন। আজ শনিবার সকালে ১২৫০৪ নম্বর আগরতলাবেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে দুই যাত্রীর হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় সন্দেহযুক্ত হেরোইন। জানা গেছ, গোপন সূত্রে আগরতলাবেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস করে ভিন রাজ্যে ড্রাগস পাচার হবে, এ ধরনের খবর আসলে আজ সকাল থেকে রেলস্টেশনে ওৎ পেতে থাকেন নামে কাছাড় মিজোরাম ফ্রন্টিয়ারের শিলচর সেক্টরের অধীনস্থ বিএসএফএর ১ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দারা। সকাল দশটায় হামসফর এক্সপ্রেস আগরতলা থেকে বদরপুর স্টেশনে প্রবেশ করলে রেল পুলিশের সহায়তা নিয়ে তল্লাশি অভিযানে নামেন বিএসএফএর জওয়ানরা।

অভিযানে বদরপুরের মালুয়াকান্দি এলাকার মিজানুর রহমান (২৫) এবং হাইলাকান্দি জেলার ঘাড়মুড়া এলাকার দীপক দাসের (২৮) ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় ৯ (নয়)টি সাবান কেসে ভরতি ১১৫ গ্রাম সন্দেহযুক্ত হেরোইন। রেল পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানান, বাজেয়াপ্তকৃত মাদক সামগ্রীগুলির বাজারমূল্য আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা হবে। মাদক পাচারের অভিযোগে মিজানুর রহমান এবং দীপক দাস নামের দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তাদের মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করে যাচাই করছেন তাঁরা। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।

শীতকালীন বিশেষ ট্রেন কলকাতা এবং নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে চলবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ শীতের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় দূর করার জন্য, রেলওয়ে কলকাতা এবং নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে আরও একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৩১০৫ কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি শীতকালীন বিশেষ ট্রেনটি ২৫.০১.২০২৩ তারিখে ২৩৩০ টায় কলকাতা ছেড়ে পরের দিন ১০,০০ টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে এবং ০৩১০৬ নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা শীতকালীন বিশেষ নিউ জলপাইগুড়ি ১২০০ টায় ছেড়ে যাবে। ২৬.০১.২০২৩ পরের দিন ০০,৫০ টায় কলকাতা পৌঁছানোর জন্য। বিশেষ ট্রেনগুলি নৈহাটি, ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড, মালদা টাউন, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুবাড়ি রোড স্টেশনে উভয় দিকেই থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচ থাকবে। সাধারণ ভাড়ার পাশাপাশি বিশেষ চার্জ আদায় করা হবে। কোন রেয়াত বুকিং অনুমোদিত. তৎকাল কোটা পাওয়া যাবে না। ০৩১০৫ কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি শীতকালীন বিশেষ ট্রেনের টিকিটের বুকিং PRS কাউন্টার এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ২২.০১.২০২৩ থেকে পাওয়া যাবে।

মেট্রো পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে ৯০টি পরিষেবা চালাবে

২১জানুয়ারি ঃ নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে ২৩.০১.২০২৩ (সোমবার) ছুটি। মেট্রো ০৬,৫৫ ঘন্টা থেকে ৯০টি পরিষেবা (৪৫টি পূর্বগামী এবং ৪৫টি পশ্চিমবাউন্ড) চালাবে। পূর্বপশ্চিম করিডোরে (গ্রীন লাইন) ২২,০০ ঘন্টা পর্যন্ত। প্রথম পরিষেবা শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর পাঁচ পর্যন্ত ০৬.৫৫ টায় (কোন পরিবর্তন নেই)সল্টলেক সেক্টর পাঁচ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ০৭.০০ টায়। (পরিবর্তন নেই) শেষ পরিষেবা শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর পাঁচ পর্যন্ত ২১.৩৫ ঘণ্টায় (কোনও পরিবর্তন নেই)সল্টলেক সেক্টর পাঁচ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ২১.৪০ টায়। (পরিবর্তন নেই) পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

কাঠুয়া দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন গর্ভনর মনোজ সিনহা

জম্মু, ২১ জানুয়ারি ঃ কাঠুয়া সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। শনিবার তিনি টুইটে লিখেছেন, কাঠুয়ায় একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় শোকাহত। শোকের এই মুহূর্তে, আমার চিন্তা শোকাহত পরিবারের সাথে রয়েছে। আহতদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছি। আহতদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম চিকিৎসা দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের বিল্লাওয়ারের ধনু পারোল গ্রামে একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত এবং ১৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, কৌগ থেকে দান্নু পারোলগামী গাড়িটি সিলায় গড়িয়ে গভীর খাদে পড়ে যাওয়ার পরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় প্রাথমিকভাবে চারজন নিহত হয় এবং পঞ্চম জন পরে আহত অবস্থায় হাসপাতালে মারা যান। আহত ১৫ জনকে বিল্লাওয়ারের সাব জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতদের নাম বান্টু, হংস রাজ, অজিত সিং, আমরু এবং কাকু রাম। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিল্লার থানার পুলিশ।

জিরানিয়ায় দুই দলের সংঘর্ষের ঘটনায় ত্রিপুরায় বিশেষ পর্যবেক্ষক

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ঃ জিরানিয়ায় হিংসার ঘটনায় তিনজন পুলিশ আধিকারিকের উপর নির্বাচনের কমিশনের কোপ পড়ল। হিংসা মোকাবিলায় সময়মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ায় জিরানিয়ার এসডিপিওকে বরখাস্ত এবং অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। একই দায়ে রাণীরবাজার এবং জিরানিয়া থানার ওসিকে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশ জারি করেছে কমিশন। পাশাপাশি কমিশন ত্রিপুরার পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন নিশ্চিত করার জন্য তিনজন বিশেষ পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেছে। এদিকে, কংগ্রেস পর্যবেক্ষক ড. অজয় কুমারের হামলার খবর সত্য নয় বলে ত্রিপুরা সরকারের রিপোর্টে কমিশন জানতে পেরেছে। প্রসঙ্গত, নির্বাচন ঘোষণার পর মজলিশপুরে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষে একাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। ওই ঘটনায় কংগ্রেস বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। নির্বাচন কমিশন ওই ঘটনায় ত্রিপুরা সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল। মুখ্য সচিব এবং ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশকের কাছে ওই ঘটনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল।

Name Change

I, Kakali Dey alias Hiranmoyee Dey alias Kakali Shil(Old Name) W/o Dr. Samir Shil residing at Bosepara, Bandh Road, PO & PS- Nabadwip, Dist-Nadia WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SMT. HIRANMOYEE SHIL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Nabadwip on 25/04/2007. Kakali Dey, Hiranmoyee Dey, KakaliShil and SMT. HIRANMOYEE SHIL both are same and one identical person.

যোশীমঠের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে কলকাতা সুন্দরবনেও, দাবি মহম্মদ সেলিমের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ যোশীমঠের মতো ঘটনা কলকাতা এবং সুন্দরবনে হলেও আশ্চর্য হব না। যেভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নদী পর্যন্ত চুরি হয়ে যাচ্ছে, যে হারে জলাশয় বোজানো হচ্ছে, তাতে ব। বিপর্যয় ঘটতেই পারে। এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। যোশীমঠের মতো বিপর্যয় আগামী দিনে দেশের যে কোনও প্রান্তে ঘটতে পারে বলে শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে সেলিম বলেন। নদী বাঁচানো, জলাভূমি সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করছে, এমন কয়েকটি সংস্থা এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেছিল। সেখানে অনেক পরিবেশ কর্মীও হাজির ছিলেন। সেলিম বলেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পিছনে নদীগুলির একটা বড় ভূমিকা আছে। এখন গঙ্গার ঘাটে ঘাটে আরতির বাড়বাড়ন্ত দেখছি। বেনারসে নরেন্দ্র মোদী গঙ্গারতির ব্যবস্থা করেছেন। তার দেখা দেখি এখানে মুখ্যমন্ত্রীও গঙ্গার ঘাটে আরতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। রাজ্যে অবাধে পুকুর, জলাশয় বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। সিপিএম নেতা এবং প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিম বলেন, আমি গঙ্গার কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম। নমামি গঙ্গার নামে টাকা লুটপাট করা হয়েছে। সেই কমিটির রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করতে দেওয়া হয়নি। গুজরাতে মোদী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নদীর গতিপথ সংকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গেও নদীগুলিকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সংযোজন, হিমালয় এখনও পুরোটা তৈরি হয়নি। যোশীমঠে এক হাজার বছরের পুরনো। আজকে লোভী, মুনাফাবাজ, লুটেরাদের জন্য সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছে।

বোমাবাজি কাণ্ডে গ্রেফতার তৃণমূল নেতার মুক্তির দাবিতে ইসলামপুরে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে বোমাবাজি ও গুলি চালনার ঘটনায় ধৃত তৃণমূল নেতার মুক্তির দাবিতে পথ অবরোধে। শনিবার সকালে ইসলামপুর থানার অধীন রাজু বস্তি মোরে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয়রা। এই অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্যাও। যিনি ধৃত যুবকের স্ত্রী। তাদের দাবি মতো অভিযুক্তকে রেহাই দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষুব্ধরা। গত বৃহস্পতিবার চিটকুন মোড় এলাকায় বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আটক করে স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে। এরপর থেকেই ধৃতকে মুক্তির দাবিতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করেন স্থানীয়রা। ধৃতের মুক্তির প্রতিবাদে শনিবার সকালে রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে পঞ্চায়েত সদস্য সহ এলাকার বাসিন্দারা। তাদের দাবি, যতক্ষণ পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী তথা প্রতিনিধিকে পুলিশ না ছাড়বে ততক্ষণ তারা এই অবরোধ চালিয়ে যাবেন। প্রায় দেড় ঘন্টা এই অবরোধ চলে। এরপর পাটাগোড়া ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীদের পঞ্চায়েত সদস্যদের স্বামীকে ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলে গ্রামবাসীরা অবরোধ তুলে নেন। এদিকে বৃহস্পতিবারের চিটকুন মোড়ে ঘটনা ঘটনার পর থেকেই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শুক্রবার ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিশপ সরকার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা চিটকুন মোড় এলাকা পরিদর্শন করেন।

Office Of The Pradhan
BELA GRAM PANCHAYAT
At + P.O. :- Shyamnagar P.S.- Balarampur, Dist:-Purulia,Pin-723143
NOTICE INVITING e-TENDER
No:- 01 /2022-23 /B.G.P.
The separate tenders are invited by the undersigned for total 15 (Fifteen) Nos. different works. Source of Fund: 15 th FC. Work Completion period: 30 days. Document download/ sell starting from 21/01/2023 at 10:00 am up to 31/01/2023 at 04:00 pm. Bid submission starting from 21/01/2023 at 11:00 am up to 31/01/2023 at 04:00 pm. Bid Opening date (online) on 03/02/2023 at 11:00 am. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
BELA GRAM PANCHAYAT

কার্টুন মামলা থেকে অব্যহতি পেয়েই বর্ধমানে শাসকদল ও পুলিশকে একহাত অম্বিকেশ মহাপাত্রের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ জানুয়ারি ঃ অবশেষে কার্টুন মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছেন ১১ বছর পর। শনিবার বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটির একাদশ রাজ্য সম্মেলনে যোগ দিয়ে রাজ্য সরকার ও পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন যাদবপুরের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র। এদিন বর্ধমানের নিলপুর মোড়ে আয়োজিত ওই সম্মেলনে রাজ্যের শাসকদল ও পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, পঞ্চায়েতে ভোটে চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে হবে। শাসকদল সেটা বুঝে গিয়েছে। তাই পঞ্চায়েতে ভোট সুস্থভাবে না করার জন্য শাসকদল দুস্কৃতিদের কাজে লাগাতে চাইবে। রাজ্য সরকারের পুলিশ দুস্কৃতিদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে গণতন্ত্রের মুখ বন্ধ করার পদক্ষেপ কায়েম রেখেছে। তার ফলে শিলাদিত্য চৌধুরী, সানিয়া ভরদ্বাজ, সুদীপ্ত গুপ্তের মতো ঘটনা ঘটছে। রাজ্যে খুন হয়। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে সাধারণ মানুষের পক্ষে লড়াই জারি রাখতে হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, আমি কার্টুন আঁকিনি। শেয়ার করেছিলাম। আগামী দিনেও শেয়ার করবো। এই নিয়ে কোন দ্বিধা দ্বন্দ থাকবে না। কার্টুন সাংস্কৃতিক জগতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অনেক জটিল বিষয় অতিসহজেই মানুষের কাছে তুলে ধরা যায়। এটা মানুষকে বোঝানোর একটি সহজ মাধ্যম। রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে দুস্কৃতিদের সঙ্গে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করেছিল। বেআইনি পদক্ষেপ করে মামলাকে দীর্ঘায়িত করেছিল যাতে কোনভাবেই মামলার সুরাহা বা নিস্পত্তি না হয়। উচ্চ আদালতে জজকোর্টে আবেদন করার ভিত্তিতে মামলার নিস্পত্তি হতে চলেছে। এদিনের সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার নেতা হান্নান মোল্লা, প্রাক্তন সাংসদ সৈদুল হক প্রমুখ।

প্রতিবন্ধী যুবককে পরিবারে ফিরিয়ে চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি ও আমতা থানা প্রশাসনের অনন্য নজির স্থাপন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জানুয়ারি ঃ হাওড়া গ্রামীণ জেলার চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি ও আমতা থানা প্রশাসন এক স্বল্প মানসিক প্রতিবন্ধী যুবককে উদ্ধার করে তার পরিবারের সদস্যর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন। ঘটনা প্রসঙ্গে চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি ও আমতা থানা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উদ্ধার হওয়া যুবক চেন্নাই - এ কাজ করত। চেন্নাই থেকে বাড়ি ফেরার সময় খড়্গপুর রেল স্টেশনে নেমে পড়ে। সেখান থেকে কোনোভাবে গ্রামীণ হাওড়া জেলার হাওড়া - আমতা রেলওয়ের আমতার হরিশদাদপুর রেল স্টেশনে আসে। স্থানীয়রা ওই স্টেশনে অপরিচিত এক যুবককে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাদের সন্দেহ হয়। স্থানীয়রা ওই যুবককে রেল স্টেশনে বসিয়ে রেখে চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি তে খবর দেয়। স্থানীয়দের কাছ থেকে এই খবর পেয়ে তৎক্ষণাত চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি - র প্রশাসন হরিশদাদপুর রেল স্টেশনে গিয়ে যুবকে উদ্ধার করে চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি -তে নিয়ে আসে। এরপর চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি - র অফিসার ইনচার্জ ভাস্কর মালিক আমতা থানার অফিসার ইনচার্জ অজয় সিং এর যোগাযোগ করে ঘটনাটি জানায়। আমতা থানার অফিসার ইনচার্জ অজয় সিং চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি -তে গিয়ে উদ্ধার হওয়া যুবকের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন যুবকটি স্বল্প মানসিক প্রতিবন্ধী। যুবক তার নাম জানায় অমর কুমার যাদব। বাড়ি বিহারের ভাগলপুরের হুকমা গ্রামে। সে তার দাদার ফোন নং জানায়। সে চেন্নাই থেকে তার বাড়িতে ফেরার সময় কেন খড়্গপুর রেল স্টেশনে নামে এবং কিভাবে আমতার হরিশদাদপুর রেল স্টেশনে আসে তা প্রশাসন কে বলতে পারে নি। প্রশাসন তার কাছ থেকে একটি ভোটার আইডেন্টি কার্ড পায়। তা থেকে জানা যায়, যুবকের নাম অমর কুমার যাদব, পিতা মোহন যাদব, গ্রাম- হুকুমা, অঞ্চল- সানহুলা, জেলা- ভাগলপুর , বিহার। এরপরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ধার হওয়া যুবকের কাছ থেকে পাওয়া ফোন নম্বরে ফোন করে। ফোন পেয়ে যুবকের দাদা আমতায় এসে তার ভাইকে সনাক্ত করে। এরপরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার দাদার হাতে অমর কুমার যাদব কে তুলে দেওয়া হয়। চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি ও আমতা থানা প্রশাসনের এই কাজে অত্যন্ত খুশি হন অমর কুমার যাদব এর দাদা। তিনি বলেন, হাওড়া জেলা প্রশাসনের চন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি ও আমতা থানা প্রশাসন যে কাজ করলেন তা সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক ।

আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ সহ কালিয়াচকে গ্রেফতার দুষ্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জানুয়ারি ঃ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল মালদার কালিয়াচক থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধুয়া গ্রাম সংলগ্ন বাঁধে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে সাদিকুল শেখ (৪১) নামে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বাড়ি কালিয়াচক ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধুয়া গ্রাম এলাকায়। তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ, বেশ কিছু ধারাল অস্ত্র মিলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে এলাকায় জড়ো হয়েছিল কয়েকজন দুস্কৃতী। তবে পুলিশের অভিযান টের পেয়ে অনেকেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধরা পড়ে যায় সাদিকুল শেখ। জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানান, শনিবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ বিজেপি-র

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপি নেতারা। পাশাপাশি, শনিবার দুর্গাপুরে বৈঠকে শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি, রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে খবর। একইসঙ্গে শীঘ্রই দুর্নীতির প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলনেও নামবে পদ্ম শিবির। পঞ্চায়েতে ৭০ শতাংশের বেশি আসন পাবে বিজেপি, দাবি করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের পাশে দল সব রকম থাকবে বলে বৈঠকেও সিদ্ধান্তও হয়েছে। এদিকে হাতে আর মাত্র কিছুদিন। তারপরেই বেজে যাবে পঞ্চায়েত ভোটের দামামা। রাজ্য পুলিশ দিয়ে ভোট করানোয় নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা কতটা থাকবে তা নিয়ে আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। এবার আদালতের তত্ত্বাবধানেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবি জানাবে বিজেপি। এদিনের বৈঠকে এই বিষয়েও আলোচনা চলে বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে শনিবার ভাঙড়ে আইএসএফের কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলকে। আক্রান্ত হয়েছেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। এদিন তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন শুভেন্দু অধিকারী।

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
Name of the Scheme:- (i) Running water facility for community toilet at Khalatpur Lebutola near bus stand. (ii) Running water facility for community toilet at Sonatola community hall. (iii) Running water facility for community toilet at Kumarchak Chacha more. (iv)Running water facility for community toilet at Joynagar bazaar bus stand. (v) Running water facility for community toilet at Kanupat bus stand under kanupat monsuka gp. E-Tender No.- WB/HOWRAH/UDAYNARAYANPUR/NIET-24/2022-23. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, তৃতীয় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্রম নং.১. টেন্ডার নং.: ইএলইডি-এটি-৮৭৮-২০২২-২৩, কাজের বিবরণ : [illegible] । টেন্ডার মূল্য: ₹ ৬,১২,৪২০.০০। বায়না অর্থ: ₹ ১২,৩০০। ক্রম নং.২. টেন্ডার নং.: ইএলইডি-এটি-৮৭৬-২০২২-২৩, কাজের বিবরণ : [illegible] । টেন্ডার মূল্য : ₹ ১,৬২,৫১,২৯১.৭৬। বায়না অর্থ: ₹ ২,৩১,৩০০। টেন্ডার নথির মূল্য: ক্রম নং.১ ও ২ এর জন্য শূন্য। কাজ শেষ করার মেয়াদ: ক্রম নং.১ এর জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) মাস এবং ক্রম নং.২ এর জন্য ২৪ (চব্বিশ) মাস। টেন্ডার জমার শুরুর তারিখ: ২৪.০১.২০২৩। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ০৭.০২.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টা। টেন্ডার খোলার তারিখ: ০৭.০২.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টার পর। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে জারি করা সংশোধনীর বিশদ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
SDAH-265/2022-23
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, হাওড়া-৭১১১০১ (প. ব.) কর্তৃক যেসব টেন্ডারদাতাদের একই ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে [illegible] ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে :- ই-টেন্ডার নং. ১৯৯_২০২২-২৩ সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ কাজের বিবরণ : হাওড়া ডিভিশনের [illegible] কোয়ার্টারে সীমানা প্রাচীর ইত্যাদির ব্যবস্থা। আনুমানিক মূল্য: ₹ ৬,৭৪,২৫,৬৫০.২৬। বায়না অর্থ : ₹ ৪,৮৭,১০০.০০। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। কাজ শেষ করার সময়সীমা : স্বীকৃতিপত্র জারি করার পর থেকে ৬ (ছয়) মাস। [illegible] টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ০৬.০২.২০২৩ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। [illegible]
HWH-375/2022-23
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
Name of the Scheme:- (i) Community toilet near Pancharul Hospital Gate. (ii) Community toilet at Unpur Thana Marketing Society. (iii) Drinking water system at Chaltakhali RGBC High school. (iv) Drinking water system at Unpur Police station. (v) Running water facility for community toilet at Penro Bazar under Harishpur gp. (vi) Sinking of submersible tubewell for drinking water at Penro community toilet. E-Tender No.- WB/HOWRAH/UDAYNARAYANPUR/NIET-25/2022-23. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

বিভিন্ন জেলায় জয় জোহার মেলার আয়োজন রাজ্য সরকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি, আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাতেও জোর দিয়ে সরকারি পরিষেবা বণ্টনের কাজ হয়েছে। এ বার কেবল আদিবাসীদের জন্যই রাজ্য জুড়ে একটি বিশেষ মেলার আয়োজন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি, জয় জোহার মেলার মতো প্রশাসনিক উদ্যোগের দ্বারা আদিবাসীদের মন পেতে চাইছে রাজ্য সরকার। পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে আদিবাসী ভোটব্যাঙ্ক ফেরাতে মরিয়া রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। নবান্ন সূত্রে খবর, চলতি জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যের আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলিতে 'জয় জোহার মেলা'র আয়োজন করা হবে। জানুয়ারির ২৮-৩০ তারিখ- এই ৩ দিন আদিবাসী অধ্যুষিত জেলার ব্লকে ব্লকে 'জয় জোহার মেলা'র আয়োজন করতে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূলতঃ উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলের জেলাগুলির ব্লককেই চিহ্নিত করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অধীনে থাকা ব্লকগুলিতেই এ ক্ষেত্রে 'জয় জোহার মেলা'র আয়োজনের জন্য বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই সব মেলায় যেমন আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, তেমনই তুলে ধরা হবে সরকারি উদ্যোগে শুরু করা আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের কথা। পাশাপাশি থাকবে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন। সবই হবে সরকারি আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে। সরকারি সূত্রে খবর, ১৫ টি জেলার মোট ১০২ টি ব্লকে এই মেলার আয়োজন করা হবে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বিগত ১১ বছরে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কী কী করেছে, তা তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি, তুলে ধরা হবে সাম্প্রতিক সময়ে আদিবাসীদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার কোন কোন প্রকল্প চালু করেছে। সঙ্গে সেই সব প্রকল্পের সুবিধা পেতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে কী করতে হবে, তা-ও বিস্তারিত ভাবে জানানো হবে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মন্ত্রী ও বিধায়ক-সহ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের এই মেলায় উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।

চা পর্ষদ একটি কোর কমিটি গঠন করেছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জানুয়ারি ঃ ছোট চা বাগান গুলির উন্নয়নে নতুন নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে চা পর্ষদ একটি কোর কমিটি গঠন করেছে। পর্ষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটিতে উত্তরবঙ্গ, অসম এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে নিয়ে মোট আটজন প্রতিনিধিকে রাখা হয়েছে বলে জানিয়ে পর্ষদের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। দশ হেক্টর এর বেশি জমি নয় এমন বাগানগুলি নিয়ে এই নতুন কমিটি নীতি তৈরি করবে। উল্লেখ্য ২০২১ সালে দেশের মোট উৎপাদিত ১৩৪ কোটি কেজি চায়ের মধ্যে ছোট বাগান থেকেই এসেছে ৫৮ কোটি কেজির বেশি চা।

লক্ষী ভান্ডার থেকে আবাস যোজনা নিয়ে দিদির দূতের কাছে অভিযোগ জানালো এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২১ জানুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভাপতি শাওনি সিংহ রায় ও বড়ঞায় বিধানসভার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা শনিবার দিদির দূত হয়ে পৌঁছেছিলেন ভরতপুর এক নাম্বার ব্লকের অন্তর্গত গুণদড়িয়া এলাকায় আর সেখানে গিয়েই দেখা গেল নানান অভিযোগ। কেউ ঘর পাইনি, কারও আবাস যোজনায় নাম ছিল কিন্তু তা বাদ হয়ে গেছে! কেউ লক্ষ্মী ভান্ডার নয়তবা কেউ বিধবা ভাতা! বাসিন্দাদের বাড়িতে ঢুকতেই শুনতে হচ্ছিল গাদা গাদা অভিযোগ। সংবাদ মাধ্যমের সামনে কার্যত অস্বস্তিতে পড়েছিল সভাপতি শাওনি রায়। অবশেষে বাসিন্দাদের বাড়িতে ঢোকাই বন্ধ করে গ্রামে পদযাত্রা করেও দেখা পাওয়া গেল না গ্রামের বাসিন্দাদের একাধিক বাসিন্দার প্রধান দরজা খোলা থাকলেও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের বয়স পাঁচ থেকে দশ বছর। অনেকক্ষেত্রেই বাসিন্দারা দিদির দূতকে অভিযোগ জানাবো বলে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকলেও দিদির দূত পৌঁছাচ্ছে না সেই সব দরজায়। শেষমেষ দিদির দূত হয়ে গ্রামে জেলা সভাপতি গিয়েও মিলল না তেমন সাড়া। শনিবার এমনই ছবি দেখা গেল মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর এক নাম্বার ব্লকের গুনদুরিয়া অঞ্চলে। গ্রামবাসী আমেনা বিবি জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এখনও চালু হয়নি। আমি দিন আনি, দিন খাই। অনেকবার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আবেদনপত্র জমা দিয়েছি। কিন্তু হয়নি। গ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মীর দাবি চালা ঘরে বাস করেও ঘর পাই না অথচ যাদের পাকা বাড়ি তারা পায়। এছাড়াও বহু মানুষ সাংসদের কাছেই পৌঁছাতে পারেননি। এই বিষয়ে তৃণমূল নেত্রী শাওনি সিংহ রায় বলেন মানুষের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ শোনা এবং সমাধান করানো আমাদের কাজ। ভালো সাড়া পেয়েছে। পেয়েছি অনেক অভিযোগ সেগুলো আগামী দিনে সমাধান করা হবে।

Office of the Andharmanik Gram Panchayat
Bishnupur-I Panchayat Samity
Kalmikhali ::Andharmanik :: South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for (i) **NIT No. ANDGP/25/2023, Date: 19/01/2023**, Nature of work: sinking of Submersible Tube Well at 5(five)nos. different location., **(ii) NIT No. ANDGP/26/2023**, Date: 19/01/2023, Nature of Work:- Construction of CC Road on 3(Three) Nos. different location, **(iii) NIT No. ANDGP/27/2023 of 2022-23** Date: 19/01/2023, Nature of work : Construction of Culvert at 2(Two)nos. different location. **Source of Fund: 15 th CFCG 2022-23**, Work completion period: 45 Days. Date of downloading of Tender form on 20/01/2023 from 17.00 hrs up to 03/02/2023 till 17.00 hrs. Last date of submission of Tender documents on 03/02/2023 up to 18.00 hrs. Date of Opening of Tender on 06/02/2023 at 11.00 hrs. For details please visit office of the website http://wbtenders.gov.in.
Sd/- Prodhan
Andharmanik Gram Panchayat

সোমবার ২১টি দ্বীপের নামকরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ আগামী সোমবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ২১টি বৃহত্তম নামহীন দ্বীপের নামকরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতার স্বর্ণযুগে পরমবীর চক্রে সম্মানিত সাহসী সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এই দ্বীপগুলির নামকরণ করা হয়েছে পরমবীর চক্র বিজয়ীদের নামে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় শনিবার জানিয়েছে, পরাক্রম দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৩ জানুয়ারি ১১ টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পরম বীর চক্র পুরস্কারপ্রাপ্তদের নামে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ২১টি বৃহত্তম নামহীন দ্বীপের নাম পরিবর্তনের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বীপে নির্মিত নেতাজিকে উৎসর্গ করা জাতীয় স্মৃতিসৌধের মডেলও উন্মোচন করবেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী দ্বীপ সফরের সময় রস দ্বীপপুঞ্জের নাম পরিবর্তন করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বীপ রাখেন। নীল দ্বীপ এবং হ্যাভলক দ্বীপের নাম পরিবর্তন করে শহিদ দ্বীপ এবং স্বরাজ দ্বীপ করা হয়। দেশের বাস্তব জীবনের নায়কদের যথাযথ সম্মান জানানোকে প্রধানমন্ত্রী বরাবরই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই চেতনায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য, এখন দ্বীপ গোষ্ঠীর ২১ টি বৃহত্তম অজানা দ্বীপের নাম ২১ জন পরম বীর চক্র বিজয়ীদের নামে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দিনহাটায় স্বাস্থ্যমেলার সূচনা করলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ২১ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারের দিনহাটা সংহতি ময়দানে আয়োজিত স্বাস্থ্যমেলার সূচনা করলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা । শনিবার প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার সূচনা করেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শিলিগু।রি মেয়র গৌতম দেব, জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, আয়োজক কমিটির সভাপতি ডাঃ বিদ্যুৎ কমল সাহা সহ অন্যান্যরা। এদিন স্বাস্থ্যমেলায় আয়োজকদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। পাশাপাশি আয়োজক হিসেবে উদয়ন গুহকেও ধন্যবাদ জানান তিনি। সেইসঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড যে কতটা কার্যকরী তাও এদিনের বক্তব্যে তুলে ধরেন তিনি। আয়োজক কমিটির সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'গত দু'বছর করোনার কারণে স্বাস্থ্যমেলার আয়োজন বন্ধ ছিল। তবে এবছর ফের শুরু হতেই প্রথমদিনেই বেশ ভালো সাড়া মিলেছে।

Office of the Pradhan GHONGA GRAM PANCHAYAT
Chargali, Sihali, Purulia
Notice Inviting Tender For works
Contract NIT/06, 07, 08, 09, 10, 11 & 12 (2022-23)
Sealed Tender for NIT/06, 07, 08, 09, 10, 11 & 12 (2022-23) Dated 21/01/2023 in prescribed Tender Form of Ghonga Gram Panchayat is hereby invited from the bonafide and eligible Contractors of different types of works in Gram Panchayat area, please contact if required with the Ghonga Gram Panchayat Office within office hours as well as office day upto 30/01/2023 upto 1P.M."
Sd/- Pradhan
Ghonga Gram Panchayat

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING E-TENDER No. SGP/33 to 36/eNIT/22-23
For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayt, Prodhan invites tenders through e-tendering for total 4(Four) Nos. different works. Source of Fund: 15 th FC. Period of completion: 30 Days. Document download/sale starting from 24/01/2023 at 9:00 Hrs. up to 03/02/2023 at 9:00 Hrs. Bid submission date from 22/01/2023 at 9:00 Hrs. up to 03/02/2023 at 9:00 Hrs. Bid Opening Date on 07/02/2023 at 9:00 Hrs. for details please visit website: https://wbtender.gov.in
Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন মিশরের রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি , ২১ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ২৪-২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারতে রাষ্ট্রীয় সফর করবেন। তিনি ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিও থাকবেন। রাষ্ট্রপতি সিসির সঙ্গে পাঁচজন মন্ত্রী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল থাকবেন বলে বিদেশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। ২৪ জানুয়ারি তার নয়াদিল্লি সফরের কথা রয়েছে। মিশরীয় সেনাবাহিনীর একটি সামরিক দলও প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নেবে। রাষ্ট্রপতি সিসিকে ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানান হবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একই সন্ধ্যায় তাঁর সম্মানে একটি রাষ্ট্রীয় ভোজ আয়োজন করবেন। প্রেসিডেন্ট সিসি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থের দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে.প্রতিনিধি পর্যায়ে আলোচনা করবেন। বিদেশ মন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর রাষ্ট্রপতি সিসির সাথে দেখা করবেন। রাষ্ট্রপতি একটি ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথেও মতবিনিময় করবেন।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৩/এসি/টি/১২৪ থেকে ১৩০/২২-২৩ (ওপেন) আসানসোল তারিখ ১৭.০১.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। ক্রম নং., কেস নং., কাজের নাম, টেন্ডার মূল্য, বায়না অর্থ এবং কাজ শেষ করার মেয়াদ যথাক্রমে: ১. ৩-এসি-টি-১২৪-২২-২৩; [illegible] ₹ ১০,৬৫,৬২৪.২৪; ₹ ২১,৩০০.০০; ০৩ (তিন) মাস। ২. ৩-এসি-টি-১২৫-২২-২৩; [illegible] ₹ ৬৩,৬৩,৫৭১.৭৭; ₹ ১,২৭,৭০০.০০; ১২ (বারো) মাস। ৩. ৩-এসি-টি-১২৬-২২-২৩; [illegible] ₹ ৩,৭০,০০০; ₹ ৭,৪০০.০০; ০৩ বছর। ৪. ৩-এসি-টি-১২৭-২২-২৩; [illegible] ₹ ৮২,০০,৬৬০.৪৫; ₹ ১,৬৩,০০০.০০; ০৯ (নয়) মাস। ৫. ৩-এসি-টি-১২৮-২২-২৩; [illegible] ₹ ৮১,৭১,৮২৬.৫৭; ₹ ১,৬৩,৫০০.০০; ১২ (বারো) মাস। ৬. ৩-এসি-টি-১২৯-২২-২৩; [illegible] ₹ ২৬,৫৫,৫৮৪.২৪; ₹ ১,৩৩,১০০.০০; ৩৪ (চৌত্রিশ) মাস। ৭. ৩-এসি-টি-১৩০-২২-২৩; [illegible] ₹ ২৪,৪২,১২০.২০; ₹ ৪৮,৮০০.০০; ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ১৪.০২.২০২৩ বেলা ১২টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ দেখা যাবে।
ASN-178/2022-23
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work, vide following Tender IDs – 2023_ZPHD_450126_1, 2023_ZPHD_450149_1, 2023_ZPHD_450177_1, 2023_ZPHD_450160_1, 2023_ZPHD_450225_1, 2023_ZPHD_450237_1, 2023_ZPHD_450245_1, 2023_ZPHD_450261_1, 2023_ZPHD_450274_1, 2023_ZPHD_450283_1, 2023_ZPHD_450292_1, 2023_ZPHD_450297_1, 2023_ZPHD_450484_1, 2023_ZPHD_450478_1, 2023_ZPHD_450473_1, 2023_ZPHD_450469_1, 2023_ZPHD_450464_1, 2023_ZPHD_450464_1, 2023_ZPHD_450305_1, 2023_ZPHD_450300_1, 2023_ZPHD_450284_1, 2023_ZPHD_450273_1, 2023_ZPHD_450259_1, 2023_ZPHD_450234_1, 2023_ZPHD_450222_1, 2023_ZPHD_450203_1, 2023_ZPHD_450190_1, 2023_ZPHD_450165_1, 2023_ZPHD_450294_1, 2023_ZPHD_450318_1, 2023_ZPHD_450392_1. The last date of online submission of the tenders is 27.01.2023. Intending bidders are requested to visit the website http://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.
Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

রাঁচিতে মন্দিরের দানবাক্স ভেঙে চুরির ঘটনায় ধৃত ২

রাঁচি, ২১ জানুয়ারি ঃ পঞ্চমুখী মঃিদরের দানবাক্স ভেঙে ৪০,০০০ টাকা চুরির অভিযোগে মোহম্মদ শাহওয়াজ এবং আফতাব আলম নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে রাঁচির জগরনাথপুর থানা পুলিশ। তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া দানবাক্স, তালা ভাঙার জন্য ব্যবহৃত একটি বড় লোহার আউল, লোহা কাটার জন্য একটি ব্লেড এবং নগদ ২,৭০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার এসএসপি কিশোর কৌশল জানিয়েছেন, ১৯ জানুয়ারি জগরনাথপুর থানা এলাকার সেক্টর ১-এ অবস্থিত পঞ্চমুখী মন্দিরের দানবাক্স ভেঙে ৪০,০০০ টাকা চুরির একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। হাতিয়ার ডিএসপি রাজা কুমার মিত্রের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে দুই আসামিকে আটক করে দলটি। মামলার পলাতক আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

উত্তর মধ্য রেলওয়ে
ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ নংঃ ২৩ / ০৬, তারিখঃ ২০.০১.২০২৩
ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ
ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে, প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ, (একটি আই এস ও ৯০০১ঃ২০১৫ স্বীকৃত ইউনিট) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের আহ্বান জানাচ্ছে

ক্রম নং	টেণ্ডার নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমান	টেণ্ডার খোলার তারিখ
১	৩০২২২৭৬২এ	স্নুব্বের স্প্রিং	২২৫৮ টি	১৫.০২.২০২৩
২	২০২৩৩৭১৬	পুস বোতাম এমারজেন্সি স্টপের জন্য	২০ টি	০৯.০২.২০২৩

নোটঃ উপরের ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখুন আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে https://www.ireps.gov.in দেখুন।
113/23 (P)
North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

রায়পুরে বোলারদের দাপট

এক ম্যাচ হাতে রেখেই ওডিআই সিরিজ ভারতের

রায়পুর, ২১ জানুয়ারিঃ রায়পুরে প্রথম এক দিনের ম্যাচ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল মাঠভর্তি দর্শক। কিন্তু একটা আফসোস তাদের থাকতেই পারে। এক দিনের ক্রিকেট প্রথম বার হচ্ছে রায়পুরে। সেই ম্যাচ দেখতে

উৎসাহ ছিল। ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড ম্যাচটি যদিও একপেশে ভাবেই শেষ হল। প্রথমে বল হাতে মহম্মদ শামিরা কিউই ব্যাটারদের উপর রোলার চালিয়ে দেন। মাত্র ১০৮ রানে শেষ হয়ে যায় নিউ জিল্যান্ডের ইনিংস। ২০.১ ওভারে জয়ের রান তুলে নেন রোহিত শর্মারা। এক দিনের সিরিজ জিতে নিল ভারত। রায়পুরে প্রথম এক দিনের ম্যাচ নিয়ে উৎসাহ এতটাই ছিল যে টিকিট ব্ল্যাক করছিলেন অনেকে। এমন ন'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রায়পুরের শহিদ বীর নারায়ণ সিংহ স্টেডিয়াম দেশের ৫০তম স্টেডিয়াম, যেখানে আয়োজিত হল এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ। মাঠভর্তি দর্শক দেখল টস করতে এসে রোহিত ভুলেই গেলেন তিনি কী নেবেন? ভারত অধিনায়ক বলেন, ''দলের মধ্যে টস নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছিল। তাই কী ঠিক করেছিলাম সেটা মনে করতে পারছিলাম না। আগের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করেছি। তাই এই ম্যাচে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিলাম।'' রায়পুরের সবুজ পিচে শুরু থেকেই সুইংয়ের দাপট দেখান পেসাররা। নতুন সাদা বলের সুইং যদিও খুব বেশি ওভার থাকে না। ভারতীয় বোলাররা সেই সময়টাই দেননি নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটারদের। ১৫ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারান ফিন অ্যালেনরা। নিউ জিল্যান্ডের প্রথম পাঁচ ব্যাটারের কেউ ১০ রানের গণ্ডি পার করতে পারেননি। হার্দিক নিজের বলে নিজেই একটি দুরন্ত ক্যাচ নেন, তাতেই সাজঘরে ডেভন কনওয়ে। ১৫ রানে ৫ উইকেট চলে যাওয়ার পর কিছুটা ধরে খেলার চেষ্টা করেন গত ম্যাচে শতরান করা মাইকেল ব্রেসওয়েল এবং গ্লেন ফিলিপ্স। কিন্তু মাত্র ২২ রান করেই এই ম্যাচে থামতে হয় ব্রেসওয়েলকে। শামির বলে উইকেটরক্ষক ঈশান কিশনের হাতে ক্যাচ দেন তিনি। ফিলিপ্স করেন ৩৬ রান। মিচেল স্যান্টনার করেন ২৭ রান। তাঁকে ফেরান হার্দিক। ভারতীয় অলরাউন্ডার এখন নিয়মিত বল করছেন। ইনিংসের মাঝে হার্দিক বলেন, ''এক দিনের ক্রিকেটে নিয়মিত বল করছি। যত বেশি ম্যাচ খেলছি, শরীর তত ফিট হচ্ছে। ঠিক সময়ে এটা হচ্ছে। আমরা এই ম্যাচে বল করার সময় একাধিক কিছু চেষ্টা করিনি। জায়গায় বল করছিলাম। এটা এমন একটা দিন যখন ফিল্ডাররা সব কিছু ধরছিল। বল ফিল্ডারদের হাতে যাচ্ছিল। এটা মাত্র ১০৮ রান করার উইকেট নয়। কিন্তু সব বল ফিল্ডারদের হাতে জমা পড়ছিল।'' ব্যাট হাতে ৫০ ওভারে মাত্র ১০৯ রানের লক্ষ্য ছিল। যে রান ২০.১ ওভারেই তুলে নেয় ভারত। রোহিত ৫১ রান করেন। গত ম্যাচে দ্বিশতরান করা শুভমন গিল ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন। তিনি ম্যাচ জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন। সহজ ম্যাচেও বিরাট কোহলি ১১ রান করে আউট। ঈশান কিশন ৮ রান করে অপরাজিত। মিচেল স্যান্টনারের বলে স্টাম্পড হন বিরাট। পর পর দু'ম্যাচে অল্প রানে সাজঘরে ফিরলেন তিনি। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচে দু'টি শতরান করা বিরাট এক দিনের ক্রিকেটে ক্রমতালিকায় এক নম্বরে থাকা কিউইদের বিরুদ্ধে এখনও নিষ্প্রভ। ম্যাচে যদিও বিরাটের রান পাওয়া কোনও প্রভাব ফেলেনি। শামিরাই ম্যাচ জিতিয়ে দেন। ম্যাচের সেরাও বাংলার পেসার।

ক্লার্কের সঙ্গে চুক্তি ভাঙতে চাইছে বিসিসিআই!

মুম্বই, ২১ জানুয়ারিঃ বড় বিপদে পড়তে চলেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। বান্ধবীর সঙ্গে ঝামেলার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে ধারাভাষ্যের চুক্তি ভাঙতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই খবর জানানো না হলেও, অস্ট্রেলিয়ার একাধিক সংবাদমাধ্যমে এই মর্মে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর বান্ধবীর ব্যাপক ঝামেলার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায়। ছুটি কাটাতে গিয়ে বান্ধবী জেড ইয়ারব্রোর সঙ্গে প্রকাশ্যেই তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন ক্লার্ক। বান্ধবীর অভিযোগ ছিল, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। এক পথচারী গোটা ঘটনার ভিডিয়ো তুলে সমাজমাধ্যমে দিয়ে দেন। তার পর থেকেই বিপদ ঘনিয়ে এসেছে ক্লার্কের জীবনে। অস্ট্রেলিয়ার এক সংবাদমাধ্যমের খবর, সে দেশের নামী এক সংস্থা ক্লার্কের সঙ্গে চুক্তি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরও কিছু সংস্থাও এমন ভাবনাচিন্তা করছে। আগামী দিনে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। ফেব্রুয়ারিতে ভারতের মাটিতে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে আসবে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুই ফাইনালিস্ট এই সিরিজেই ঠিক হয়ে যাবে। সেই সিরিজে ধারাভাষ্য দেওয়ার কথা ছিল ক্লার্কের। কিন্তু বিতর্কের মাঝে বিসিসিআই চাইছে না ক্লার্ক ধারাভাষ্য দিন। তাই চুক্তি ভেঙে দেওয়ার কথা ভাবছে তারা। বিসিসিআই চুক্তি ভাঙলে ক্লার্ক দেড় লক্ষ ডলার বা ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা হারাতে পারেন। অবসরের পর থেকে নিয়মিত ধারাভাষ্য দিতে দেখা যায় তাঁকে। টিভিতে পরিচিত মুখ।

নোভাকের ম্যাচে ফেডেরার ধ্বনি! মারের বিদায়, দর্শক সংখ্যায় নজির

মেলবোর্ন, ২১ জানুয়ারিঃ রজার ফেডেরার পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানিয়েছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে গত বছরের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা ছিল এটাই।

ফেডেরার অবসর নিলেও সমর্থকরা 'অবসর' নেননি। গ্যালারিতে এখনও ফেডেরার ধ্বনি। এমনটাই ঘটল নোভাক জকোভিচের ম্যাচে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে নেমেছিলেন নোভাক। ফেডেরার ধ্বনিতে কোনও অস্বস্তি নয়, বরং কিংবদন্তি ফেডেরারকে অনবদ্য উপহার দিলেন যেন। রড লেভার এরিনায় গ্যালারি থেকে এক সমর্থক আওয়াজ দেন 'কাম অন রজার'। গ্রিগর দিমিত্রভের বিরুদ্ধে রাউন্ড দ্য নেট ফোরহ্যান্ডে উইনার মারেন নোভাক জকোভিচ। সমর্থকরাও কুর্নিশ জানান নোভাক জকোভিচকে। হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যায় ভুগছেন নোভাক জকোভিচ। ম্যাচেও সমস্যায় পড়লেন। দিমিত্রভের বিরুদ্ধে প্রথম গেম জেতেন টাইব্রেকারে। সেখানেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। শেষ অবধি নোভাকের পক্ষে ফল ৭-৬ (৯-৬)। দ্বিতীয় গেমটি সহজেই ৬-৩ এ জেতেন নোভাক। তৃতীয় গেমে ৫-৪ এগিয়ে সার্ভ ধরে রাখার প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় গেম জিতে স্ট্রেট সেটে নোভাক জিতলেন ৭-৬ (৯-৭), ৬-৩, ৬-৪ ব্যবধানে। এমন চোট নিয়ে গ্র্যান্ড স্লামের মঞ্চে খেলা সহজ নয়। নোভাক বলছেন, ''সত্যি বলতে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। প্রতিটা দিন ধরে এগোচ্ছি। গত ম্যাচে তুলনামূলক ফিট ছিলাম। ফিজিও চেষ্টা করছে দ্রুত সারিয়ে তোলার। আশা করছি, এই চোট নিয়ে খুব বেশি ভুগতে হবে না।'' এই নিয়ে ১৫ বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে উঠলেন নোভাক জকোভিচ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আরও একটা ধাক্কা। তৃতীয় রাউন্ডেই বিদায় হয়ে গেল অ্যান্ডি মারের। স্পেনের রবার্তো বাউতিস্তার বিরুদ্ধে প্রথম গেম হেরে পিছিয়ে পড়েন ব্রিটিশ টেনিস তারকা অ্যান্ডি মারে। যদিও দ্বিতীয় গেমে দারুণ প্রত্যাবর্তন। দ্বিতীয় গেমটি টাইব্রেকারে ৭-৬ (৯-৭) জিতে ঘুরে দাঁড়ান। প্রত্যাবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরের দুটি গেম ৬-৩, ৬-৪ জিতে মারের বিদায় নিশ্চিত করেন বাউতিস্তা। দর্শক সংখ্যায় নজির হল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দর্শক উপস্থিতি। দিনের ম্যাচে স্ট্যান্ডে ছিলেন ৬০,৪৫৭। রাতের ম্যাচে ৩৪,৩৯৭। এর আগে ২০১২ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে রাতের ম্যাচে সর্বাধিক ২৮,৩৭৭ দর্শক উপস্থিতি ছিল। দিন-রাতের ম্যাচ মিলিয়ে সর্বাধিক দর্শক উপস্থিতি ছিল ২০২০ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে (৯৩,৭০৯)। এ দিন মোট সংখ্যা ৯৪,৮৫৪।

নেটে অনুশীলন শুরু বুমরার, খবর জানালেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারিঃ প্রায় ৪ মাস বাইশ গজ থেকে দূরে রয়েছেন ভারতের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরা। বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তেই চলছিল তাঁর রিহ্যাব পর্ব। বুমরাকে এনসিএ ফিট সার্টিফিকেট দেওয়ার পরই, তাঁকে নতুন বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দলে রাখা হয়। ১০ জানুয়ারি শুরু হওয়ার কথা ছিল সেই সিরিজ। তার ঠিক এক দিন আগে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ওডিআই সিরিজে পাওয়া যাবে না বুমরাকে। জানানো হয়, তাঁর চোট পুরোপুরি সারেনি। শেষ বার জাতীয় দলের হয়ে বুমরাকে খেলতে দেখা গিয়েছিল ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। এ বার নেটে ফিরলেন ভারতীয় তারকা পেসার। নেটে তাঁর বোলিংয়ের মুখোমুখি হলেন কেকেআরের তারকা ক্রিকেটার ভেঙ্কটেশ আইয়ার। নাইট সুপারস্টারই বুমরার নেটে অনুশীলন করার ভিডিয়ো ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করেছেন। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। তিনিই সকলকে জানিয়েছেন যে, বুমরা অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। নাইট তারকা অলরাউন্ডার ইন্সটাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। সেখানে দেখা গিয়েছে ভেঙ্কটেশকে বল করছেন বুমরা। নেটে একসঙ্গে অনুশীলন করছেন দুই ক্রিকেটার। ক্যাপশনে লেখেন, 'এটা শুধু সময়ের ব্যাপার! পুনরুদ্ধারের পথে...' উল্লেখ্য, ২০২২ সালে চোটের কারণে এশিয়া কাপে খেলতে পারেননি বুমরা। এরপর ওই চোটের কারণে বুমরা বাদ পড়েন ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকেও। তার পর আর কোনও ম্যাচে খেলা হয়নি টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসারের। ফেব্রুয়ারি-মার্চ জুড়ে হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া বর্ডার গাভাসকর ট্রফি। ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দু'টি টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। সেই দলে বুমরাকে দলে রাখা হয়নি। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁকে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির পরের দু'টি টেস্টে দলে ফেরানো হতেই পারে। উল্লেখ্য, ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট শুরু হবে ৯ ফেব্রুয়ারি। এ বার দেখার কবে ২২ গজে কামব্যাক হয় ভারতের ইয়র্কার স্পেশালিস্টের।

অবশেষে ইতি পড়ল ধর্নায়

ডব্লুএফআই-এর প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের ঘোষণা অনুরাগের

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারিঃ রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভরত দেশের কুস্তিগিররা। মেয়ে কুস্তিগিরদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ছেলেরাও। পাশাপাশি ধর্নায় শামিল হয়েছেন ক্রীড়া জগতের অন্যান্য ক্রীড়াবিদরাও। দিল্লির যন্তর-মন্তরে তাঁরা ধর্নায় বসেছেন। দাবি তুলেছেন ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজ ভূষণ সরণ সিংয়ের পদত্যাগের। তাঁদের সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। পরপর দু'দিন তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। আর এই বৈঠকেই একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল। গতকাল রাতে অনুরাগ জানিয়েছেন, সিংকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কুস্তিগিরদের সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তেরও নির্দেশ দেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, এই তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যেই তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে তাদের। অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, ''আগামিকাল এই কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হবে। এবং এই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই প্যানেল ডব্লুএফএ-এর প্রতিদিনের কার্যকলাপের দিকে নজর রাখবে।'' প্রসঙ্গত, গত বুধবার থেকে দিল্লির যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভরত দেশের কুস্তিগিররা। বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম অনুরাগ ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাত ২টোয় সেই বৈঠক শেষ হয়। চার ঘণ্টার বৈঠকের শেষে পুনরায় কুস্তিগিরদের সঙ্গে গতকাল বৈঠকের আশ্বাস দেন ঠাকুর এবং যথাযথ পদক্ষেপ করার কথা বলেন। গতকাল ফের ভিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিক, রবি দাহিয়া সহ বজরং পুনিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন অনুরাগ ঠাকুর। তারপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিংয়ের পদত্যাগের ঘোষণা করেন। তাঁর এই আশ্বাসে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার কথাও জানান কুস্তিগিররা। অনুরাগ ঠাকুরের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে, বজরং পুনিয়া বলেছেন, ''কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী আমাদের দাবি শুনেছেন এবং আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন একটি যথাযথ তদন্ত করা হবে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এবং একটি স্বচ্ছ তদন্ত করা হবে। তাই আমরা এই প্রতিবাদ তুলে নিচ্ছি।'' প্রসঙ্গত, এই বিষয়ে সিংয়ের ২২ জানুয়ারি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা। গত ২০১১ সাল থেকে ডব্লুএফএ-এর প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন তিনি। এই প্রতিবাদ শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে গিয়েছেন। পদত্যাগও করতে চাননি। তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তিনি এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও কথা বলেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর আশ্বাসের পরে নয়াদিল্লির যন্তরমন্তর থেকে আপাতত বিক্ষোভ উঠিয়ে নিলেও কুস্তিগিররা এ বার নতুন সমস্যার সামনে পড়লেন। যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত সভাপতি ব্রিজভূষণ শরন সিংহের পাশেই দাঁড়িয়েছে জাতীয় কুস্তি সংস্থা। তারা শনিবার আট পাতার একটি চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া এবং যুবকল্যাণ মন্ত্রককে। সেখানে জানানো হয়েছে, ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন

কিছু কুস্তিগির। জাতীয় কুস্তি সংস্থা তাদের চিঠিতে জানিয়েছে, ধর্নার মাধ্যমে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার মতো কুস্তিগিররা। ব্রিজভূষণকে কলঙ্কিত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। আপাতত সভাপতির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় কুস্তি সংস্থার হয়ে চিঠি লেখা সদস্যেরা। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার যে অভিযোগ উঠেছে, তা-ও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে ওই চিঠিতে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার গভীর রাতে সাংবাদিক বৈঠক করে অনুরাগ জানান, তিনি ৭ ঘণ্টা ধরে কুস্তিগিরদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এক মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অনুরাগের আশ্বাস পাওয়ার পরেই নিজেদের বিক্ষোভ আপাতত তুলে নেন কুস্তিগিররা। একই দিনে নয়াদিল্লিতে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেছে ভারতীয় অলিম্পিক্স কমিটি। পিটি উষার নেতৃত্বাধীন কমিটি বৈঠকের পরে একটি সাত সদস্যের কমিটি তৈরি করেছে। সেই কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন বক্সিংয়ে ছ'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মেরি কম, বাংলার প্রাক্তন অলিম্পিয়ান দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলকানন্দা অশোক, যোগেশ্বর দত্ত, সহদেব যাদব প্রমুখ। কী ভাবে তাঁরা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন, তা অবশ্য বিস্তারিত জানানো হয়নি। এর মাঝেই বেসুরো গেয়েছেন প্রাক্তন অলিম্পিয়ান নরসিংহ যাদব। তাঁর প্রশ্ন, যদি ব্রিজভূষণ সত্যিই দোষী হতেন, তা হলে কেন শুধু একটি রাজ্যের কুস্তিগিররাই অভিযোগ করতেন? তিনি বলেছেন, ''কেন শুধু একটা রাজ্যের কুস্তিগিররাই বিক্ষোভ করছিল। কেন বাকি রাজ্যের কুস্তিগিররা কোনও অভিযোগ করেনি। কারণ, ব্রিজভূষণের জন্য একটা রাজ্যের কুস্তিগিরদেরই সমস্যা হচ্ছে।'' নিজের অভিযোগের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নরসিংহ। তিনি বলেছেন, ''ব্রিজভূষণ সভাপতি হওয়ার পরে ভারতের কুস্তি আরও উন্নত হয়েছে। যারা বিক্ষোভ করছিল তারাই আগে ব্রিজভূষণের প্রশংসা করেছে। হরিয়ানার কুস্তিগিরদের জন্য উত্তরপ্রদেশ ও অন্য রাজ্যের কুস্তিগিরদের সমস্যা হয়। তারা ভাল খেললেও হরিয়ানার কুস্তিগিররাই সব আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যায়। তারা বেশি সুযোগ-সুবিধা পায়। এরই বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন ব্রিজভূষণ। তারই খেসারত দিতে হচ্ছে তাঁকে।'' হরিয়ানার কুস্তিগিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বিশ্বকাপে একমাত্র পদকজয়ী কুস্তিগির সন্দীপ যাদবও। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। সন্দীপের অভিযোগ, ''আমরা অনেক পরিশ্রম করি। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় হরিয়ানার কুস্তিগিররাই সুযোগ পায়। আমি বিশ্বকাপে একমাত্র পদকজয়ী কুস্তিগির। তার পরেও আমি বলছি, কুস্তিতে অনেক বৈষম্য রয়েছে। ব্রিজভূষণ অন্য রাজ্যের কুস্তিগিরদেরও সুযোগ দিচ্ছিলেন। সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সবাই অভিযোগ করেছে।''

রোনাল্ডোর বিপক্ষে ম্যাচে মেসির জার্সির দাম উঠেছে ২২ লাখ টাকা

রিয়াধ, ২১ জানুয়ারিঃ খেলোয়াড়দের জার্সি নিলামে তোলা নতুন নয় পিএসজির জন্য। সমর্থকদের মধ্যে এর চাহিদাও প্রচুর, পিএসজি তাই ম্যাচে খেলোয়াড়দের পরা জার্সি নিলামে তোলে। মোটা অঙ্কের টাকায় সমর্থকেরা তা কিনেও নেন। পিএসজির ওয়েবসাইটে এই নিলাম করা হয়। সমর্থকেরা সরাসরি নিলামে অংশ নিতে পারেন। জার্সি প্রাপকের হাতে তুলে দেওয়ার সময় একটি নিয়মও মেনে চলে ফরাসি ক্লাবটি। জার্সিটি যে আসল, তার পক্ষে একটি সার্টিফিকেটও তুলে দেওয়া হয় সমর্থকের হাতে। তো এবার মেসির জার্সি নিয়ে মজেছেন পিএসজির সমর্থকেরা। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা ও ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, মেসির জার্সি ছাড়াও আরও ১৭টি জার্সি নিলামে বিক্রি হয়েছে। বিশ্বকাপ জয়ের পর পিএসজিতে ফিরে প্রথম ম্যাচে অঁজের মুখোমুখি হয়েছিলেন মেসি। সে ম্যাচে মেসির পরা জার্সিটি এক চিনা নাগরিক ৪৭ হাজার ৩০০ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৮ লাখ

৩০ হাজার টাকা) কিনেছেন বলে জানিয়েছে মার্কা। এক সপ্তাহব্যাপী এ নিলামে জার্সিগুলোর ভিত্তি মূল্য ছিল ৯৬ দশমিক ২ ডলার। ২৪ হাজার ডলার থেকে দাম বলা শুরু করে সাতবারের প্রচেষ্টায় অঁজের বিপক্ষে মেসির পরা জার্সিটি কিনতে সক্ষম হন সেই চিনা নাগরিক। নিলামে নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপ্পের জার্সিও বিক্রি হয়েছে। লেঁস ও স্ত্রাসবুর্গের বিপক্ষে নেইমার ও এমবাপে যেসব জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন, সেগুলো কিনে নিয়েছেন সমর্থকেরা। নেইমারের জার্সি বিক্রি হয়েছে ৮ হাজার ৬১০ ডলারে। এমবাপের দুটি জার্সি বিক্রি হয়েছে। একটির দাম ১৫ হাজার ৩৬২ ডলার, অন্যটির দাম উঠেছে ১৬ হাজার ৩৫৩ ডলার। গত বছরের নভেম্বর থেকে খেলোয়াড়দের জার্সি নিলামে তুলছে পিএসজি। সৌদি আরবে পরশু রাতে রিয়াদ অলস্টার দলের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচে ৫-৪ গোলে জিতেছে পিএসজি। সৌদির ক্লাব আল নাসরে যোগ দেওয়া ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো এ ম্যাচে মেসির প্রতিপক্ষ ছিলেন। যেহেতু রোনাল্ডোর বিপক্ষে ম্যাচ, মেসি তাই এ ম্যাচে যে জার্সি পরে খেলেছেন, সেটি নিয়ে ভক্তদের তুমুল আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। রোনাল্ডোর বিপক্ষে সে ম্যাচে মেসির পরা জার্সিও নিলামে তুলেছে পিএসজি। এখন পর্যন্ত সেই জার্সির দাম উঠেছে ২৭ হাজার ১৯৩ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ২২ লাখ টাকা)। নিলাম শেষ হতে এখনো সাত দিন বাকি। মেসির জার্সির দাম যে এ সময়ের মধ্যে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501